নির্বাচিত ১০০ কবিতা

মহাদেব সাহা

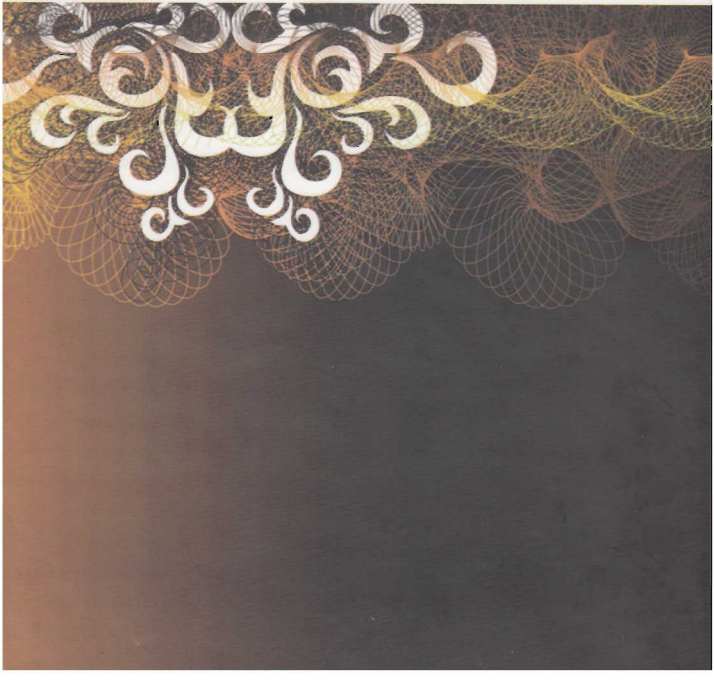

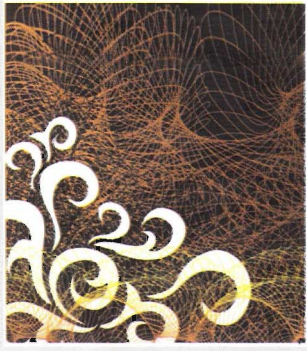

মহাদেব সাহার কবিতা তাঁর নিজেরই সৃষ্ট এক স্বতন্ত্র ভুবন যেখানে নিজেকে বিভিন্নভাবে উন্মোচন করেছেন তিনি ; বাংলা কবিতার পরিশ্রুত আবেগময় রূপটিকে তুলে ধরে কবিতাকে তিনি করে তুলেছেন হৃদয়গ্রাহী, মর্মস্পর্শী, লাবণ্যময়, পাঠক আবার ফিরে এসেছে কবিতায় ; এই ধ্যানমগ্ন, ব্যথিত, বিভর কবি মোহময়ী ভাষায় রচনা করে চলেছেন আমাদের জীবনভাষ্য। তাঁর কবিতায় যেমন মূর্ত হয়ে উঠেছে চিরপরিচিত জীবন, এই প্রকৃতি, চরাচর তেমনি উন্মোচিত হয়েছে এক অজানা রহস্যের জগৎ, আশ্চর্য কোমল ও গীতল তাঁর কবিতা, সৌন্দর্যখচিত, চিত্রময়, স্বতোৎসারিত ; অন্তরের আলো ফেলে ফেলে কবিতাকে তিনি করে তোলেন গভীর ও রহস্যময়, অশ্রুসজল বিধুর এইসব পঙ্‌ক্তি আমাদের চিরকালীন সৌন্দর্যের দিকেই নিয়ে যায়।

তাঁর কবিতায় অবারিতভাবে উঠে এসেছে গ্রাম, শস্যক্ষেত্র, ফেলে-আসা জীবন, তাতে মিশে আছে মাটির গন্ধ, জীবনের নির্যাস। এক অসামান্য সাবলীলতায় তিনি মানব-মানবীর জীবনরহস্যের সবচেয়ে গাঢ় ও সংবেদনশীল রূপটিও উদ্‌ঘাটিত করেন, প্রেম ও সৌন্দর্য জীবন্ত হয়ে ওঠে তাঁর কবিতায় ; আমাদের এই দুঃখময় জীবনকেই সহনীয় করে তোলেন তিনি, মানুষ এক মুহূর্তের জন্য হলেও ফিরে আসে স্বপ্নজগতে। তাঁর কবিতার প্রধান আকর্ষণই অন্তর্লীন বেদনাবোধ। এই সঙ্কলনটির কবিতাগুলোতেও স্বাভাবিকভাবেই মিশে আছে এইসব স্মৃতি, গন্ধ, স্বপ্ন, বিষাদ।

প্রচ্ছদ :: মাসুম রহমান

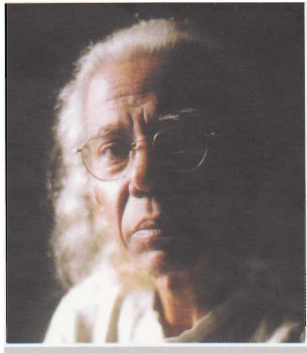

জন্ম ২০ শ্রাবণ ১৩৫১, ৫ আগস্ট ১৯৪৪, সিরাজগঞ্জের ধানঘড়া গ্রামে। পিতা গদাধর সাহা, মাতা বিরাজমোহিনী। পিতামাতার একমাত্র সন্তান। ঢাকা কলেজ, বগুড়া কলেজ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। প্রথমে বাংলা ও পরে কিছুদিন ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। লেখালেখির শুরু কৈশোরে। স্ত্রী নীলা সাহা, দুইপুত্র তীর্থ ও সৌধ।

১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম কাব্যগ্রন্থ : 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস'। ৫৬টি ক[illegible]ন্থসহ এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৭৪। শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা কবিতার বই : 'টাপুর টুপুর মেঘের দুপুর', 'ছবি আঁকা পাখির পাখা', 'আকাশে-ওড়া মাটির ঘোড়া' ও 'সরষে ফুলের নদী'।

একুশে পদক ও বাংলা একাডেমী পুরস্কারসহ দেশের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেছেন। কলকাতা থেকে পেয়েছেন বঙ্গবন্ধু পুরস্কার।

ভ্রমণ করেছেন নানাদেশ।

আলোকচিত্র :: শফিউল আলম সুমন

নি র্বা চি ত
১০০ কবিতা

নির্বাচিত ১০০ কবিতা

মহাদেব সাহা

তৃতীয় মুদ্রণ | একুশের বইমেলা ২০১১
দ্বিতীয় মুদ্রণ | একুশের বইমেলা ২০০৯
প্রথম প্রকাশ | একুশের বইমেলা ২০০৭

© | নীলা সাহা

প্রচ্ছদ | মাসুম রহমান

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৮০২
ইমেইল : anyadin@yahoo.com

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মূল্য | ১৭০ টাকা

পরিবেশক | অন্যমেলা
বসুন্ধরা শপিং মল : ৯১০২২৬৬
বনানী : ৯৮৬০৭১৬
শুক্রাবাদ : ৮১৫৯৭৬৩
বেইলী রোড : ৯৩৫১৪০৮

আমেরিকা পরিবেশক | মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক | সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

কানাডা পরিবেশক | এটিএন বুক এন্ড ক্রাফটস
২৯৭৬ ড্যানফোর্থ এভিনিউ, টরেন্টো

Nirbachita 100 Kabita | by Mahadev Saha
Published by Mazharul Islam
Anyaprokash
Cover Design : Masum Rahman
Price : Tk. 170.00 only
ISBN : 984 868 439 5

উৎসর্গ

অমিয় চক্রবর্তী

সূ চি প ত্র

বৈশাখে নিজস্ব সংবাদ *(মা আমাকে বলেছিলো— যেখানেই থাকিস তুই)* ১১
বন্ধুর জন্য বিজ্ঞাপন *(আমি একটি বন্ধু খুঁজছিলাম যে আমার)* ১৩
রবীন্দ্রোত্তর আমরা কজন যুবা *(শুনুন রবীন্দ্রনাথ এ যুগে ভীষণ দায় বাঁচা, বড়ো অসহায়)* ১৫
শহরে, এই বৃষ্টিতে *(ঢাকার আকাশ আজ মেঘাচ্ছন্ন, মাধবী এখন তুমি বাইরে যেও না)* ১৭
কতো নতজানু হবো, দাঁতে ছোঁবো মাটি *(কতো নতজানু হবো, কতো দাঁতে ছোঁবো মাটি)* ১৮
মানব তোমার কাছে যেতে চাই *(মানব তোমার কাছে গড় হয়ে করেছি প্রণাম)* ১৯
মানুষের মধ্যে কিছু অভিমান থাকে *(সব মানুষেরই মধ্যে কিছু অভিমান থাকে,)* ২০
কিছুদিন শোকে ছিলাম, মোহে ছিলাম *(কিছুদিন শোকে ছিলাম,*
মোহে ছিলাম, কিছুদিন নারীতে) ২১
গোলাপের বংশে জন্ম *(আমরা কেউ সজ্জসেবকের দলে নেই, আমরা চিরদহনদাহনপ্রিয়)* ২২
চিঠি দিও *(করুণা করেও হলে চিঠি দিও, খামে ভরে তুলে দিও)* ২৪
দেশপ্রেম *(তাহলে কি গোলাপেরও দেশপ্রেম নেই)* ২৫
কফিন কাহিনী *(চারজন দেবদূত এসে ঘিরে আছে একটি কফিন)* ২৭
কিছুই দেয়ার নেই *(মেঘ নই আমি জলধারা দেবো তোমাদের)* ২৮
তোমার ব্যাকুলতাগুলি নিয়ে *(কখন যে এভাবে তোমার ব্যাকুলতাগুলি ভরে দিয়েছো)* ২৯
সবাই ফেরালে মুখ *(সবখানে ব্যর্থ হয়ে যদি যাই)* ৩১
আমি কি বলতে পেরেছিলাম *(আমার টেবিলের সামনে দেয়ালে শেখ মুজিবের)* ৩২
তোমার জন্য *(তোমার জন্য জয় করেছি একটি যুদ্ধ)* ৩৫
তোমরা কি জানো *(তোমরা কি জানো এ শহর কেন হঠাৎ এমন)* ৩৬
সব তো আমারই স্বপ্ন *(সব তো আমারই স্বপ্ন মাথার উপরে এই যে কখনো)* ৩৭
ভালোবাসা *(ভালোবাসা তুমি এমনি সুদূর)* ৩৯
তোমার বর্ণনা *(তোমাকে বিশদ ব্যাখ্যা করবো কি বর্ণনায়ই বুঝেছি অক্ষম)* ৪০
এই ব্যর্থ আ-কার এ-কার *(এই তো আমার কাজ আ-কার এ-কারগুলো*
খুঁটে খুঁটে দেখি যদি হয়,) ৪১
জুঁইফুলের চেয়ে শাদা ভাতই অধিক সুন্দর *(যে-কোনো বিষয় নিয়েই হয়তো*
এই কবিতাটি লেখা যেতো) ৪৩
আফ্রিকা, তোমার দুঃখ বুঝি *(আফ্রিকার বুকের ভেতর আমি শুনতে পাই এই)* ৪৪

সূ চি প ত্র

নারীর মুখের যোগ্য শোভা নেই *(কী করে বলো না করি অস্বীকার এখনো আমার কাছে)* ৪৬
লিরিকগুচ্ছ *(আমি নিরিবিলি একলা বকুল)* ৪৮
আমিও তো অটোগ্রাফ চাই *(আমিও তো অটোগ্রাফ চাই, আমিও তো লিখতে চাই)* ৫০
বড়ো সুসময় কখনো পাবো না *(ফুলের পাশেই আছে অজস্র কাঁটার পথ, এই তো জীবন)* ৫২
তোমার দুইটি হাতে পৃথিবীর মৌলিক কবিতা *(তোমার দুহাত মেলে দেখিনি কখনো)* ৫৩
পৃথিবী আমার খুব প্রিয় *(ঢাকা আমার খুব প্রিয়, কিন্তু আমি থাকি)* ৫৪
মানুষের সাথে থাকো *(যতোই ব্যথিত হও মানুষের সান্নিধ্য ছেড়ো না)* ৫৫
ছন্দরীতি *(তোমাদের কথায় কথায় এতো ব্যাকরণ)* ৫৬
তাহলে কি ঢেকে যাবে পৃথিবীর মুখ *(ভীষণ তুষার-ঝড় বয়ে যায় পৃথিবীর মানচিত্রে আজ)* ৫৭
টিভিতে লেনিনের মূর্তি অপসারণের দৃশ্য দেখে *(এই মূঢ় মানুষেরা জানে না কিছুই, জানে না কখন তারা)* ৫৮
আমূল বদলে দাও আমার জীবন *(পরিপূর্ণ পাল্টে দাও আমার জীবন, আমি ফের)* ৫৯
এককোটি বছর তোমাকে দেখি না *(এককোটি বছর হয় তোমাকে দেখি না)* ৬০
নীতিশিক্ষা *(আমাকে এখন শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়)* ৬১
আমার প্রেমিকা *(আমার প্রেমিকা— নাম তার খুব ছোটো দুইটি অক্ষরে)* ৬২
একা হয়ে যাও *(একা হয়ে যাও, নিঃসঙ্গ বৃক্ষের মতো)* ৬৩
তারা আমাদের কেউ নয় *(তারা আমাদের কেউ নয় যারা মসজিদ ভাঙে)* ৬৪
হিংসা তার আদিগ্রন্থ *(মানুষ কিছুই শিখলো না আর, কিছুই শিখলো না)* ৬৫
যদুবংশ ধ্বংসের আগে *(একী বৈরী যুগে এসে দাঁড়ালাম আমরা সকলে)* ৬৬
চাই না কোথাও যেতে *(আমি তো তোমাকে ফেলে চাই না কোথাও যেতে)* ৬৭
কোথায় যাই, কার কাছে যাই *(আজ বন্ধের দিন ; কোথাও কিছু খোলা নেই)* ৬৮
এই শীতে আমি হই তোমার উদ্ভিদ *(শীত খুব তোমার পছন্দ, কিন্তু আমি)* ৭০
সুন্দরের হাতে আজ হাতকড়া, গোলাপের বিরুদ্ধে হুলিয়া *(সুন্দরের হাতে আজ হাতকড়া, গোলাপের বিরুদ্ধে)* ৭১
আমার জীবনী *(আমার জীবনী আমি লিখে রেখে যাবো)* ৭২
মধুপুরে *(মনটা ভীষণ উড়ু উড়ু, আমি যেন)* ৭৩
জীবনের পাঠ *(শুধাই বৃক্ষের কাছে, 'বলো বৃক্ষ, কীভাবে)* ৭৪

সূ চি প ত্র

মেঘের জামা *(পাহাড় যেন ট্রাফিক পুলিশ)* ৭৫
বেঁচে আছি স্বপ্নমানুষ *(আমি হয়তো কোনোদিন কারো বুকে)* ৭৬
মগ্নজীবন *(এই এটুকু জীবন আমি দিওয়ানার মতো)* ৭৮
মন ভালো নেই *(বিষাদ ছুঁয়েছে আজ, মন ভালো নেই,)* ৮০
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্যে এলিজি *(আমি বুঝি বেঁচে থাকা কী যে ক্লান্তিকর এই পৃথিবীতে)* ৮২
আমি কোনোদিন দণ্ডকারণ্য যাইনি *(আমি কোনোদিন দণ্ডকারণ্য যাইনি)* ৮৩
তোমার জন্য অন্ত্যমিল *(আমার আকাশে তুমি যেন সেই)* ৮৫
দেহতত্ত্ব *(দেহের সঙ্গে মিলেছে দেহখানি)* ৮৬
বৃষ্টি *(সারাটা দিন বৃষ্টি পড়ে আজ)* ৮৭
ফুলগুলি *(ফুলগুলি কোথায় ফুটেছিলো ? কাননে)* ৮৮
তুমিই অনন্ত উৎস *(কবিতার জন্য আর যাই না ঝরনার কাছে)* ৮৯
কবির উত্তর *(কবিকে শুধায় এই ব্যথিত গোলাপ)* ৯০
ভালোবাসা বুঝি দূর শৈশবের প্রিয় শীতকাল *(তোমার অনেক বেড়ানোর জায়গা,)* ৯১
যুগল কবিতা *(তুমি যদি নদী হও আমি হই এই শুষ্ক বালি)* ৯২
গোলপাতা *(জল পড়ে গোলপাতা-ঘরে)* ৯৩
পাতার ঘোমটা-পরা বাড়ি *(এখনো বুকের মধ্যে জেগে আছে গাছপাতা,)* ৯৪
কবিতাপাঠের আগে *(কবিতাপাঠের আগে এখনো তেমনি বুক কাঁপে)* ৯৫
মেঘলা দুপুরে *(মেঘলা দুপুরে অনন্তপুরে কী করে সবাই)* ৯৬
ভালোবাসি হে বিরহী বাঁশি *(দূরের আকাশখানি আজো আমি খুব ভালোবাসি)* ৯৭
বার্চবনে এক সন্ধ্যায় *(সন্ধ্যাবেলা বনের ভেতর দিয়ে পায়ে হেঁটে যাই)* ৯৮
কে যায় একা *(কে যায় একা মধ্যরাতে মেঘ শুয়েছে বাড়ির ছাতে)* ৯৯
ঘুড়ি ও রুমাল *(এখানে উড়িয়ে দেই তোমার রুমাল)* ১০০
চিরায়ত *(তোমার দুঃখ আমার দুঃখ মিলেছে যেইখানে)* ১০৩
এখনো রোমাঞ্চ হয় *(এখনো রোমাঞ্চ হয় এখনো বাসনা জাগে মনে)* ১০৪
যতোটা সম্ভব *(আমার পক্ষে যতোটা সম্ভব আমি)* ১০৫
মনে *(অনেক দিনের দুঃখ আছে মনে)* ১০৬

সূ চি প ত্র

সব দুঃখ ভুলে যাই প্রেমের গৌরবে *(সব দুঃখ ভুলে যাই প্রেমের গৌরবে, সব ক্লান্তি)* ১০৭
শেফালি সিরিজ *(বুক ভরে নাও শেফালিফুলের গন্ধ, শেফালিফুলের)* ১০৮
প্রাতঃস্মরণীয়া *(তোমাকে খালাম্মা বলি কিন্তু তুমি আমাদের মা)* ১১১
ঝরাপাতা, তোমার জন্য *(ঝরাপাতা আজীবন স্তব্ধ হয়ে রয়েছি তোমার কাছে)* ১১২
শতাব্দীর শেষ পূর্ণিমার জন্য একটি কবিতা *(এতোকাল চাঁদ ছিলো বুকের ভেতরে,)* ১১৪
আকাশ *(কতোদিন আকাশ দেখতে দেখতে দুচোখ)* ১১৫
আমার দ্যাশের বাড়ি *(সেই কথা মনে পড়ে একদিন কোথায় ছিলাম)* ১১৬
বর্ষা আমার জন্মঋতু *(বর্ষা আমার জন্মঋতু, তাকে জন্ম থেকে চিনি)* ১১৭
সোনালি ডানার মেঘ *(সোনালি ডানার মেঘ উড়ে যায় দূরের আকাশে)* ১১৮
পৃথিবী, তোমাকে আমি ভালোবাসি *(আমার দুহাত বাঁধা,*
পৃথিবী আমার কাছে চেয়ো না আনন্দ-উপহার) ১১৯
শান্তি *(কী মধুর সে জীবন ছিলো মাগো ফিরিয়ে দিবি তুই)* ১২০
সাধ হয় *(ভোর হয়ে জেগে উঠি, ফুটি আমি, হয় মনে সাধ)* ১২১
চৈত্রনিশি *(চৈত্রনিশি কেটে যায়, বিরহবিষাদ জাগে মনে)* ১২২
এই নাম স্বতোৎসারিত *(বলে ওরা, তুমি কেউ নও, তোমাকে চেনে না কেউ, আজ)* ১২৩
লালনের ছায়া *(এই যে জগৎজোড়া মানুষের ঘর, দেশে দেশে মানববসতি)* ১২৪
নদী *(নদী হচ্ছে মানুষের হৃদয়, মানুষের চিরন্তন সুখদুঃখ)* ১২৫
যতোবার পার হতে যাই *(যতোবার পার হতে যাই এই সামান্য উঠোন, আমাকে জড়িয়ে)* ১২৬
জলাশয় *(জলাশয় বলতে আমি বুঝি আমার মায়ের চোখ,)* ১২৭
যা-কিছু আমার ছিলো *(কারা কেড়ে নিলো আমার ভোরের পাখির গান, ঘাসের বুকে)* ১২৮
সেই আদ্যক্ষর *(কতো বছর বুকের ভিতর লুকিয়ে রেখেছি একটি শব্দ)* ১২৯
আর সবই ভুল কাজ *(শুধু এই ভালোবাসা ছাড়া আর সবই ভুল কাজ, ভুল লেখাপড়া)* ১৩০
যতোই বলো *(যতোই বলো আমি আজো সেই শৈশবের নির্জন)* ১৩১
শুনি *(আমি শুনতাম ভরা নদীর ওপর দিয়ে-আসা-ভাটিয়ালি, খোলা)* ১৩২
এই সন্ধ্যা *(ঝমঝম নেমেছে বৃষ্টি সন্ধ্যাবেলা)* ১৩৩
আমার জন্মগ্রাম *(সারাগ্রাম আমার বাড়ি, এই গ্রামময় ছড়ানো আমার)* ১৩৪

বৈশাখে নিজস্ব সংবাদ

মা আমাকে বলেছিলো— যেখানেই থাকিস তুই
বাড়ি আসবি পয়লা বোশেখে। পয়লা বোশেখ বড়ো ভালো দিন
এদিন ঘরের ছেলে বাইরে থাকতে নেই কভু, বছরের এই একটি দিনে
আমি সিদ্ধিদাতা গণেশের পায়ে দিই
ফুলজল, কে বলবে কী করে কার বছর কাটবে,
বন্যা, ঝড় কিংবা অগ্নিকাণ্ড কতো কী ঘটতে পারে, তোর তো কথাই নেই
মাসে মাসে সর্দিজ্বর, বুকব্যথা লেগেই আছে, বত্রিশ বছর বয়েস
নাগাদ এইসব চলবে তোর, জানিস খোকা, রাশিচক্র তোর ভীষণ খারাপ,
যেখানেই থাকিস তুই বাড়ি আসবি পয়লা বোশেখে। সেদিন সকালে
উঠবি ঘুম থেকে, সময়মতো খাবি দাবি, ভালোয় ভালোয় কাটাবি দিনটা
যেন এমনি মঙ্গলমতো সারাটা বছর কাটে, তোকে না ছোঁয় কোনো
ঝড়ি-ঝাপটা, বিপদ-আপদ
আমি নিজ হাতে একশো-একটি বাতি জ্বালিয়ে পোড়াবো তোর
সমস্ত বালাই।

মা তোমার এসব কথা মনে আছে, এমনকী মনে আছে
বছরের শেষে ছুটিছাটায় বাড়ি গেলে পয়লা বোশেখ না কাটিয়ে তুমি
কিছুতেই আসতে দিতে না, বাড়ি থেকে বেরুবার সময়
আবার বুকের মধ্যে পুরে দিতে ভালো থাক তুই শুধু এইটুকু
বিশেষ সংবাদ, আমার
গন্তব্যে তুমি ছড়িয়ে দিতে দুর্ঘটনা, রোগ, শত্রুর উৎপাত থেকে
নিরাপত্তা, হায় এই
সংসারটা যদি মায়ের বুকের মতো স্বাস্থ্যবান হতো,
তখন আমার বৈশাখগুলি
প্রাকৃতিক দুর্যোগে কাটতো না এমন বিষণ্ন ;
এখন আমার বৈশাখ কাটে ধূলিঝড়ে জানালা দরোজা সব
বন্ধ ঘরে অন্ধকার শবাধারে শুয়ে, মাথার সমস্ত চুল
কেটে নেয় ভয়ের বিশাল কাঁচি, সকালে খুলিতে বুলায় হাত মেসের
গাড়ল বাবুর্চি এসে
দেয়ালে তাকিয়ে দেখি এমনি করে বছর বছর ক্যালেন্ডারে পাল্টে যায়
আমার বয়স, গোঁফদাড়ি পুষ্ট হয়, কিছু কিছু পরিচয় ঘটে
তথ্যকেন্দ্রে বসে জেনে নিই দু'চারটে নতুন খবর, আবার ঘসে মেজে
উজ্জ্বল করি আমার নেমপ্লেট ;

শোনো মা, তোমার সমস্ত কথা মনে আছে, বৈশাখে দোকানে হালখাতা
মহরত হতো, বাড়ির উঠোন ভরে খেতে দিতে কলাপাতায় ঘরের
মিষ্টান্ন, আমার জন্যে বানিয়ে রাখতে স্বস্তিক, মা তোমার হাতের দেয়া
স্বস্তিক আমি এমন লোভী দেখো নিঃশেষে খেয়ে বসে আছি, আমার মনের
স্বস্তি আমি আজ খেয়ে বসে আছি ;
এখন আমার বছর কাটে বিদেশ বিভুঁয়ে

নানাস্থানে, বেশির ভাগ হোটেলের ভাড়াটে কামরায়, স্টেশনের
ওয়েটিং রুমে, বছরে দু'একবার হাসপাতালে, কখনো কখনো পুলিশ-
ফাঁড়িতেও যাই
ইতস্তত ভবঘুরের মতো ঘুরি, ইদানীং সংবাদ সংগ্রহে
বড়ো বেশি ব্যস্ত থাকি, কেবল আমার সংবাদ আজ আমার
কাছে নিতান্ত অজ্ঞাত ;

আমার বছর কাটে ধার-ঋণে, প্রত্যহ কিনি একেকটি দেশলাইর বাক্স
আমিই বুঝি না কেন আজকাল এতো বেশি দেশলাই কিনি আমি
হামেশাই বৈদ্যুতিক গোলযোগে জ্বালাতে হয় নিজের বারুদ
আমার এখন বুঝি ভালো লাগে প্রতিদিন নিজের করতলের গাঢ় অন্ধকারে
জ্বালাতে আগুন, কেননা এখন আমাকে বড়ো বেশি কষ্ট দেয় আমার
নিজের আঙুলগুলি, আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে ভীষণ আঁধার ;
এখন প্রায়শই মতবিরোধ, ঝগড়াঝাঁটি
করে কাটে আমার সময়, কোনো কিছুতেই দুঃখও পাইনে বড়ো, বুকের
ব্যথাটাও বোধ হয় না আজকাল আর, আমার বুকের ওপর দিয়ে ক্রমাগত
তুষারঝড় হয়ে গেছে, বুঝি ভূমিকম্পে মরে গেছে
বুকের সমস্ত শহরতলী ;
মা তুমি বলেছিলে পয়লা বোশেখে
বাড়ি আসবি তুই, আমার মনে আছে— আমারও
ইচ্ছে করে পয়লা বোশেখ কাটাই বাড়িতে, প্রতি বছর মনে
করে রাখি সামনের বছর পয়লা বোশেখটা বাড়িতেই কাটিয়ে
আসবো, খুব সকালে উঠে দেখবো পয়লা বোশেখের সূর্যোদয়
দেখতে কেমন, কিন্তু মা সারাটা বছর কাটে, ক্যালেন্ডার পাল্টে যায়, আমার
জীবনে আর আসে না যে পয়লা বোশেখ।

বন্ধুর জন্য বিজ্ঞাপন

আমি একটি বন্ধু খুঁজছিলাম যে আমার
পিতৃশোক ভাগ করে নেবে, নেবে
আমার ফুসফুস থেকে দূষিত বাতাস ;

বেড়ে গেলে শহরময় শীতের প্রকোপ
তার মুখ মনে হবে সবুজ চায়ের প্যাকেট, এখানে
ওখানে দেখা দিলে সংক্রামক রোগ,
ক্ষয়কাশ উইয়ে-খাওয়া কারেন্সি নোটের মতো আমার ফুসফুসটিকে
তীক্ষ্ণ দাঁতে ছিদ্র করে দিলে, সন্দেহজনকভাবে পুলিশ ঘুরলে
পিছে, ডবল ডেকার থেকে সে আমাকে
ফেলে দেবে কোমল ব্যান্ডেজ, সে আমাকে ফেলে দেবে
ট্রান্সপেরেন্ট জাদুল রুমাল, আমি যাবো পাখি হয়ে পুলিশ-স্কোয়াড
থেকে
জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে, বলবো—
আমি প্রেমিকার পলাতক গুপ্তচর ;

সে এসে অন্ধকারে চতুর চোরের মতো
আমার পকেট থেকে নেবে সব স্থলপদ্মগুলি
বলবে কানের কাছে চুপিচুপি অসম্ভব বদমাশ সে,
—চল্ ঘুরে আসি রাতের শো থেকে
তারপর নিয়ে যাবে ক্রমাগত ভুল ঠিকানায়
তবু সেই ভীষণ বদমাশটা আমার সমস্ত ভুল ভাগ করে নেবে,
ওর সমস্ত পাপ লিখে যাবে আমার ডায়েরিতে
আমার পাপ হাতে নিয়ে ধর্মযাজকের মতো অহঙ্কারে ঢুকবে গির্জায়

আমি এই ঢাকা শহরের সর্বত্র, প্লেসক্লাবে, রেস্তোরাঁয়, ঘোড়দৌড়ের
মাঠে এমন একজন বন্ধু খুঁজে বেড়াই যাকে আমি
মৃত্যুর প্রাক্কালে উইল করে যাবো এইসব অবৈধ সম্পত্তি, কুৎসা
আমার লাম্পট্য, পরিবর্তে সে আমার চিরদিন যোগাবে ঘুমের ওষুধ
আমার অপরাধের ছুরি রেখে দেবে তার বুকের তলায়, আমার
পিতার কাছে
চিঠি দেবে এই বলে— ওর কথা ভাববেন না, ও বড়ো ভালো ছেলে

নিয়মিত অফিস করে দশটা পাঁচটা ; অথচ সে জানবে আমার
সব বদঅভ্যাস, স্বভাবের যাবতীয় দোষ
তবু সে যাবে আমার সাথে ক্যামেরায় ফিল্ম ভর্তি করে
নিয়ে আত্মহত্যাকারী এক যুবকের ছবি তুলে নিতে, অবশেষে
মফস্বল শহরগামী কোনো এক ট্রেনে চড়ে নেমে যাবে
আমার সাথে ভুল ইস্টিশনে ;

এখানে ওখানে সর্বত্র আমি একটি বন্ধু খুঁজছিলাম
যে আমাকে নিয়ে যাবে সুন্দরবনে হরিণ শিকারে, হরিণের শিং থেকে
তার স্বচ্ছ খুর থেকে খুঁটে নেবে দামী অংশগুলি যেন ও গাভীর
খুর থেকে বানাবে বোতাম, সে
আমাকে প্রতিদিন ধার দেবে লোভ, এখানে
সেখানে শহরের পরিচিত অঞ্চলগুলিতে আমি সেই সরল সাঙাতটিকে
খুঁজি, আমি শুধু সারাজীবন একটি বন্ধুর জন্য প্রত্যহ বিজ্ঞাপন দিই
কিন্তু হায়, আমার ব্লাডগ্রুপের সাথে
কারো রক্ত মেলে না কখনো।

রবীন্দ্রোত্তর আমরা কজন যুবা

শুনুন রবীন্দ্রনাথ এ যুগে ভীষণ দায় বাঁচা, বড়ো অসহায়
আমরা কজন যুবা আপনার শান্তিনিকেতনে প্রত্যহ প্রার্থনা
করি হে ঈশ্বর, আমাদের
শান্তি দাও, প্রত্যহ প্রার্থনা করি মঠে ও গির্জায়
আমাদের শান্তি দাও, দাও মহান ঈশ্বর, তবু

সর্বত্র আজ অনাবৃষ্টি, রৌদ্রে
পোড়ে মাঠ, বোমায় শহর পোড়ে, লোকালয় উচ্ছন্নে যায়
মারী ও মড়কে কাঁপে দেশ, শুনুন রবীন্দ্রনাথ এ যুগে আমরা বড়ো
অসহায় কজন যুবক, বিশেষত আমরা কজন যুবা
ব্যক্তিগত নিখোঁজ সংবাদ যারা ঢেকে রাখি সর্বক্ষণ আস্তিনের
পুরু ভাঁজে, বড়োই রুগ্‌ণ আমরা
এ যুগে নিঃশ্বাস নেবো প্রকৃতিতে বৃষ্টিতে বা উদার অরণ্যে দাঁড়াবো
এমন জো নেই কোনো,
আমাদের সন্নিকটে বনভূমি নেই।

এখন ভীষণ রুগ্‌ণ আমরা, সারা গায়ে কালোশিরা, চোখ ভর্তি
নিঃশব্দ আঁধার, যেখানে যাই আমরা কজন যুবা
যেন বড়ো বেশি ম্লান ফ্যাকাশে বৃদ্ধ, চোখমুখে
স্পষ্ট হয়ে লেগে থাকে যাবতীয় অনাচার, নিজের কাছেও
আজ নিজেদের লুকাবার রাস্তা খোলা নেই, এ যুগে আমরা
বড়ো অসহায় কজন যুবক ; শুনুন রবীন্দ্রনাথ তবু আমরা
কজন যুবা আজো ভালোবাসি গান, তবু
আমরা কজন যুবক
বড়ো ভালোবাসি মাধবীকে, ভালোবাসি মাধবীর বাংলাদেশ
তার নিজস্ব বর্ণমালা রবীন্দ্রসঙ্গীত।

শুনুন রবীন্দ্রনাথ আমরা কজন যুবা, বড়ো বেশি অসহায় কজন
যুবা, তখন তাকিয়ে দেখি সূর্যাস্ত কী
মনোরম, কিংবা ভোর হয় আমাদের সমস্ত অস্তিত্বে রৌদ্র
ওঠে, পাখি নাচে, আমরা কজন এই ভয়ানক রুগ্‌ণ যুবা পুনরায়

মাঠে যাই আমরা নিঃশ্বাস নিই সঙ্গীতের উদার নিসর্গে, আমরা
যেন ধীরে ধীরে বেঁচে উঠি
তখন মনে হয় এমনি করেই বুঝি এদেশে
বিপ্লব আসে, একুশে ফেব্রুয়ারি আসে, নববর্ষ আসে ;

আমরা কতিপয় যুবা
তাই আর সব পরিচয় যখন ভুলে যাই এমনকী ভুলে
যাই নিজেদের নাম, তখনো মনে রাখি
রবীন্দ্রনাথ আমাদের আবহমান বাংলাদেশ
আমাদের প্রদীপ্ত বিপ্লব,
রবীন্দ্রনাথ আমাদের চিরদিন একুশে ফেব্রুয়ারি।

শহরে, এই বৃষ্টিতে

ঢাকার আকাশ আজ মেঘাচ্ছন্ন, মাধবী এখন তুমি বাইরে যেও না
এই করুণ বৃষ্টিতে তুমি ভিজে গেলে বড়ো ম্লান হয়ে যাবে তোমার শরীর
এই বৃষ্টিতে ঝরে যদি কারো হৃদয়ের আকুল কান্না, শোকের তুষার
গলে গলে যাবে এই বৃষ্টির হিমে তোমার কোমল দেহের আদল
মাধবী বৃষ্টিতে তুমি বাইরে যেও না। মাধবী তুষারপাতে
বাইরে যেও না।

এ শহরে বৃষ্টি এলে আমি ভেসে যাই কান্নার করুণ ভেলায়
হাতে নিয়ে তোমার একদা দেয়া উপহারের গোপন অ্যালবাম
এই তুষার বৃষ্টিতে যদি সব ছবি মুছে গিয়ে লেগে থাকে জলের গভীর চিহ্ন
শুধু জল, আমার কান্নার মতো করুণ কোমল সেই জল,
সেই তুষারের দাগ
আমি যদি ভেসে যাই এমনি অথই তুষারজলে তুমি তবু নিরাপদে থাকো
সেই হৃদয়ের হৃতরাজ্যে কোনোদিন আর ফিরে যাবো না, যাবো না
সেখানে প্রত্যহ এক আততায়ী যুবকের বহুবিধ কঠিন শাসন ;

শহরে বৃষ্টি এলে গলে গলে পড়ে সব ময়লা কফ বিভিন্ন অসুখ
শোকের তুষার জলে বড়ো ভয়, মাধবী তুমি তাই বাইরে এসো না
সেই ভালো আমার জীবনে তুমি সুবিখ্যাত কিংবদন্তি হয়ে থাকো আজ।

কতো নতজানু হবো, দাঁতে ছোঁবো মাটি

কতো নতজানু হবো, কতো দাঁতে ছোঁবো মাটি
এই শিরদাঁড়া হাঁটু ভেঙে
কতোবার হবো ন্যুব্জ আধোমুখ ?
আজীবন সেজদার ভঙ্গিতে কতো আর নোয়াবো শরীর ?
একরকম স্পষ্ট দাঁড়ানো দৃঢ়ভাব
কারো কারো সহজাত থাকে,
মানুষের মধ্যে থেকে তাহাদের পাঁচফুট নয় ইঞ্চি মাথা
মানুষের চে'ও কিছু উঁচু
আমি কতো আর নতজানু হবো
দাঁতে ছোঁবো মাটি ?
আমার জনক সে কি জন্ম থেকে নিয়েছেন এই ভিক্ষা,
এই শিশুপালনের ব্রত
ওরে তুই জন্ম নতজানু হয়ে বেড়ে ওঠ
সবাই যখন পায়ের পাতায় ভর করে
পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি মাথা আরো উচ্চে তুলে দম্ভে দাঁড়াবে
আমার বালক তুই তখনো লুকাবি মুখ
নিজেরই পায়ের তলদেশে ;
আমি তাই জন্ম নতজানু, নতমুখ
মাথা তুলে বুক খাড়া করে কোনোদিন দাঁড়ানো হলো না
বুকভাঙা বাঁকানো কোমর আমি নতজানু লোক
কতো আর নতজানু হবো কতো দাঁতে ছোঁবো মাটি!

মানব তোমার কাছে যেতে চাই

মানব তোমার কাছে গড় হয়ে করেছি প্রণাম
ওই ধুলোঘ্রাণ নিয়ে, ওই ধুলোভারসুদ্ধ বুকে নিয়ে
আমি একবার তোমাদের আরো কাছে যেতে চাই
একবার ছুঁতে চাই সর্বমধ্যসীমা।
এ বুকে জমেছে বহু গ্রীষ্ম, বহু শূন্য গোলাকার একাকিত্ব
এতো একা ভালো নয়, এমন একাকী ভালো নয়
জনশূন্য ভ্রমণের নেশা ছেড়ে
আমি তাই মানবী সংসার তোকে করেছি প্রণাম
ওই সবুজ আহ্বান, নীল আমন্ত্রণ,
টুলে বসে কোল জুড়ে উদোম শিশুর হিসি করা
বাদামের খোসা খুলে খুনসুটি, ছেলেখেলা
কাঁটায় পশমবোনা, এইগুলি,
তোমাদের মানবী স্বভাব
পাহাড়ে টিলায় একা নির্জন ভ্রমণ ভুলে
এইবার তার কাছে আত্মসমর্পণ
এই ধুলোঘ্রাণ নিয়ে ধুলোভারসুদ্ধ বুকে নিয়ে
আমি একবার তোমাদের কাছে যেতে চাই
মানব তোমার অতি কাছে যেতে চাই।

মানুষের মধ্যে কিছু অভিমান থাকে

সব মানুষেরই মধ্যে কিছু অভিমান থাকে,
এইটুকু থাক, এইটুকু থাকা ভালো
এই অভিমান জমে জমে মানুষের বুকে হবে নক্ষত্রের জল।
মমতা মমতা বলো অভিমান তারই তো আকার
তারই সে চোখের আঠালো টিপ, জড়োয়া কাতান,
মমতা মমতা বলো অভিমান তারই একনাম
একদিন অভিমান জমে জমে
সব বুকে স্বর্ণখনি হবে ;
মানুষের মধ্যে কিছু অভিমান থাকে, চোখের
ভিতরে থাকে, হৃৎপিণ্ডে থাকে
তাহাকেই গোপনতা বলে, মানুষের মধ্যে
আরো মানুষের অবস্থান বলে,
কেউ কেউ ইহাকেই মানুষের বিচ্ছিন্নতা বলে
আমি তা বলি না
আমি বলি অভিমান, মানুষের প্রতি মানুষের শুধু অভিমান,
আর কিছু নয়
এই অভিমানই একদিন মানুষকে পরস্পর কাছে এনে দেবে।
সব মানুষেরই মধ্যে কিছু অভিমান থাকে
অভিমান থাকা ভালো, এইটুকু থাক
একটি নারীর প্রতি পুরুষের স্বাভাবিক অভিমান থাক,
শিশুদের প্রতি থাক, গোলাপের প্রতি
এই অভিমান থাক
নারী ও গোলাপ এই একটি শব্দের প্রতি
মানুষের সনাতন অভিমান থাক,
সব মানুষের মধ্যে কিছু অভিমান থাকে, সেইটুকু থাক।

কিছুদিন শোকে ছিলাম, মোহে ছিলাম

কিছুদিন শোকে ছিলাম, মোহে ছিলাম, কিছুদিন নারীতে
শোকাচ্ছন্ন ছিলাম
আরো কিছুদিন, আরো কিছুদিন
কিছুদিন এদিক সেদিক কিছুদিন ঘোরাফেরায় কিছুদিন
চাঁদ দেখতে দেখতে গোল মাঠের মধ্যে বুনো শিকারী
শস্য তোলার কথা যেমন ভুলে গিয়েছি, ঘরে ফেরার কথা যেমন
তোমাদের মহুয়া মধুর স্মৃতির সঙ্গী হতে হতে নেমে গিয়েছি
বেশ করেছি, বেশ করেছি, বেশ করেছি। কিছু করিনি।
আজ নাহয় দু'চারদিন এদিক সেদিক, কিছুদিন এমন তেমন,
কিছুদিন
চলতে ফিরতে চলতে ফিরতে হাঁটতে হাঁটতে কোথায় কোনো
মায়াভরা মেঘ ধুলোর মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছি, বসে পড়েছি
পড়তে পড়তে ধরে উঠেছি একটা করুণ লতার মতো প্রসন্নতা
একটা কোনো কিছুর মতো কিছুদিন জড়িয়ে ছিলাম
কিছুদিন সুখে ছিলাম, স্নেহে ছিলাম,
সুখে দুঃখে সম্পন্ন ছিলাম
চলতে চলতে বসে পড়েছি এইখানে এই জলের ধারে
গোল তাঁবুর মধ্যে সারা শরীর শুয়ে পড়েছি, আর পারি না,
চলতে চলতে চলতে চলতে এইটুকু না, চলতে চলতে
তোমাদের গোলাপ তোলার এই উৎসবে আমি পিছন ফিরে দেখিনি
কিছুদিন নারী কেমন,
লুটিয়ে ছিলাম, কিছুদিন
কাম ও কান্তি চঞ্চলতা অধীর তাকেই অঙ্গে রাখি, কিছুদিন
নারীত্বকে
কিছুদিন শিশুর গন্ধ, কিছুদিন দীর্ঘ দাহ, কিছুদিন
অধীনতা
কিছুদিন এই কিছুদিন
চলতে চলতে চলতে চলতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছি
লোকে বলে এইখানে এই মায়াদিঘি, বসন্তকাল,
আমি কোনো মূর্তি চাই না
আরো কিছুদিন চন্দ্রাসক্ত, আরো কিছুদিন ঘুমিয়ে পড়বো,
আরো কিছুদিন।

গোলাপের বংশে জন্ম

আমরা কেউ সঙ্ঘসেবকের দলে নেই, আমরা চিরদহনদাহনপ্রিয়
মানুষের জন্ম সহোদর
আমরা কবি ও কামুক আমরা পুণ্যাত্মা সন্ন্যাসী
আমরা সামাজিক স্বাস্থ্যসুখবঞ্চিত স্বাধীন
আমাদের হাতে শুদ্ধ-সংরক্ত গোলাপ তবু কাঁটার আঘাতে
ক্ষত আহত অস্থির
এই শোকে সুখে বড়ো ভালো আছি, বড়ো ভালো আছি যেন
এই ছায়াতে মায়াতে।

মধ্যরাতে আমাদের দাম্পত্যবিবাহ, সবুজ শরীর সেই
মেয়েদের সঙ্গে সমারোহ
কিন্তু পুনর্জন্ম নাই ; একবার জন্মাই মরে যাই।
গোলাপ ও কবির মধ্যে এটুকু সৌহার্দ্য, এইটুকু মিল
এইভাবে হাওয়ায় হারাবে।
এই ভাঙা ইট, পাথরের ধুলো, পরিপার্শ্ব এই মলিন মধুর
তারা কতো অদম্য উড্ডীন, কতো পূর্ণতার দিকে যাত্রা
কতো সিংহবাহী
সেসবে চাঞ্চল্যহীন আরো সহজ ও গভীর উদাসীন
আমরা চিরদহনদাহনপ্রিয় তোমাদেরই জন্ম সহোদর!
আমরা বন্দি কোথাও নিশ্চিত বন্দি তবু ঠিক কারো কাছে নয়

ফেরার সময় কিছু জন্মমৃত্যু খেলা, কিছু প্রাকৃত তন্ময়
পথের উপরে সেই লাটবন্দি দাম্পত্যবিবাহ
সেইখানে পাথর কুপিয়ে কিছু নদী খাল বন্দর বানানো,
তা ছাড়া তেমন কোনো স্পষ্ট বাসা নেই, যা আছে তা
উশকো-খুশকো গলির ভিতর
তেমন গরিব নই ভাঙা বাসা রেখেছি অম্লান
আমাদের অসীম অনন্ত অপচয় মধ্যরাতে দাম্পত্য বিবাহ
আর প্রাকৃত তন্ময়
জমিসুদ্ধ কেঁপে ওঠে কোনো কোনো রাতে এই বিবাহবাসর
কিন্তু কোনো প্রাপ্তির অধিক কাম্য গচ্ছিত রাখিনি
বিদায়ে কাঁদাবে!

শুধু ফেরার সময় মায়া মানুষের মতো, যেন সুখস্পর্শ
যেন অন্ধকারে সম্ভাব্য আলোর এক অদৃশ্য আগ্রহ
যেন সবুজ শিকারী
আমাদের এই বুকে এতোটুকু মায়া শুধু স্পর্শ করে আছে
এতোটুকু ভালোবাসায় খেয়েছে
হয়তো এইখানে কোনো এক ছায়াতে মায়াতে
আমরা বন্দি হয়ে আছি!
তা ছাড়া অন্য কোনোখানে স্বচ্ছ চিহ্ন রাখি নাই
আমাদের পা বড়ো মায়াবী হেঁটে যায় চিহ্নও রাখে না।
দেয়ালে যেটুকু পড়ে মুখ থেকে মধ্যবর্তী দুপুরের ছায়া
সে-ছায়াও অপরাহ্নে মেলাবে,
আমরা জন্মাই মরে যাই আত্মীয় আত্মজ কিছু নাই
গোলাপের বংশে জন্ম আমাদের, আমরা কবি, আমরা
সকাম সন্ন্যাসী, আমরা অসংলগ্ন গৃহস্থ মানুষ
কোনো কোনো রাতে কেঁপে ওঠে আমাদের অনন্ত বাসর
আমরা কবি আমরা চিরদহনদাহনপ্রিয় তোমাদেরই জন্ম সহোদর!

চিঠি দিও

করুণা করেও হলে চিঠি দিও, খামে ভরে তুলে দিও
আঙুলের মিহিন সেলাই
ভুল বানানেও লিখো প্রিয়, বেশি হলে কেটে ফেলো তাও,
এটুকু সামান্য দাবি চিঠি দিও, তোমার শাড়ির মতো
অক্ষরের পাড়-বোনা একখানি চিঠি।
চুলের মতন কোনো চিহ্ন দিও বিস্ময় বোঝাতে যদি চাও
সমুদ্র বোঝাতে চাও, মেঘ চাও, ফুল, পাখি, সবুজ পাহাড়
বর্ণনা আলস্য লাগে তোমার চোখের মতো চিহ্ন কিছু দিও!
আজো তো অমল আমি চিঠি চাই, পথ চেয়ে আছি,
আসবেন অচেনা রাজার লোক
তার হাতে চিঠি দিও, বাড়ি পৌঁছে দেবে।
এককোণে শীতের শিশির দিও একফোঁটা, সেন্টের শিশির চেয়ে
তৃণমূল থেকে তোলা ঘ্রাণ
এমন ব্যস্ততা যদি শুদ্ধ করে একটি শব্দই শুধু লিখো, তোমার কুশল!
ওই তো রাজার লোক যায় ক্যাম্বিসের জুতো পায়ে, কাঁধে ব্যাগ,
হাতে কাগজের একগুচ্ছ সীজন ফ্লাওয়ার
কারো কৃষ্ণচূড়া, কারো উদাসীন উইলোর ঝোপ, কারো নিবিড় বকুল
এর কিছুই আমার নয় আমি অকারণ
হাওয়ায় চিৎকার তুলে বলি, আমার কি কোনো কিছু নাই ?
করুণা করেও হলে চিঠি দিও, ভুলে গিয়ে ভুল করে একখানি চিঠি
দিও খামে
কিছুই লেখার নেই তবু লিখো একটি পাখির শিস
একটি ফুলের ছোটো নাম,
টুকিটাকি হয়তো হারিয়ে গেছে কিছু হয়তো পাওনি খুঁজে
সেইসব চুপচাপ কোনো দুপুরবেলার গল্প
খুব মেঘ করে এলে কখনো কখনো বড়ো একা লাগে, তাই লিখো
করুণা করেও হলে চিঠি দিও, মিথ্যা করেও হলে বলো, ভালোবাসি।

দেশপ্রেম

তাহলে কি গোলাপেরও দেশপ্রেম নেই
যদি সে সবারে দেয় ঘ্রাণ,
কারো কথামতো যদি সে কেবল আর নাই ফোটে রাজকীয় ভাসে
বরং মাটির কাছে ফোটে এই অভিমানী ফুল
তাহলে কি তারও দেশপ্রেম নিয়ে সন্দেহ উঠবে
চারদিকে!

গাছগুলি আদেশ অমান্য করে মাঝে মাঝে
যদি তোলে ঝড়
অতঃপর তাকেও কি দেশদ্রোহী আখ্যায়িত
করে ফেলা হবে!
যদি তারা বাধ্যনুগতের মতো ক্ষমতাকে
না করে কুর্নিশ
তাদের সবুজ শোভা বরঞ্চ বিস্তৃত থাকে
নিষেধের বেড়া ভেদ করে
তাহলে কি গাছগুলি দেশপ্রেমবর্জিত বড়োই!

পাখিরা কি পুনরায় দেশপ্রেম শিখবে সবাই
আর তাই তাদের নিজস্ব গান ছেড়ে তাদেরও শিখতে হবে
দেশাত্মবোধক গানগুলি
যদি তারা অসীম আকাশে উড়ে মাঝে মাঝে ভুলে যায়
আকাশের ভৌগোলিক সীমা
তবে কি নীলিমা তারও দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন
তুলবে এমন ?

কিংবা এ-আবহমান নদী কতোটা দেশকে ভালোবাসে
কোনো ভাবোচ্ছ্বাসে তাও কি জানাতে হবে তাকে ?
যদিও সে কখনো কখনো ভাঙে কূল, ভাসায় বসতি
তা বলে কি এই নদী দেশপ্রেমহীন একেবারে ?
কোকিলও কি দেশদ্রোহী যদি সে আপন মনে করো
নাম ধরে ডাকে

বকুলও দণ্ডিত হবে যদি কিনা সেও কোনো নিষিদ্ধ কবরে
একা নিরিবিলি ঝরে
আর এই আকাশও যদি বা তাকে অকাতরে দেয় স্নিগ্ধ ছায়া,
তাহলে কি আকাশেরও দেশপ্রেম নিয়ে কেউ
কটাক্ষ করবে অবশেষে!

কফিন কাহিনী

চারজন দেবদূত এসে ঘিরে আছে একটি কফিন
একজন বললো দেখো ভিতরে রঙিন
রক্তমাখা জামা ছিলো হয়ে গেছে ফুল
চোখ দুটি মেঘে মেঘে ব্যথিত বকুল!

চারজন দেবদূত এসে ঘিরে আছে এক শবদেহ
একজন বললো দেখো ভিতরে সন্দেহ
যেমন মানুষ ছিলো মানুষটি নাই

মাটির মানচিত্র হয়ে ফুটে আছে তাই!

চারজন দেবদূত এসে ঘিরে আছে একটি শরীর
একজন বললো দেখো ভিতরে কী স্থির
মৃত নয়, দেহ নয়, দেশ শুয়ে আছে

সমস্ত নদীর উৎস হৃদয়ের কাছে!

চারজন দেবদূত এসে ঘিরে আছে একটি কফিন
একজন বললো দেখো ভিতরে নবীন
হাতের আঙুলগুলি আরক্ত করবী

রক্তমাখা বুক জুড়ে স্বদেশের ছবি!

কিছুই দেয়ার নেই

মেঘ নই আমি জলধারা দেবো তোমাদের
তৃষিত মানুষ!
আমি অসীম নীলিমা নই ছায়া দেবো,
মায়া দেবো ব্যথিত মানুষ, এমন হৃদয়ভরা
ভালোবাসা কই!
তোমাদের কারো ঘরে কোনো ফুল ফোটাবো কখনো
হাসিরাশি দেবো উপহার
তার মতো কিছুই তো নেই,
আমার আঙুলগুলি এতো বেশি আলোকিত নয়
অসুখী মানুষ, ছোঁবো আর সেরে যাবে তোমার অসুখ!

আমার তো বুক নয় নক্ষত্রখচিত কিংবা জ্যোৎস্নাজড়ানো
তোমাদের গৃহে আলো দেবো, অন্ধকারে আনত মানুষ
এমনকী মাটির প্রদীপ যদি হতো এই বুক
টিমটিম তোমাদের ঘরে জ্বলতাম!
আমি তো শিশির নই তোমাদের রুক্ষ পথ স্নেহসিক্ত করি
শালবন নই আমি তোমাদের শ্যামল আতিথ্যটুকু দেবো!

কোনো কুলকুল নদী নই আমি তোমাদের শস্যক্ষেতে
উর্বরতা প্রবাহিত হবো
অরণ্যউদ্ভিদ নই তোমার দুঃখের পাশে
ফুটে থাকবো চাঁপা কি বকুল!
আমি তো শিউলি নই তোমাদের জন্য ভোরে
শুভ্রশয্যা বিছাবো তেমন
তৃণ নই বুক পেতে দেবো মাথা রেখে অবসাদে শোবে,
কোনো ঝরাপাতা নই বোন হবো,
ভালোবেসে টুপটাপ সারারাত ঝরবো শিথানে।
ব্যথিত মানুষ, আমি ছায়া দেবো বনভূমি নই!

আমি শুধু দিতে পারি শোভাহীন একগুচ্ছ গান।

তোমার ব্যাকুলতাগুলি নিয়ে

কখন যে এভাবে তোমার ব্যাকুলতাগুলি ভরে দিয়েছো
আমার বাক্সে
হয়তো মনের ভুলে শীতবস্ত্রের সাথে এ-কনকচাঁপার ঝাড়
আর সঙ্গোপনে চোখের জলের এই উদাত্ত ফোয়ারা!
বার্লিনে তোমার এই ব্যাকুলতাগুলি দিয়ে আমি কী করবো!
এতো মনোযোগ দিয়ে তুমি কিনা শেষে সব ভুল দ্রব্যে
ভরে দিলে এই বাক্স
কোথায় শীতের জামা দেবে কিছু এতো দেখি কেবল আমার
বাক্সভর্তি দাউদাউ করছে সবুজ,
ডালা খুলে তাকাতেই একঝাঁক রাঙা মেঘ আর শাদা জুঁই
আমাকে বিহ্বল করে তোলে।

কোথায় তোমার টুথব্রাশ আর শেভিং ক্রিম, কোথায় সেন্টের শিশি
সোপকেস জুড়ে কী শাদা গোলাপ ফুটে আছে,
কোথাও তোমার আশঙ্কায় আঙুল কেঁপেছে কোথাও উলের
গেঞ্জিটির পাশে পড়ে আছে একগুচ্ছ ভীরু চুল
কতোবার যে লুকাতে চেয়েছো তোমার কান্না
আর তুমি তো জানো না তখনই যে কীভাবে শিশিরসিক্ত হয়ে
উঠেছে রুমাল!

বার্লিনে তোমার এই ব্যাকুলতাগুলি নিয়ে আমি এখন কী করি!

আমার এ-উদাসীন বাক্সের ভিতর কখন যে তুমি
এই প্রজাপতিটিকে বসিয়ে রেখেছো
জামার ভাঁজের নীচে দেখি গুনগুন করছে মৌমাছি,
বাক্সে হাত দিতে সাহস করিনে আর
পাছে বিজন ঘুঘুর কণ্ঠে কোনো উদাস দুপুর বেজে ওঠে
তুমি আর কিছুই পেলে না
খুঁটে খুঁটে এইসব বেদনায় ভরে দিয়েছো আমার বাক্স!
আর একী বিদেশী মুদ্রাই বা কই
তোমার ভালোবাসার ব্ল্যাঙ্ক চেকখানি বাক্সের তলায়
এককোণে কেমন অযত্নে পড়ে আছে!

অবশেষে তুমি কখন যে একখানি বাংলাদেশের আকাশ
এমন নিখুঁত ভাঁজ করে ভরে দিয়েছো আমার বাক্সে
আর তোমার এ-ব্যাকুলতাগুলি, বলো তো বার্লিনে এই নিয়ে
আমি কী করবো!

সবাই ফেরালে মুখ

সবখানে ব্যর্থ হয়ে যদি যাই
তুমিও ফেরাবে মুখ স্নিগ্ধ বনভূমি
ক্ষুধায় কাতর তবু দেবে না কি অনাহারী মুখে দুটি ফল ?
বড়োই ব্যথিত যদি কোনো স্নেহ ঝরাবে না অনন্ত নীলিমা!

সবাই ফেরাবে মুখ একে একে, হয়তোবা শুষ্ক হবে
সব সমবেদনার ধারা
তুমিও কি চিরপ্রবাহিণী নদী দেবে না এ-তৃষিত অঞ্জলি
ভরে জল ?
আমার মাথায় যদি ঝরবে না কোনো শান্তিবারি তবে
কেন মেঘদল!
সব সেবাশ্রম স্বাস্থ্যনিবাস যদি করে অবহেলা, রোগে একফোঁটা
না দেয় ওষুধ
তোমার ভেষজবিদ্যা দিয়ে আমাকে কি সুস্থ করে তুলবে না প্রকৃতি ?
খোলা রাখবে না স্যানাটোরিয়াম ?
উদ্ভিদ দেবে না ঘ্রাণ নাকে মুখে যাতে পুনরায় জ্ঞান ফিরে আসে!
উৎসবের সব বাঁশি যদি থেমে যায়,
কেউ দয়াপরবশ হয়ে আর না শোনায় গান
পাখি তুমি শোনাবে না তোমার কূজন কলগীতি
পাতার মর্মরে বেজে উঠবে না ভৈরবী বেহাগ!

যদি সবার লাঞ্ছনা পাই, সকলের রুক্ষ আচরণ
তুমিও কি মোছাবে না মুখ, তোমারও আঁচলখানি
হবে নাকি দয়ার্দ্র রুমাল ?

সবাই ফেরালে মুখ তুমি ফেরায়ো না, দুঃখ পাবো!

আমি কি বলতে পেরেছিলাম

আমার টেবিলের সামনে দেয়ালে শেখ মুজিবের
একটি ছবি টাঙানো আছে
কোনো তেলরঙ কিংবা বিখ্যাত স্কেচ জাতীয় কিছু নয়
এই সাধারণ ছবিখানা ১৭ই মার্চ এ-বছর শেখ মুজিবের
জন্মদিনে একজন মুজিবপ্রেমিক আমাকে উপহার দিয়েছিলো
কিন্তু কে জানতো এই ছবিখানি হঠাৎ দেয়াল ব্যেপে
একগুচ্ছ পত্রপুষ্পের মতো আমাদের ঘরময়
প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে সেদিন রাত্রিবেলা!
আমি তখন টেবিলের সামনে বসেছিলাম আমার স্ত্রী ও সন্তান
পাশেই নিদ্রামগ্ন
সহসা দেখি আমার ছোট্ট ঘরখানির দীর্ঘ দেয়াল জুড়ে
দাঁড়িয়ে আছেন শেখ মুজিব ;
গায়ে বাংলাদেশের মাটির ছোপ লাগানো পাঞ্জাবি
হাতে সেই অভ্যস্ত পুরনো পাইপ
চোখে বাংলার জন্য সকল ব্যাকুলতা
এমনকী আকাশকেও আমি কখনো এমন গভীর ও জলভারানত
দেখিনি।
তার পায়ের কাছে বয়ে যাচ্ছে বিশাল বঙ্গোপসাগর
আর তার আলুথালু চুলগুলির দিকে তাকিয়ে
আমার মনে হচ্ছিলো
এই তো বাংলার ঝোড়ো হাওয়ায় কাঁপা দামাল নিসর্গ
চিরকাল তার চুলগুলির মতোই অনিশ্চিত ও কম্পিত
এই বাংলার ভবিষ্যৎ!
তিনি তখনো নীরবে তাকিয়ে আছেন, চোখ দুটি স্থির অবিচল
জানি না কী বলতে চান তিনি,
হঠাৎ সারা দেয়াল ও ঘর একবার কেঁপে উঠতেই দেখি
আমাদের সঙ্কীর্ণ ঘরের ছাদ ভেদ করে তার একখানি হাত
আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে—
যেমন তাকে একবার দেখেছিলাম ৬৯-এর গণআন্দোলনে
তিনি তখন সদ্য ষড়যন্ত্র মামলা থেকে বেরিয়ে এসেছেন
কিংবা ৭০-এর পল্টনে আরো একবার ৭১-এর ৭ই মার্চের
বিশাল জনসভায় ;

দেখলাম তিনি ক্রমে উষ্ণ, অধীর ও উত্তেজিত হয়ে উঠছেন
একসময় তার ঠোঁট দুটি ঈষৎ কেঁপে উঠলো
বুঝলাম এক্ষুনি হয়তো গর্জন করে উঠবে বাংলার আকাশ,
আমি ভয়ে লজ্জায় ও সঙ্কোচে নিঃশব্দে মাথা নীচু করে দাঁড়ালাম।
আমার মনে হলো আমি যেন
মুখে হাত দিয়ে অবনত হয়ে আছি
বাংলাদেশের চিরন্তন প্রকৃতির কাছে,
একটি টলোমলো শাপলা ও দিঘির কাছে,
শ্রাবণের ভরা নদী কিংবা অফুরন্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতের কাছে
কিন্তু তার মুখ থেকে কোনো অভিযোগ নিঃসরিত হলো না ;
তবু আমি সেই নীরবতার ভাষা বুঝতে চেষ্টা করলাম
তখন কী তিনি বলতে চেয়েছিলেন, কী ছিলো তার ব্যাকুল প্রশ্ন
ব্যথিত দুটি চোখে কী জানার আগ্রহ তখন ফুটে উঠেছিলো!
সে তো আর কিছুই নয় এই বাংলাদেশের ব্যগ্র কুশলজিজ্ঞাসা
কেমন আছে আট কোটি বাঙালি আর এই বাংলাদেশ!
কী বলবো আমি মাথা নীচু করে ক্রমে মাটির সাথে মিশে
যাচ্ছিলাম—
তবু তাকে বলতে পারিনি বাংলার প্রিয় শেখ মুজিব
তোমার রক্ত নিয়েও বাংলায় চালের দাম কমেনি
তোমার বুকে গুলি চালিয়েও কাপড় সস্তা হয়নি এখানে,
দুধের শিশু এখনো না খেয়ে মরছে কেউ থামাতে পারি না
বলতে পারিনি তাহলে রাসেলের মাথার খুলি মেশিনগানের
গুলিতে উড়ে গেলো কেন ?
তোমাকে কীভাবে বলবো তোমার নিষ্ঠুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে
প্রথমে জয়বাংলা, তারপরে একে একে ধর্মনিরপেক্ষতা
একুশে ফেব্রুয়ারি ও বাংলাভাষাকে হত্যা করতে উদ্যত
হলো তারা,
এমনকী একটি বাঙালি ফুল ও একটি বাঙালি পাখিও রক্ষা পেলো না।
এর বেশি আর কিছুই তুমি জানতে চাওনি বাংলার প্রিয়
সন্তান শেখ মুজিব!
কিন্তু আমি তো জানি ১৫ই আগস্টের সেই ভোরবেলা
প্রথমে এই বাংলার কাক, শালিক ও খঞ্জনাই
আকাশে উড়েছিলো
তার আগে বিমানবাহিনীর একটি বিমানও ওড়েনি,

তোমার সপক্ষে একটি গুলিও বের হয়নি কোনো কামান থেকে
বরং পদ্মা-মেঘনাসহ সেদিন বাংলার প্রকৃতিই একযোগে
কলরোল করে উঠেছিলো।
আমি তো জানি তোমাকে একগুচ্ছ গোলাপ ও স্বর্ণচাঁপা
দিয়েই কী অনায়াসে হত্যা করতে পারতো,
তবু তোমার বুকেই গুলির পর গুলি চালালো ওরা
তুমি কি তাই টলতে টলতে টলতে টলতে বাংলার ভবিষ্যৎকে
বুকে জড়িয়ে সিঁড়ির উপর পড়ে গিয়েছিলে ?
শেখ মুজিব সেই ছবির ভিতর এতোক্ষণ স্থির তাকিয়ে থেকে
মনে হলো এবার ঘুমিয়ে পড়তে চান
আর কিছুই জানতে চান না তিনি ;
তবু শেষবার ঘুমিয়ে পড়ার আগে তাকে আমার বলতে
ইচ্ছে করছিলো
সারা বাংলায় তোমার সমান উচ্চতার আর কোনো
লোক দেখিনি আমি।
তাই আমার কাছে বার্লিনে যখন একজন ভায়োলিন-বাদক
বাংলাদেশ সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলো
আমি আমার বুক-পকেট থেকে ভাঁজ করা একখানি দশ
টাকার নোট বের করে শেখ মুজিবের ছবি দেখিয়েছিলাম
বলেছিলাম, দেখো এই বাংলাদেশ ;
এর বেশি বাংলাদেশ সম্পর্কে আমি আর কিছুই জানি না!
আমি কি বলতে পেরেছিলাম, তার শেষবার ঘুমিয়ে পড়ার
আগে আমি কি বলতে পেরেছিলাম ?

তোমার জন্য

তোমার জন্য জয় করেছি একটি যুদ্ধ
একটি দেশের স্বাধীনতা,
তোমার হাসি, তোমার মুখের শব্দগুলি
সেই নিরালা দূর বিদেশে আমার ছিলো
সঙ্গী এমন,

অস্ত্র কিংবা যুদ্ধজাহাজ ছিলো না তো সেসব কিছুই
ছিলো তোমার ভালোবাসার রাঙা গোলাপ
আমার হাতে
ছিলো তোমার খোঁপা থেকে মধ্যরাতে খুলে নেয়া
ভালোবাসার সবুজ গ্রেনেড, গুপ্ত মাইন
স্বর্ণচাঁপা কিংবা ছিলো বক্ষ থেকে তুলে নেয়া
তোমার ভালোবাসার দেশে আমি স্বাধীন
পরাক্রান্ত।
আমার কাছে ছিলো তোমার ভালোবাসার নীল অবরোধ
তোমার জন্য জয় করেছি একটি যুদ্ধ
একটি দেশের স্বাধীনতা!

তোমরা কি জানো

তোমরা কি জানো এ শহর কেন হঠাৎ এমন
মৌনমিছিলে হয়ে ওঠে ভারী, অশ্রুসিক্ত ? কেন
বয়ে যায় শোকার্ত মেঘ আর থোকা থোকা শিশিরবিন্দু
পথে কেন এতো কৃষ্ণচূড়ার গাঢ় সমাবেশ ; আমি জানি এতো
মেঘ নয়, নয় শীতের শিশির ; প্রিয়হারা এ যে
বোনের কান্না, মায়ের চোখের তপ্ত অশ্রু। এই যে
একুশে রাজপথ জুড়ে এতো রঙিন আল্পনা আঁকা
তোমরা কি জানো সে তো নয় কোনো রঙ ও তুলির ব্যঞ্জনা কিছু
এই আল্পনা, পথের শিল্প শহীদেরই তাজা রক্তের রঙ মাখা!

সব তো আমারই স্বপ্ন

সব তো আমারই স্বপ্ন মাথার উপরে এই যে কখনো
উঠে আসে মরমী আকাশ কিংবা স্মৃতিভারাতুর চাঁদ
মেলে ধরে রূপকাহিনীর গাঢ় পাতা। কোনো এক
কিশোর রাখাল কী করে একদা দেখা পেয়ে গেলো
সেই রাজকুমারীর আর পরস্পর ভাসালো গণ্ডোলা।
সেও তো আমারই স্বপ্ন রূপময় এই যে ভেনিস
কী যে সিক্ত বাষ্পাকুল ছিলো একদিন রঙিন বর্ষণে
শিল্পের গৌরবে তার মুখচ্ছবি উদ্ভাসিত আর থেকে থেকে
জ্যোৎস্নাখচিত সারাদেহে খেলে যেতো চিত্রের মহিমা!
এসব তো আমার স্বপ্নের মৃত শিশু এই যে কখনো
দেখি শৈশবের মতো এক স্মৃতির সূর্যাস্ত, অনুভূতিশীল মেঘ
যেন রাত্রি নামে নক্ষত্রের নিবিড় কার্পেটে
বুঝি যামিনী রায়ের কোনো সাতিশয় লোকজ মডেল।
সব তো আমারই স্বপ্ন তবে, মাঝে মাঝে উদ্যান, এভেন্যু,
লোকালয় মনে হয় অভ্রভেদী অব্যক্ত ব্যাকুল
এই গাছগুলি কেমন মিস্টিক আর প্রকৃতি পরেছে
সেই বাউল বর্ণের উত্তরীয়! এও তো আমারই স্বপ্ন
আঙিনায় একঝাঁক মনোহর মেঘ
আর উন্মুক্ত কার্নিশে দোলে নীলিমা, নীলিমা! কিংবা
টবে যে ব্যাপক চারাগুলি তাতে ফুটে ওঠে মানবিকতার
রাঙা ফুল ; এখনো যে কোনো কোনো অনুতপ্ত খুনী
রক্তাক্ত নিজের হাত দেখে ভীষণ শিউরে ওঠে ভয়ে
আর প্রবল ঘৃণায় নিজেই নিজের হাত ছিঁড়ে ফেলে
সেখানে লাগাতে চায় স্নিগ্ধ গোলাপের ডালপালা।
সেও তো আমারই স্বপ্ন এই যে চিঠিতে দেখি
ভালোবাসারই তো মাত্র স্বচ্ছ অনুবাদ কিংবা
একটি কিশোরী এখনো যে বকুলতলায় তার
জমা রাখে মৃদু অভিমান ; এখনো যে তার গণ্ডদেশ
পেকে ওঠে পুঞ্জীভূত মাংসের আপেল। এসব তো
আমার স্বপ্নের মৃত শিশু, বিকলাঙ্গ, মর্মে মর্মে
খঞ্জ একেবারে! যেন আমি বহুকাল-পোষা

একটি পাখির মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে আছি।
আমি জানি সবই তো আমার স্বপ্ন নীলিমায়
তারার বাসর আর এভেন্যুতে গূঢ় উদ্দীপনা—
এইগুলি সব তো আমারই স্বপ্ন, সব তো আমারই স্বপ্ন।

ভালোবাসা

ভালোবাসা তুমি এমনি সুদূর
স্বপ্নের চে'ও দূরে,
সুনীল সাগরে তোমাকে পাবে না
আকাশে ক্লান্ত উড়ে!
ভালোবাসা তুমি এমনি উধাও
এমনি কি অগোচর
তোমার ঠিকানা মানচিত্রের
উড়ন্ত ডাকঘর
সেও কি জানে না ? এমনি নিখোঁজ
এমনি নিরুদ্দেশ
পাবে না তোমাকে মেধা ও মনন
কিংবা অভিনিবেশ ?
তুমি কি তাহলে অদৃশ্য এতো
এতোই লোকোত্তর,
সব প্রশ্নের সম্মুখে তুমি
স্থবির এবং জড় ?
ভালোবাসা তবে এমনি সুদূর
এমনি অলীক তুমি
এমনি স্বপ্ন ? ছোঁওনি কি কভু
বাস্তবতার ভূমি ?
তাই বা কীভাবে ভালোবাসা আমি
দেখেছি পরস্পর
ধুলো ও মাটিতে বেঁধেছো তোমার
নশ্বরতার ঘর!
ভালোবাসা, বলো, দেখিনি তোমাকে
সলজ্জ চঞ্চল,
মুগ্ধ মেঘের মতোই কখনো
কারো তৃষ্ণার জল!

তোমার বর্ণনা

তোমাকে বিশদ ব্যাখ্যা করবো কি বর্ণনায়ই বুঝেছি অক্ষম
নাই সে কিঞ্চিৎ ভাষাজ্ঞান, মাত্রাবোধ এমনকী শব্দেরও
শৃঙ্খলা
সে-বিদ্যা আয়ত্তে নাই অনায়াসে পাঠ করি তোমার চিবুক
কিংবা ধরো প্রসিদ্ধ নগর দেখে দেয় কেউ যে-রকম গাঢ়
বিবরণ,
দর্শনীয় বস্তু আর সুপ্রাচীন স্থানের তালিকা ; সে-রকম
তোমার বিশদ ব্যাখ্যা জানি আমি পারবো না কখনো।
তোমাকে বিশদ ব্যাখ্যা করবো কি এখনো তো হয় নি অক্ষর-
জ্ঞানই কিছু
শব্দার্থ হয়নি জানা কি তোমার ঠোঁট কিংবা চোখের আভাস
এমন যোগ্যতা নাই তোমার সামান্য অংশ অনুবাদ করি
কিংবা একটি উদ্ধৃতি দিই যে-কোনো বিশেষ অংশ থেকে
এখনো হয়নি পড়া তোমার যুগল ভুরু, সূক্ষ্ম তিল
একগুচ্ছ চুলের বানান। হয়নি মুখস্থ জানি একটি আঙুল
তোমাকে বিশদ ব্যাখ্যা করবো কি এখনো তো হয় নাই
বর্ণমালা চেনা,
কি তোমার অনুভূতি কি তোমার বিশুদ্ধ আবেগ, সেসবের
জানার তো প্রশ্নই ওঠে না, এখনো শিখিনি উচ্চারণ।
তোমাকে বিশদ ব্যাখ্যা করবো কি এখনো তো খুলি নাই
পুঁথি
পাঠাভ্যাসই হয় নাই কীভাবে করবো বলো নিখুঁত তুলনা
কীভাবে দেখাবো মিল, অনুপ্রাস, শব্দের ব্যঞ্জনা
তোমার দেহের কাছে মূর্খ ছাড়া আর কিছু নই!
তেমন যোগ্যতা নাই তোমাকে সামান্যতম মর্মোদ্ধার করি
এখনো হয়নি পড়া কাদামাটি, পাঁচটি আঙুল
রহস্যের কথা থাক তোমার সরল অর্থ তাই খুঁজে পাইনি
কোথাও,
এখনো হয়নি শেখা বাস্তবিকই মূর্তি নয় পোড়ামাটি কিংবা অঙ্গার
তোমাকে বিশদ ব্যাখা করবো কি আদিঅন্ত নিয়ত আঁধার।

এই ব্যর্থ আ-কার এ-কার

এই তো আমার কাজ আ-কার এ-কারগুলো খুঁটে খুঁটে দেখি যদি হয়,
যদি কিছু হয়
যদি একটি পাখিরও মৃদু ঠোঁট হয়ে ওঠে নিরুপায় শিথিল
অক্ষরে
চোখের অধীর অশ্রু যদি কাঁপে এ-কারের ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে
আমি তা জানি না ; আমি শুধু অবিচল মুদ্রাকরের মতন
কালিঝুলি-মাখা এই কেসের ভিতরে সারাক্ষণ চালাই
আঙুল।
এই তো আমার কাজ আ-কার এ-কারগুলো জড়ো করি
আর ভেঙে ফেলি
কখনো ঘানায় মেঘ কখনোবা রঙিন সূর্যাস্ত নেমে আসে
টাইপের এই জীর্ণ কেসের গহ্বরে
কখনো একটি ভাঙা আ-কার খুঁজতে গিয়ে দেখি তার গায়ে কতো রহস্যের
রাঙা স্পর্শ লেগে আছে, এ-কার কখনো দেখি তন্ময়ের
তীরে একা-একা,
আমি তবু ভাঙি আর জড়ো করি এই ব্যর্থ বর্ণের ব্যঞ্জনা।
মাঝে মাঝে আমিও কখনো হয়ে উঠি রোমাঞ্চিত যদি দেখি
একটিও সফল আ-কার কোনোখানে বসিয়েছি ঠিক,
আর তাই তো কখনো আমি পড়তে দিইনি ধুলো এই কালো
এ-কারে আ-কারে
তারা যেন ক্ষেতের সোনালি পাকা ধান, থোকা থোকা
পড়ে থাকা জুঁই!
আমি এই অসহায় চিহ্নগুলোকে নিয়েই হয়তো বানাতে
চাই ব্যাকুল বাগান
হয়তো ফোটাতে চাই তারই ডালে প্রত্যাশার গাঢ় স্বর্ণচাঁপা
এমনও হয়তো আমি তারই মাঝে ফুটিয়ে তুলতে চাই
জ্যোৎস্নার নিবিড় জড়োয়া!
এই তো আমার তুচ্ছ কাজ আ-কার এ-কারগুলো তুলি আর
তুলি ভেঙে ফেলি
দেখি যদি হয়, যদি কিছু হয়
কোনো মুখ, কোনো নাম, কোনো প্রিয় স্মৃতির রুমাল
যদি হয়, যদি কিছু হয় একটি আ-কার জুড়ে দিলে

সেই বিস্ফারিত চোখ, জলাশয়, চিত্রিত হরিণ
কিংবা পর্যটনের পাখিটি ;
তাই তো এমন মনোযোগে
এতো রাশি রাশি অক্ষরের ফাঁকে বসিয়েছি এই ভালোবাসার
এ-কার
আ-কার তখনো বাকি আমি ভাবি বুঝি আ-কার এ-কার
জুড়ে দিলে
অনায়াসে হয়ে যাবে তোমার প্রকৃতি
তাই তো মেখেছি এতো কালিঝুলি এই হাতে, এই দুটি
হাতে!
যদি হয় এই ব্যর্থ আ-কার এ-কারগুলো তুলে কোনো মগ্ন
মাটির বারান্দা
পাতার ছাউনি আর গ্রিলের লতানো নিশ্চয়তা যদি হয়
একখানি ঘরোয়া ইমেজ ;
সেই ভেবে রেফ আর অনুস্বরগুলো প্রায় ছুঁইনি আঙুলে
কেবল পরেছি এই আহত কপালে আমি অকারণ বিস্ময়ের ফোঁটা
আর মাঝে মাঝে প্রশ্নের দরোজাখানি খুলে ডেকেছি তোমাকে
যদি হয়, যদি কিছু হয় এই আ-কার এ-কারগুলো থেকে
রঞ্জিত বা গূঢ় উচ্চারিত!

জুঁইফুলের চেয়ে শাদা ভাতই অধিক সুন্দর

যে-কোনো বিষয় নিয়েই হয়তো এই কবিতাটি লেখা যেতো
পিকনিক, মর্নিং স্কুলের মিসট্রেস
কিংবা স্বর্ণচাঁপার কাহিনী ; হয়তো পাখির প্রসঙ্গ
গত কয়েকদিন ধরে টেলিফোনে তোমার কথা না শুনতে
পেয়ে জমে থাকা মেঘ,
মন ভালো নেই তাই নিয়েও ভরে উঠতে পারতো এই
পঙ্‌ক্তিগুলো
অর্কিড কিংবা উইপিং উইলোও হয়ে উঠতে পারতো
স্বচ্ছন্দে এই কবিতাটির বিষয় ;
কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের একজন কবির
মনু মিয়ার হাঁড়ির খবর ভুললে চলে না,
আমি তাই চোয়াল ভাঙা হারু শেখের দিকে তাকিয়ে
আন্তর্জাতিক শোষণের কথাই ভাবি,
পেটে খিদে এখন বুঝি কবিতার জন্য কি অপরিহার্য
জুঁইফুলের চেয়ে কবিতার বিষয় হিশেবে আমার কাছে
তাই
শাদা ভাতই অধিক জীবন্ত— আর এই ধুলোমাটির মানুষ ;
এই কবিতাটি তাই হেঁটে যায় অন্ধ গলির নোংরা বস্তিতে
হোটেলের নাচঘরের দিকে তার কোনো আকর্ষণ নেই,
তাকে দেখি ভূমিহীন কৃষকের কুঁড়েঘরে বসে আছে
একটি নগ্ন শিশুর ধুলোমাখা গালে অনবরত চুমো খাচ্ছে
আমার কবিতা,
এই কবিতাটি কখনো একা-একাই চলে যায় অনাহারী
কৃষকের সঙ্গে
জরুরী আলাপ করার জন্য,
তার সঙ্গে কী তার এমন কথা হয় জানি না
পর মুহূর্তেই দেখি সেই ক্ষুধার্ত কৃষক
শোষকের শস্যের গোলা লুট করতে জোট বেঁধে দাঁড়িয়েছে ;
এই কবিতাটির যদি কোনো সাফল্য থাকে তা এখানেই।
তাই এই কবিতার অক্ষরগুলো লাল, সঙ্গত কারণেই লাল
আর কোনো রঙ তার হতেই পারে না—
অন্য কোনো বিষয়ও নয়
তাই আর কতোবার বলবো জুঁইফুলের চেয়ে শাদা ভাতই
অধিক সুন্দর।

আফ্রিকা, তোমার দুঃখ বুঝি

আফ্রিকার বুকের ভেতর আমি শুনতে পাই এই
বাংলাদেশের হাহাকার
বংলাদেশের বুকের ভেতর আফ্রিকার কান্না ;
এশিয়া-আফ্রিকা দুইবোন, দুই গরিব ঘরের মেয়ে!
আফ্রিকার কালো মানচিত্র
যেন বাংলাদেশেরই দারিদ্র্যপীড়িত গ্রাম,
আফ্রিকার দিকে তাকালে তাই আমার
এই নিপীড়িত বাংলার কথাই মনে পড়ে
হয়তো আফ্রিকার কোনো কবিও বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে
তার আর্ত স্বদেশের কথাই ভাবে,
ঔপনিবেশিক সভ্যতা যাকে নাম দিয়েছিলো অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ ;
কিন্তু আফ্রিকার মানুষের বুকে আজ আলোর মশাল,
আফ্রিকার চোখে স্বপ্ন!
আমি দেখতে পাই এঙ্গোলার কৃষকের মতোই
বাংলাদেশের ভূমিহীন চাষীও
মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলেছে আকাশে
সে-হাত শোষণের বিরুদ্ধে দুর্জয় হাতিয়ার ;
আজ এশিয়া তাকিয়ে আছে আফ্রিকার দিকে
এশিয়ার দিকে আফ্রিকা,
এই কালো মানুষের ধারা এসে মিশেছে এশিয়া-আফ্রিকার গ্রামে ;
জানি দারিদ্র্য আমাদের উভয়ের সাধারণ পোশাক
বহু যুগের বিদেশী শাসনের ক্ষতচিহ্ন আমাদের উভয়ের কপালে
তাই আফ্রিকার বুকে যখন রক্ত ঝরে
তখন এই বাংলাদেশের মাটিতেও শিশির-ভেজা ঘাস
মনে হয় রক্তমাখা,
ইথিওপিয়া কিংবা নামিবিয়ার পল্লীতে যখন জেগে ওঠে
সাহসী মানুষ
তখন এই বাংলায়ও প্রাণের জোয়ার জাগে পদ্মা-মেঘনায় ;
আফ্রিকা, তোমার দুঃখ বুঝি
আমি জানি বর্ণবাদী শাসনের হাত
একদিন ভেঙে দেবে এই মানুষেরই মহৎ সংগ্রাম

আমি জানি এশিয়া ও আফ্রিকার ঘরে ঘরে একদিন উড়বেই
বিপ্লবের লাল পতাকা,
বাংলার স্বপ্নভ্রষ্ট ফুল তাই তো তাকিয়ে আছে
আফ্রিকার অরণ্যের দিকে—
সেদিন একটি পাখির মতো উড়ে যাবো মেঘমুক্ত আফ্রিকার
সুনীল আকাশে
পদ্মার পাড় থেকে আফ্রিকার স্বচ্ছতোয়া নদীটির পাশে
দেখবো মাথার উপরে দ্বিতীয় আকাশ নেই, আছে শুধু
এশিয়া ও আফ্রিকার অভিন্ন আকাশ!

নারীর মুখের যোগ্য শোভা নেই

কী করে বলো না করি অস্বীকার এখনো আমার কাছে
একটি নারীর মুখই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দর্শনীয়,
তার চেয়ে অধিক সুন্দর কিছু অদ্যাবধি দেখিনি কোথাও ;
অন্তত আমার কাছে নারীর মুখের চেয়ে অনবদ্য শিল্প কিছু নেই
তাই নারীর মুখের দিকে নির্বোধের মতো চেয়ে রই,
মাঝে মাঝে বিসদৃশ লাগে তবু চোখ ফেরাতে পারি না
নিতান্ত হ্যাংলা ভেবে পাছে করে নীরব ভর্ৎসনা তাই এই পোড়া চোখে
অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেখি কোনো পার্শ্ববর্তী শোভা, লেক কিংবা জলাশয়
আসলে নারীর মুখই একমাত্র দর্শনীয় এখনো আমার!
এখনো নারীর মুখের দিকে চেয়ে হতে পারি প্রকৃত তন্ময়
সময়ের গতিবিধি, প্রয়োজন একমাত্র নারীর মুখের দিকে চেয়ে
ভুলে যেতে পারি ;
তা সে যতোক্ষণই হোক নারীর মুখের দৃশ্য ছাড়া পৃথিবীতে
বাস্তবিকই অভিভূত হওয়ার যোগ্য শিল্প কি স্থাপত্য কিছু নেই।
মিথ্যা বলবো না এখনো আমার কাছে একটি নারীর মুখই
সর্বাপেক্ষা প্রিয়
তার দিক থেকে এখনো ফেরাতে চোখ সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়,
শহরের দর্শনীয় বস্তু ফেলে তাই আমি হাবাগোবা নির্বোধের মতো
নারীর মুখের দিকে অপলক শুধু চেয়ে রই
মনে হয় এই যেন পৃথিবীতে প্রথম দেখেছি আমি একটি নারীর মুখ ;
নয়ন জুড়ানো এতো শোভা আর কোনো পত্রপুষ্পে নেই—
সেসব সুন্দর শুধু পৃথিবীতে নারী আছে বলে।
তাই নারীর মুখের দৃশ্য ছাড়া মনোরম বিপণিও কেমন
বেখাপ্পা লাগে যেন
অপেরা বা সিনেমা নিষ্প্রাণ,
পার্কের সকল দৃশ্য অর্থহীন বিন্যাস কেবল
নারীর সান্নিধ্য ছাড়া দর্শনীয় স্থানের মহিমা কিছু নেই ;
তাই তো এখনো পথে দুপাশের দৃশ্য ফেলে নারীর মুখের
দিকে ব্যগ্র চেয়ে থাকি
লোকে আর কি দেখে জানি না
আমি শুধু দেখি এই সৌন্দর্যের শুদ্ধ শিল্পকলা, নারীর সুন্দর মুখ।
এর চেয়ে সম্পূর্ণ গোলাপ কিংবা অনবদ্য গাঢ় স্বর্ণচাঁপা

আমার মানুষ জন্মে আমি আর কোথাও দেখিনি,
এর চেয়ে শুদ্ধ শিল্প, সম্যক ভাস্কর্য কিংবা অটুট নির্মাণ
মিউজিয়াম, চিত্রশালা আর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কোথাও
আমি তো পাইনি খুঁজে ;
কী করে বলবো বলো নারীর মুখের চেয়ে দর্শনীয় ক্রিসানথিমাম
কী করে বলবো আমি নারীর মুখের চেয়ে স্মরণীয়
অন্য কোনো নাম!

লিরিকগুচ্ছ

১

আমি নিরিবিলি একলা বকুল
তাতে কার ক্ষতি সামান্য ফুল
যদি ঝরে যাই!
ভালোবেসে তবু এই উপহার
ঝরা বকুলের ঝরা সংসার
যেন রেখে যাই!

৩

কবির কি আছে আর
ভালোবাসা ছাড়া,
সমস্ত উজাড় করে
হাতে একতারা।

১৩

তোমার চোখে যে এতো জল
আর এতো ব্যাকুলতা—
সব বুঝি তবু বুঝি নাই
এই সামান্য কথা!

১৭

অভাব দিয়ে প্রিয়, তোমার
মুছিয়ে দিলাম মুখ,
ফোটেনি ফুল, ঝরেনি জল
ভেঙেছে যতো বুক!
তোমার চেয়ে সে-কথা ভালো
কে আর জানে প্রিয়,
না-থাকাগুলি দিয়েই তোমায়
করেছি স্মরণীয়!

২৩
কী অর্থ ধারণ করো তুমি
কোন অর্থবহ,
আমি তো বুঝেছি মাত্র তুমি অর্থ
অনন্ত বিরহ!

আমিও তো অটোগ্রাফ চাই

আমিও তো অটোগ্রাফ চাই, আমিও তো লিখতে চাই
তোমাদেরই নাম হৃদয়ের গভীর খাতায়
তোমাদের একেকটি স্বাক্ষর আমিও খোদাই করতে চাই
স্মৃতিতে, সত্তায়।
শুধু এই মানুষের অনবদ্য নাম জুঁই, চাঁপা, শিউলির মতো
আমিও তো চাই মর্মে ফোটাতে আমার ;
ভালোবেসে কেউ যদি লেখে নাম, কেউ যদি
একটিও অটোগ্রাফ এঁকে দেয় এই মলিন কাগজে
তাকে আমি করে তুলি অনন্ত নক্ষত্রময় রাত্রির আকাশ ;
আমার তেমন নেই অটোগ্রাফ সংগ্রহের মনোরম খাতা
নীল প্যাড, সুদৃশ্য মলাট
কিন্তু আমি দিতে পারি নীলিমার চেয়েও বিস্তৃত
সমুদ্রের চেয়েও গভীর
যে-কোনো সবুজ বনভূমি থেকে অধিক সবুজ
এই আমার হৃদয়—
এর চেয়ে অধিক লেখার যোগ্য আর কোনো পত্র বা
প্রস্তরখণ্ড নেই ;
তবু আমিই লিখেছি নাম কাগজে, শিলায়, পত্রে
কখনোবা পাহাড়ের গায়ে
দয়ার্দ্র অনেক প্যাডে, সুদৃশ্য খাতায়
কিন্তু আজ মনে হয় ঝরা বকুলের মতো
আমার নশ্বর নাম ঝরে গেছে তৎক্ষণাৎই সামান্য হাওয়ায়
আর যেটুকুও বাকি ছিলো মুছে গেছে শিশিরে বৃষ্টিতে।
অনেক লিখেছি তবু নাম, তবুও এঁকেছি এই বারবার
ব্যর্থ আমার স্বাক্ষর
আজ বুঝি কোথাও পায়নি সে এতোটুকু শ্যামল অঞ্চল
এতোটুকু স্নিগ্ধ ছায়া, এতোটুকু নিবিড় শুশ্রূষা
আজ তার দিকে সবাই তাকিয়ে দেখে
অজ্ঞাত এ নাম ;
কোন প্রাগৈতিহাসিক কালের যেন ভাষা
আমার এ ব্যর্থ হস্তাক্ষর আজ প্রাচীনকালের দুর্বোধ্য শিলালিপির
মতোই ধূসর

মনে হয় কেউ তার চেনে না কোনোই বর্ণমালা।
কিন্তু আমার হৃদয় আজো ধারণ করতে পারে মানুষের
গুচ্ছ গুচ্ছ নাম
সেখানে সবুজ অঞ্চলের কোনোই অভাব নেই
তাই তাতে এখনো সে খোদাই করতে পারে মানুষের প্রিয়
নামগুলি।
প্রকৃতই মানুষের নাম ছাড়া আমি আজো
ফুল, পাখি কিংবা বৃক্ষ এসবের পৃথক পৃথক কোনো নাম
তেমন জানি না,
কিন্তু এখনো সমান আমি রাত জেগে মানুষের নামের বানান
মুখস্থ করতে ভালোবাসি
তাই অটোগ্রাফ আমারই নেয়ার কথা, আমিও তো
অটোগ্রাফ চাই।

বড়ো সুসময় কখনো পাবো না

ফুলের পাশেই আছে অজস্র কাঁটার পথ, এই তো জীবন
নিখুঁত নিটোল কোনো মুহূর্ত পাবো না,
এখন বুঝেছি আমি
এভাবেই সাজাতে হবে অপূর্ণ সুন্দর ;
একেবারে মনোরম জলবায়ু পাবো না কখনো
থাকবে কুয়াশা-মেঘ, ঝড়ের আভাস
কখনো দুলবে ভেলা
কখনো বিরুদ্ধ স্রোতে দিতে হবে
সুদীর্ঘ সাঁতার,
কুয়াশা ও ঝড়ের মাঝেই
শীতগ্রীষ্মে বেয়ে যেতে হবে এই তরী ;
যতোই ভাবি না কেন
সম্পূর্ণ উজ্জ্বল কোনো সুসময় পেলে
ফলাবো সোনালি ধান্য,
সম্পন্ন করবো বসে শ্রেষ্ঠ কাজগুলি—
কিন্তু এমন নিটোল কোনো জীবন পাবো না।

তোমার দুইটি হাতে পৃথিবীর মৌলিক কবিতা

তোমার দুহাত মেলে দেখিনি কখনো
এখানে যে ফুটে আছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গোলাপ,
তোমার দুহাত মেলে দেখিনি কখনো
এখানে যে লেখা আছে হৃদয়ের গাঢ় পঙ্‌ক্তিগুলি।
ফুল ভালোবাসি বলে অহঙ্কার করেছি বৃথাই
শিল্প ভালোবাসি বলে অনর্থক বড়াই করেছি,
মূর্খ আমি বুঝি নাই তোমার দুখানি হাত
কতো বেশি মানবিক ফুল—
বুঝি নাই কতো বেশি অনুভূতিময়
এই দুটি হাতের আঙুল।
তোমার দুখানি হাত খুলে আমি কেন যে দেখিনি,
কেন যে করিনি পাঠ এই শুদ্ধ প্রেমের কবিতা!
গোলাপ দেখেছি বলে এতোকাল আমি ভুল করেছি কেবল
তোমার দুইটি হাত মেলে ধরে লজ্জায় এবার ঢাকি মুখ।
তোমার দুইটি হাতে
ফুটে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে বিশুদ্ধ গোলাপ,
তোমার দুইটি হাতে
পৃথিবীর একমাত্র মৌলিক কবিতা।

পৃথিবী আমার খুব প্রিয়

ঢাকা আমার খুব প্রিয়, কিন্তু আমি থাকি
আজিমপুর নামক একটি গ্রামে ; খুবই ছোটোখাটো
একটি গ্রাম, বলা চলে শান্ত স্নিগ্ধ ছোট্ট একটি পাড়া
এখানেই এই কবরের পাশে আমি আছি ; বস্তুত এখান থেকে
ঢাকা বহুদূরে, আমি সেই ঢাকা শহরের কিছুই জানি না
আমাকে সবাই জানে আমি ঢাকার মানুষ,
কিন্তু আমি বাস করি খুবই ছোট্ট নিরিবিলি গ্রামে
আমি এই ঢাকার খুব সামান্যই চিনি, সামান্যই জানি।
এখনো আমার কাছে ঢাকার দূরত্ব ঠিক আগের মতোই
রয়ে গেছে, এখনো ঢাকায় যেতে বাসে চেপে, ট্রেন ধরে,
ফেরি পার হতে হয় রোজ, এমনকী
তারপরও ঢাকা গিয়ে পৌঁছতে পারি না ; ঢাকার মানুষ
তবু বিশটি বছর এই একখানি গ্রামেই রয়েছি,
খুব চুপচাপ, নিরিবিলি, একখানি অভিভূত গ্রাম।
ঢাকা আমার খুব প্রিয় শহর, কিন্তু আমি পছন্দ করি গ্রাম
আজিমপুরের এই খোলা মাঠ, এই সরু গলি,
ঢাকার মানুষ তবু আজিমপুরের এই ছোট্ট গ্রামেই থাকতে ভালোবাসি
পৃথিবী আমার খুব প্রিয়, কিন্তু আমি বাংলাদেশ ছেড়ে
কোথাও যাবো না।

মানুষের সাথে থাকো

যতোই ব্যথিত হও মানুষের সান্নিধ্য ছেড়ো না
মানুষের সাথে থাকো সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে,
যতোই আঘাত পাও মানুষকে কিছুতে ছেড়ো না
যখন কিছুই নেই মনে রেখো,
তখনো সর্বশেষ আশা এই মানুষ ;
সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেলেও তোমার পাশে এসে মানুষই দাঁড়াবে
ফুল যখন ফুটবে না, পাখি যখন গাইবে না
কেবল আকাশ-বাতাস মথিত করে আসবে ধ্বংস, আসবে মৃত্যু
তখনো মানুষই তোমার একমাত্র সঙ্গী ;
মানুষের সব নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতার পরও
মানুষই মানুষের বন্ধু।
অরণ্য নয়, পাহাড় নয়, সমুদ্র বা তৃণভূমি নয়
মানুষের হৃদয়ই তোমার শ্রেষ্ঠ আশ্রয়
আর কোথাও নয় কেবল মানুষের হৃদয়েই মানুষ অমর।
মানুষকে এড়িয়ে কোনো সার্থকতা নেই
যতোই আঘাত পাও, যতোই ব্যথিত হও
মানুষের সঙ্গ ছেড়ো না,
মানুষের সাথে থাকো সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে
কেবল মানুষই এই মানুষের চিরদিন বাঁচার সাহস।

ছন্দরীতি

তোমাদের কথায় কথায় এতো ব্যাকরণ
তোমাদের উঠতে বসতে এতো অভিধান,
কিন্তু চঞ্চল ঝরনার কোনো ব্যাকরণ নেই
আকাশের কোনো অভিধান নেই, সমুদ্রের নেই।
ভালোবাসা ব্যাকরণ মানে না কখনো
হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো সংবিধান নেই
হৃদয় যা পারে তা জাতিসঙ্ঘ পারে না
গোলাপ ফোটে না কোনো ব্যাকরণ বুঝে।
প্রেমিক কি ছন্দ পড়ে সম্বোধন করে ?
নদী চিরছন্দময়, কিন্তু সে কি ছন্দ কিছু জানে,
পাখি গান করে কোন ব্যাকরণ মেনে ?
তোমরাই বলো শুধু ব্যাকরণ, শুধু অভিধান!
বলো প্রেমের কি শুদ্ধ বই, শুদ্ধ ব্যাকরণ
কেউ কি কখনো সঠিক বানান খোঁজে প্রেমের চিঠিতে
কেউ কি জানতে চায় প্রেমালাপ স্বরে না মাত্রায় ?
নীরব চুম্বনই জানি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছন্দরীতি।

তাহলে কি ঢেকে যাবে পৃথিবীর মুখ

ভীষণ তুষার-ঝড় বয়ে যায় পৃথিবীর মানচিত্রে আজ
এই শতকের শেষে নামে শৈত্য, হিমপ্রবাহ এখানে
এশিয়া ও ইওরোপ কাঁপে শীতে, বৃক্ষপত্র ঝরে যায়
ইতিহাস থেকে টুপটাপ খসে পড়ে পাতা ;
এই ভয়ানক দুঃসময়ে কার দিকে বাড়াই বা হাত
বন্ধুরাই শত্রু এখন, হৃদয়েও জমেছে বরফ।
বরফে পড়েছে ঢাকা বার্চবন, তৃণভূমি, বার্লিনের ব্যথিত আকাশ,
মানুষের কীর্তিস্তম্ভ, মানবিক প্রীতি-ভালোবাসা—
অনেক আগেই ঢাকা পড়ে গেছে মূল্যবোধ নামক অধ্যায়,
অবশেষে বিশ্বাস ও সাহসের জাহাজটি বরফে আটকে গেছে দূরে।
তাহলে কি পৃথিবীর মানচিত্রই ক্রমশ ঢেকে যাবে উত্তাল বরফে,
ঢেকে যাবে পৃথিবীর চোখ, মুখ, মাথা ?

টিভিতে লেনিনের মূর্তি অপসারণের দৃশ্য দেখে

এই মূঢ় মানুষেরা জানে না কিছুই, জানে না কখন তারা
কাকে ভালোবাসে, কাকে করে প্রত্যাখ্যান,
না বুঝেই কাকে বা পরায় মালা,
কাকে ছুড়ে ফেলে।
এই মূঢ় মানুষেরা বোঝে না কিছুই,
মূর্তি ভাঙে, উন্মত্ত উল্লাসে মাতে
এমনকী ফেলে না চোখের জল
যার জন্য প্রকৃতই হাজার বছর কাঁদবার কথা ;
বিশ শতক শেষের এই পৃথিবীকে আজ
বড়ো অবিশ্বাসী বলে বোধ হয়,
মানুষের কোনো মহৎ কীর্তি আর ত্যাগের স্বাক্ষর
ধারণ করে না এই কুটিল সময়—
আজ সে কেবল শূন্যতাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে,
পৃথিবীর এই আদিম আঁধারে বুঝি যায়, সবই অস্ত যায়।

আমূল বদলে দাও আমার জীবন

পরিপূর্ণ পাল্টে দাও আমার জীবন, আমি ফের
বর্ণমালা থেকে শুরু করি—
আবার মুখস্থ করি ডাক-নামতা, আবার সাঁতার শিখি
একহাঁটু জলে ;
তুমি এই অপগণ্ড বয়স্ক শিশুকে মেরেপিটে
কিছুটা মানুষ করো,
খেতে দাও আলুসিদ্ধ দুটি ফেনা ভাত।
আবার সবুজ মাঠে একা ছেড়ে দাও তাকে,
একটু করিয়ে দাও পরিচয় আকাশের সাথে
খুব যত্ন করে সব বৃক্ষ ও ফুলের নাম শিখি।
আমূল বদলে দাও পুরনো জীবন, ভালোবেসে
আবার নদীর তীরে নরম মাটিতে শুরু করি চলা
বানাই একটি ছোটো বাংলো খড়ের কুঁড়েঘর ;
পুরোপুরি পাল্টে দাও আমার জীবন, আমি ফের
গোড়া থেকে শুরু করি—
একবারে পরিশুদ্ধ মানুষের মতো করি
আরম্ভ জীবন ;
এভাবে কখনো আর করবো না ভুলভ্রান্তি কিছু
এবার নদীর জলে ধুয়ে নেই এই পরাজিত মুখ,
ধুয়ে নেই সকলের অপমান-উপেক্ষার কালি।
একবার ভালোবেসে, মাতৃস্নেহে
আমূল বদলে দাও আমার জীবন
দেখো কীভাবে শুধরে নেই জীবনের ভুলচুকগুলি।

এককোটি বছর তোমাকে দেখি না

এককোটি বছর হয় তোমাকে দেখি না
একবার তোমাকে দেখতে পাবো
এই নিশ্চয়তাটুকু পেলে—
বিদ্যাসাগরের মতো আমিও সাঁতরে পার হবো ভরা দামোদর
কয়েক হাজার বার পাড়ি দেবো ইংলিশ চ্যানেল ;
তোমাকে একটিবার দেখতে পাবো এটুকু ভরসা পেলে
অনায়াসে ডিঙাবো এই কারার প্রাচীর,
ছুটে যাবো নাগরাজ্যে পাতালপুরীতে
কিংবা বোমারু বিমান ওড়া
শঙ্কিত শহরে।
যদি জানি একবার দেখা পাবো তাহলে উত্তপ্ত মরুভূমি
অনায়াসে হেঁটে পাড়ি দেবো,
কাঁটাতার ডিঙাবো সহজে, লোকলজ্জা ঝেড়ে মুছে
ফেলে যাবো যে-কোনো সভায়
কিংবা পার্কে ও মেলায় ;
একবার দেখা পাবো শুধু এই আশ্বাস পেলে
এক পৃথিবীর এটুকু দূরত্ব আমি অবলীলাক্রমে পাড়ি দেবো।
তোমাকে দেখেছি কবে, সেই কবে, কোন বৃহস্পতিবার
আর এককোটি বছর হয় তোমাকে দেখি না।

নীতিশিক্ষা

আমাকে এখন শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়
শহরের বখাটে মাস্তান,
আধুনিকতার পাঠ নিতে হয় প্রস্তরযুগের
সব মানুষের কাছে ;
মাতালের কাছে প্রত্যহ শুনতে হয় সংযমের কথা
বধ্যভূমির জল্লাদেরা মানবিক মূল্যবোধ সতত শেখায়,
জলদস্যুদের কাছে আমাকে শুনতে হয়
সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ—
মানবপ্রেমের শিক্ষা নিতে হয় শিশুহত্যাকারীদের কাছে।
কিন্তু আমার শেখার কথা নদী ও বৃক্ষের কাছে
ধৈর্য-সহিষ্ণুতা,
বিবেক, বিনয়, বিদ্যা আমাকে শেখাবে এই উদার আকাশ
জুঁই আর গোলাপের কাছ থেকে সৌহার্দের মানবিক রীতি,
অথচ এখন প্রতিদিন ঘাতকের কাছে
আমাকে শুনতে হয় মহত্ত্বের কথা ;
মূর্খ ইতরের কাছে নিতে হয় বিনয়ের পাঠ
দেশপ্রেম শিক্ষা দেয় বিশ্বাসঘাতক বর্বরেরা,
ক্ষমা আর উদারতা শিক্ষা দেয় হিংস্র
নখদাঁতবিশিষ্ট প্রাণীরা
স্নেহ ও প্রীতির সুমধুর গান গায় সব ধূর্ত কাক।

আমার প্রেমিকা

আমার প্রেমিকা— নাম তার খুব ছোটো দুইটি অক্ষরে
নদী বা ফুলের নামে হতে পারে
এই দ্বিমাত্রিক নাম,
হতে পারে পাখি, বৃক্ষ, উদ্ভিদের নামে
কিন্তু তেমন কিছুই নয়, এই মৃদু সাধারণ নাম
সকলের খুবই জানা।
আমার প্রেমিকা প্রথম দেখেছি তাকে বহুদূরে
উজ্জয়িনীপুরে,
এখনো যেখানে থাকে সেখানে পৌঁছতে
এক হাজার একশো কোটি নৌমাইল পথ পাড়ি দিতে হয় ;
তবু তার আসল ঠিকানা আমার বুকের ঠিক বাঁ পাশে
যেখানে হৃৎপিণ্ড ওঠানামা করে
পাঁজরের অস্থিতে লেখা তার টেলিফোন নম্বরের
সব সংখ্যাগুলি ;
আমার চোখের ঠিক মাঝখানে তোলা আছে
তার একটিমাত্র পাসপোর্ট সাইজের শাদাকালো ছবি
আমার প্রেমিকা তার নাম সুদূর নীলিমা,
রক্তিম গোধূলি,
নক্ষত্রখচিত রাত্রি, উচ্ছল ঝরনার জলধারা
উদ্যানের সবেচেয়ে নির্জন ফুল, মন হুহু করা বিষণ্নতা
সে আমার সীমাহীন স্বপ্নের জগৎ ;
দুচোখে এখনো তার পৃথিবীর সর্বশেষ রহস্যের মেঘ,
আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া—
আমার প্রেমিকা সে যে অন্তহীন একখানি বিশাল গ্রন্থ
আজো তার পড়িনি একটি পাতা, শিখি নাই
এই দুটি অক্ষরের মানে।

একা হয়ে যাও

একা হয়ে যাও, নিঃসঙ্গ বৃক্ষের মতো
ঠিক দুঃখমগ্ন অসহায় কয়েদির মতো
নির্জন নদীর মতো,
তুমি আরো পৃথক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও
স্বাধীন স্বতন্ত্র হয়ে যাও
খণ্ড খণ্ড ইওরোপের মানচিত্রের মতো ;
একা হয়ে যাও সব সঙ্ঘ থেকে, উন্মাদনা থেকে
আকাশের সর্বশেষ উদাস পাখির মতো,
নির্জন নিস্তব্ধ মৌন পাহাড়ের মতো
একা হয়ে যাও।
এতো দূরে যাও যাতে কারো ডাক না পৌঁছে সেখানে
অথবা তোমার ডাক কেউ শুনতে না পায় কখনো,
সেই জনশূন্য নিঃশব্দ দ্বীপের মতো,
নিজের ছায়ার মতো, পদচিহ্নের মতো,
শূন্যতার মতো একা হয়ে যাও।
একা হয়ে যাও এই দীর্ঘশ্বাসের মতো
একা হয়ে যাও।

তারা আমাদের কেউ নয়

তারা আমাদের কেউ নয় যারা মসজিদ ভাঙে
আর মন্দির পোড়ায়,
তাদের মুখের দিকে চেয়ে সমস্ত আবেগরাশি
হয়ে যাও বরফের নদী—
অনুভূতির সবুজ প্রান্তর তুমি হয়ে যাও উত্তপ্ত সাহারা।
তাদের পায়ের শব্দ শুনে রুদ্ধ হয়ে যাও তুমি
চঞ্চল উদ্দাম ঝরনাধারা,
মেঘ হও জলশূন্য, নীলিমা বিদীর্ণ
ধ্বংসস্তূপ।

তারা আমাদের কেউ নয়, কখনো ছিলো না,
যারা মানুষের বাসগৃহে জ্বালায় আগুন,
শস্যক্ষেত্র করে ছত্রখান
লুট করে খাদ্য, বস্ত্র, যা-কিছু সম্বল—
তাদের কণ্ঠস্বর শুনে ঘৃণায় কুঞ্চিত হও
সুন্দর গোলাপ, শুষ্ক হও সব স্রোতস্বিনী,
ফলবান বৃক্ষ হও ছায়াহীন, নিষ্ফলা, নিষ্পত্র ;

তারা আমাদের কেউ নয়, কোনোকালেও ছিলো না,
যারা এইভাবে শত শত ঘরে অনায়াসে আগুন জ্বালিয়ে
দিতে পারে
কিংবা করতে পারে এইভাবে মানুষকে ভিটেমাটি ছাড়া,
যারা এভাবে বুনতে পারে হিংসার বীজ
করতে পারে দাঙ্গা-হানাহানি, রক্তপাত, সম্ভ্রম লুণ্ঠন,
তারা আমাদের কেউ নয়, কখনো ছিলো না ;
মানুষের নামের তালিকা থেকে মুছে ফেলো
তাদের এ কলঙ্কিত নাম—
তাদের মুখের দিকে চেয়ে চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাও
মাতৃস্নেহ,
প্রেমিকার পবিত্র আবেগ,
মাদার তেরেসার অপার স্নেহের হাতখানি ;
তাদের উদ্দেশে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাও তুমি পাখিদের গান,
মোনাজাত, মীরার ভজন।

হিংসা তার আদিগ্রন্থ

মানুষ কিছুই শিখলো না আর, কিছুই শিখলো না
এইসব বয়স্ক বালক—
শুধু আদিবিদ্যা তীর ছোড়া ছাড়া তার কিছুই হলো না শেখা,
কেবল শিকার আর রক্তপাত ব্যতীত বিশেষ কোনো পাঠ
করলো না শেষ বুঝি এই নির্বোধ মানুষ ;
মনে হয় হিংসা তার আদিগ্রন্থ, শেষ বই
এই রক্তপাত
তাই কি এখনো তার চোখেমুখে লেখা সেই আদিম অক্ষর ?
সে কোনো নিলো না শিক্ষা আলোকিত দিবসের কাছে
উজ্জ্বল সূর্যের কাছে, দ্যুতিময় নক্ষত্রের কাছে—
তার যা-কিছু সামান্য বিদ্যা অন্ধকার রাত্রি আর
বধ্যভূমি, পিশাচের কাছ থেকে শেখা।
কখনো বসলো না সে হাঁটু গেড়ে স্নিগ্ধ নদী, নীলাকাশ,
শ্যামল বৃক্ষের পাদদেশে—
শিশুর পবিত্র মুখ থেকে নিলো না সে অনন্ত সুঘ্রাণ,
সে কেবল বারবার তুলে নিলো শিকারীর তীর, তরবারি
আজো সে তেমনি কুরুক্ষেত্রে দুষ্ট দুঃশাসন।
পাঁচ সহস্র বছর আগে যেখানে সে ছিলো
এখনো তেমনি সেখানেই হামাগুড়ি দেয়, চার পায়ে হাঁটে,
এর বেশি কিছুই হলো না তার শেখা
একচুলও এগুলো না তার এই অনড় জাহাজ।
ঘুরে ফিরে সেখানেই ফিরে এলো অর্বাচীন অথর্ব মানুষ
নিজেকে ধ্বংস করা ছাড়া সম্ভবত কিছুই হলো না জানা তার—
আর অপরের হৃদয় রক্তাক্ত করা ছাড়া কিছুই শিখলো না
এই মানুষ নামের দ্বিপদ প্রাণীরা।

যদুবংশ ধ্বংসের আগে

একী বৈরী যুগে এসে দাঁড়ালাম আমরা সকলে
সূর্য নিয়ত ঢাকা চিররাহুগ্রাসে, মানবিক
প্রশান্ত বাতাস এখন বয় না কোনোখানে
শুধু সর্বত্র বেড়ায় নেচে কবন্ধ-দানব ;
তাদের কদর্য চিৎকারে ফেটে যায় কান,
চোখ হয়ে যায় কী ভীষণ রক্তজবা, সহসা
দিগন্ত জুড়ে নেমে আসে ঘোর সন্ধ্যার আঁধার।
কিছুই যায় না দেখা চোখে, নিঃশ্বাসও
হয়ে ওঠে পাথরের মতো ভারী, যেন কোনো
পাতালপুরীতে পড়ে আছি নিঃসঙ্গ কয়েদি ;
এখানে সতত দেখি কোনো এক
দ্বিপদ প্রাণীর বিচরণ, মানুষের মতো, কখনো
মানুষ নয়, এই ছায়া-মানুষের পাশে
দিন কাটে, রাত্রি শেষ হয় ; পাই না তৃষ্ণার
একফোঁটা জল, একটু শীতল ছায়া,
মনে হয় কোনোদিন নিভবে না এই দোজখের নৃশংস আগুন।
এ কোন ঘাতক-যুগে এসে দাঁড়ালাম আমরা সবাই,
তবে কি এসব কিছু যদুবংশ ধ্বংসেরই আগের নিশানা!

চাই না কোথাও যেতে

আমি তো তোমাকে ফেলে চাই না কোথাও যেতে
পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মনোরম স্থানে,
সমুদ্র-সৈকতে, স্বর্ণদ্বীপে—
স্বপ্নেও শিউরে উঠি যখন দেখতে পাই
ছেড়ে যাচ্ছি এই মেঠো পথ, বটবৃক্ষ, রাখালের
বাঁশি,
হঠাৎ আমার বুকে আছড়ে পড়ে পদ্মার ঢেউ
আমার দুচোখে শ্রাবণের নদী বয়ে যায় ;
যখন হঠাৎ দেখি ছেড়ে যাচ্ছি সবুজ পালের নৌকো,
ছেড়ে যাচ্ছি ঘরের মেঝেতে আমার মায়ের আঁকা
সারি সারি লক্ষ্মীর পা
বোবা চিৎকারে আর্তকণ্ঠে বলে উঠি হয়তো
তখনই—
তোমার বুকের মধ্যে আমাকে লুকিয়ে রাখো ;
আমি এই মাটি ছেড়ে, মাটির সান্নিধ্য ছেড়ে,
আকাশের আত্মীয়তা ছেড়ে,
চাই না কোথাও যেতে, কোথাও যেতে।

কোথায় যাই, কার কাছে যাই

আজ বন্ধের দিন ; কোথাও কিছু খোলা নেই
সবখানে শুধু বন্ধ, শুধু বন্ধ ;
একেকটি দরোজার সামনে বড়ো বড়ো শাটার নামানো
যেন বন্ধ-করা একটি কাঠের বাক্সের মতো সমস্ত শহর,
তালাবন্ধ যেন এই সুনীল আকাশ ; আজ
বন্ধের দিন, নিউ মার্কেটের সবগুলো গেটে তালা
সাকুরায় যেন বহুদিনের কারফিউ ;
পোস্টাপিসের হলুদ বারান্দা জনশূন্য,
কাঠের সিঁড়ি শব্দহীন
ব্যাঙ্ক, বীমা, নীলক্ষেত টেলিফোন অফিস
কোথাও কোনো স্বাভাবিক কাজকর্ম নেই,
এই বন্ধের দিনে বেইলী রোডের দোকানগুলোতে
কিছুই পাওয়া যাবে না—
সারা এলিফ্যান্ট রোড যেন কোন এক অচিন ঘুমের দেশ।
আজ বন্ধের দিন, কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই,
নিউ মার্কেটের বইয়ের দোকান বন্ধ,
সাকুরা আজ খুলবে না
স্টেডিয়ামের সবগুলো দোকানে ঝাঁপফেলা,
খবরের কাগজের অফিসে কেউ নেই, টেলিফোন বন্ধ
আমি আজ কোথায় যাই; শহরের একটি রেস্তোরাঁ কিংবা
পানশালাও খোলা নেই,
শিশুপার্ক, কার্জন হল, কলা ভবন
বন্ধ, বন্ধ, সব বন্ধ ;
এই বন্ধের দিনে এই জনশূন্য গোধূলিতে
তাহলে আমি কোথায় যাই, কার কাছে যাই!
বন্ধুরা ছুটিতে কেউ গেছে দেশের বাড়িতে, কেউ দেশের বাইরে
যারা ঢাকায় তারাও যে যার গর্তে ঢুকে আছে,
সবখানে এই দরোজা-লাগানো শহরে, এই গেটবন্ধ
নগরীতে আমি কোথায় যাই।
ব্যাঙ্ক, বীমা, পত্রিকার অফিস আজ
সব বন্ধ, কোথাও কেউ নেই,
তাহলে এই একলা রিকশায়, উদাসীন সাইকেলে চেপে
আমি কোথায় যাবো, কার কাছে যাবো!

এই বিষণ্ন সন্ধ্যায় একাকী ঘুরতে ঘুরতে
যদি তোমাদের বাড়ির কাছে চলে যাই—
তোমাদের সেই বন্ধ গেটটিও কি কিছুতেই খুলবে না,
সারারাত ডাকাডাকিতেও কি ঘুম ভাঙবে না তোমাদের কারো
এই শহরে একটিবারের জন্যেও কি কেউ এই বন্ধ দরোজা
আর খুলবে না, আর খুলবে না ?
তাহলে এই বন্ধের দিনে, এই সর্বত্র তালা-লাগানো শহরে
এই নিঃসঙ্গ সাইকেলে চেপে অবিরাম বেল বাজাতে বাজাতে
বলো আমি কোথায় যাই, কার কাছে যাই,
কোন নরকে যাই!

এই শীতে আমি হই তোমার উদ্ভিদ

শীত খুব তোমার পছন্দ, কিন্তু আমি
শীত-গ্রীষ্ম-বসন্তের চেয়ে তোমাকেই বেশি ভালোবাসি ,
যে-কোনো ঋতু ও মাস, বৃষ্টি কিংবা বরফের চেয়ে
মনোরম তোমার সান্নিধ্য, আমি তাই
কার্ডিগান নয় বুকের উষ্ণতা দিয়ে ঢেকে দেই
তোমার শরীর—
আমি হই তোমার শীতের যোগ্য গরম পোশাক ;
কোল্ড ক্রিম আর এই তুচ্ছ প্রসাধনী রেখে
আমি তোমাকে করতে চাই আরো অপরূপ নিবিড় চুম্বনে
শীত যে-যে শোভা ও সৌন্দর্য দিতে পারে
তোমার শরীরে
তোমার সুস্বাস্থ্য চেয়ে আমি হই শীত, হই শীতের উদ্ভিদ ,
আমি হই সবচেয়ে বেশি তোমার শীতের উষ্ণ কাঁথা,
হই সকালের উপাদেয় রোদ, সারো শুভ্র সানবাথ।
আমি জানি নগ্নতাই শীতের স্বভাব, আমি তাই
তোমার নগ্ন গায়ে দিব্য শীতের কামিজ ;
তুমি অবহেলা ভরে ফেলে যাও আমি
শীতের শিশির হই ঘাসে—
দুপায়ে মাড়িয়ে যাও, তবু তোমার পায়ের রাঙা আলতা
হই আমি
এই শীতে তোমার নিবিড় উষ্ণতা ছাড়া নিউ ইয়ার্স গিফট
কী আর চাওয়ার বলো আছে!

সুন্দরের হাতে আজ হাতকড়া, গোলাপের বিরুদ্ধে হুলিয়া

সুন্দরের হাতে আজ হাতকড়া, গোলাপের বিরুদ্ধে
হুলিয়া,
হৃদয়ের তর্জমা নিষিদ্ধ আর মননের সম্মুখে প্রাচীর
বিবেক নিয়ত বন্দি, প্রেমের বিরুদ্ধে পরোয়ানা ;
এখানে এখন পাখি আর প্রজাপতি ধরে ধরে
কারাগারে রাখে—
সবাই লাঞ্ছিত করে স্বর্ণচাঁপাকে ;
সুপেয় নদীর জলে ঢেলে দেয় বিষ, আকাশকে
করে উপহাস।
আলোর বিরুদ্ধাচারী আঁধারের করে শুধু স্তুতি,
বসন্তের বার্তা শুনে জারি করে পূর্বাহ্নে কারফিউ,
মানবিক উৎসমুখে ফেলে যতো শিলা ও পাথর—
কবিতাকে বন্দি করে, সৌন্দর্যকে পরায় শৃঙ্খল।

আমার জীবনী

আমার জীবনী আমি লিখে রেখে যাবো
মাটির অন্তরে, ধুলোর পাতায়
লিখে রেখে যাবো মেঘের হৃদয়ে,
বৃষ্টির ফোঁটায়,
হাঁসের নরম পায়ে, হরিণশিশুর মায়াময়
চোখে ;

ফুলের নিবিড় পাপড়িতে আমি লিখে রেখে যাবো
আমার জীবনী—
লিখে রেখে যাবো বৃক্ষের বুকের মধ্যে
পাহাড়ি ঝরনার ওষ্ঠে,
সবুজ শস্যের নগ্নদেহে।
আমার জীবনী আমি লিখে রেখে যাবো শিশিরে, ঘাসের
বুকে,
নদীর শরীরে, পদচিহ্ন-আঁকা এই পথের ধুলোয়
লিখে রেখে যাবো সংসারের হাসি-কান্নার গভীরে ;

আমার জীবনী আমি গেঁথে দিয়ে যাবো ঝরা বকুলের
বিষণ্ন মালায়
বর্ষার উদ্দাম ঢেউয়ে, সবুজ জমিতে,
প্রেমিকার মদির চুম্বনে।
আমার জীবনী আমি লিখে রেখে যাবো বিরহীর
দুচোখের জলের ধারায় ; আমার জীবনী
আমি লিখবো না দূর নীহারিকালোকে, নক্ষত্রের উজ্জ্বল
অক্ষরে,
আমার জীবনী আমি রেখে দিয়ে যাবো ভোরের
পাখির কণ্ঠে,
উদাসীন বাউলের গানে, পথিকের পথের দু'ধারে ;

লিখে রেখে যাবো আমার জীবনী আমি
ব্যথিত কবির শ্লোকে,
দুঃখীর সজল আঁখিতে,
আমার জীবনী আমি লিখে রেখে যাবো
স্বপ্নের খাতায়
সমুদ্র-সৈকতে, অশ্রুজলে-ধোয়া প্রেমিকের
জীবনপঞ্জিতে।

মধুপুরে

মনটা ভীষণ উড়ু উড়ু, আমি যেন
উড়ো পাতা,
ঝাউবনের কান্না শুনি বুকের মধ্যে
সারা দুপুর—
উড়তে উড়তে কোথায় যাবো, ঠিকানা ঠিক
কোথায় পাবো
নাকি শেষে হারিয়ে যাবো,
এই আমি এই উড়ো পাতা, উড়ো পাতা!
মনটা ভীষণ উড়ু উড়ু টেবিলে বই, লেখার
কাগজ,
ঝর বয়ে যায় মনের ভেতর ; সব
উড়ে যায়
আমিও যাই।
মনটা ভীষণ উড়ু উড়ু শালবনে
কার ছায়া দেখি—
লোকাল ট্রেনে যাচ্ছি কোথায়!
আমার এখন মনে পড়ে তোমার চোখে
বৃষ্টি নামা,
তবু উড়ু উড়ু এই দুপুরে মধুপুরে হয় না নামা।

জীবনের পাঠ

শুধাই বৃক্ষের কাছে, 'বলো বৃক্ষ, কীভাবে
চলতে হয় কঠিন সংসারে ? তুমি তো দেখেছো
এই পৃথিবীতে অনেক জীবন';
বৃক্ষ বলে, 'শোনো, এই সহিষ্ণুতাই জীবন'।

বলি আমি উদ্দাম নদীকে, 'বলো, পুণ্যতোয়া নদী,
কেমন দেখেছো তুমি মানুষের জীবনযাপন ?
তুমি তো দেখেছো বহু সমাজ সভ্যতা';
মৃদু হেসে নদী বলে,
'দুঃখের অপর নাম জীবনযাপন'।

যাই আমি কোনো দূর পাহাড়ের কাছে
বলি, 'শোনো, হে মৌন পাহাড়,
তুমি তো কালের সাক্ষী, বলো না
বাঁচতে হলে কীভাবে ফেলতে হয় এখানে চরণ' ?
পাহাড় বলে না কিছু
কেবল দেখায় তার নিজের জীবন।

অবশেষে একটি শিশুকে আমি বুকে নিয়ে বলি,
'তুমি এই জীবনের কতোটুকু জানো,
কোথায় নিয়েছো তুমি জীবনের পাঠ' ?
চঞ্চল শিশুটি বলে, 'এসো খেলা করি আমরা দুজনে'।

মেঘের জামা

পাহাড় যেন ট্রাফিক পুলিশ
গায়ে মেঘের জামা
জেলগেটে ওই ঘন্টা বাজে
পড়ায় শপথনামা ;
ঝড়জলে তাই
ঘুমিয়ে যাই—
আলস্যে এই মেঘনাঘাটে
হয় না দেখি নামা,
আকাশ যেন বিরহী এক
গায়ে মেঘের জামা।
আকাশ বুঝি বলিভিয়ার
গভীর ঘন বন
জেলগেটে ট্রাফিক পুলিশ
দাঁড়ানো একজন।
কে সে প্রিয়ংবদা
তিস্তা কি নর্মদা ;
তার কাছে কে পৌঁছে দেবে
সোনার সিংহাসন,
মেঘের জামা পরেছে ওই
বলিভিয়ার বন।

বেঁচে আছি স্বপ্নমানুষ

আমি হয়তো কোনোদিন কারো বুকে
জাগাতে পারিনি ভালোবাসা,
ঢালতে পারিনি কোনো বন্ধুত্বের
শিকড়ে একটু জল—
ফোটাতে পারিনি কারো একটিও আবেগের ফুল
আমি তাই অন্যের বন্ধুকে চিরদিন বন্ধু বলেছি ;
আমার হয়তো কোনো প্রেমিকা ছিলো না,
বন্ধু ছিলো না,
ঘরবাড়ি, বংশপরিচয় কিচ্ছু ছিলো না,
আমি ভাসমান শ্যাওলা ছিলাম ;
শুধু স্বপ্ন ছিলাম
কারো প্রেমিকাকে গোপনে বুকের মধ্যে
এভাবে প্রেমিকা ভেবে,
কারো সুখকে এভাবে বুকের মধ্যে
নিজের অনন্ত সুখ ভেবে,
আমি আজো বেঁচে আছি স্বপ্নমানুষ।

তোমাদের সকলের উষ্ণ ভালোবাসা, তোমাদের
সকলের প্রেম
আমি সারি সারি চারাগাছের মতন আমার বুকে
রোপণ করেছি,
একাকী সেই প্রেমের শিকড়ে আমি
ঢেলেছি অজস্র জলধারা।

সকলের বুকের মধ্যেই একেকজন নারী আছে,
প্রেম আছে,
নিসর্গ-সৌন্দর্য আছে
অশ্রুবিন্দু আছে
আমি সেই অশ্রু, প্রেম, নারী ও স্বপ্নের জন্যে
দীর্ঘ রাত্রি একা জেগে আছি ;
সকলের বুকের মধ্যে যেসব শহরতলী আছে,
সমুদ্রবন্দর আছে

সাঁকো ও সুড়ঙ্গ আছে, ঘরবাড়ি
আছে
একেকটি প্রেমিকা আছে, প্রিয় বন্ধু আছে,
ভালোবাসার প্রিয় মুখ আছে
সকলের বুকের মধ্যে স্বপ্নের সমুদ্রপোত আছে,
অপার্থিব ডালপালা আছে
আমি সেই প্রেম, সেই ভালোবাসা, সেই স্বপ্ন
সেই রূপকথার
জীবন্ত মানুষ হয়ে আছি ;
আমি সেই স্বপ্নকথা হয়ে আছি, তোমাদের
প্রেম হয়ে আছি,
তোমাদের স্বপ্নের মধ্যে ভালোবাসা হয়ে আছি
আমি হয়ে আছি সেই রূপকথার স্বপ্নমানুষ।

মগ্নজীবন

এই এটুকু জীবন আমি দিওয়ানার মতো
ঘুরেই কাটিয়ে দিতে পারি
দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিকের মতো অকূল সমুদ্রে পারি
ভাসাতে জাহাজ ;
আমার সমগ্র সত্তা পারি আমি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিতে
কোনো সুফী আউলিয়ার মতো
ধ্যানের আলোয়,

ঝরা বকুলের মতো পথে পথে নিজেকে ছড়াতে পারি আমি
ছেঁড়া কাগজের মতো এমনকী যত্রতত্র ফেলে দিতে পারি,
এইভাবে ফেলতে ফেলতে ছড়াতে ছড়াতে এই এটুকু জীবন
আমি পাড়ি দিতে চাই—

এই এটুকু জীবন আমি হেসে খেলে দুচোখের জলে
ভালোবেসে, ভালোবাসা পেয়ে
কিংবা না পেয়ে
এভাবে কাটিতে দিতে চাই।
এই ছোটো এটুকু জীবন আমি বংশীবাদকের মতো
এভাবে কাটাতে পারি পথে পথে ঘুরে
উদাস পাখির মতো ভেসে যেতে পারি দূর নীলিমায়
সুদূরের স্বপ্ন চোখে নিয়ে,

পারি আমি এটুকু জীবন নিশ্চিত ডুবিয়ে দিতে গানের নদীতে
আনন্দধারায়,
এই তপ্ত এটুকু জীবন আমি স্বচ্ছন্দে ভিজিয়ে নিতে পারি
পানপাত্রে—
ধুয়ে নিতে পারি এই জীবনের সব দুঃখ, অপমান-গ্লানি,
এই পরাজয়, এই অপার ব্যর্থতা, এই অখণ্ড বিরহ,
এই উপেক্ষার অনন্ত দিবসরাত্রি, এই একা একা
নিভৃত জীবন ;
এই এটুকু জীবন আমি নির্ঘাত কাটিয়ে দিতে পারি
এভাবে ট্রেনের হুইসিল শুনে

উদাসীন পথিকের মতো পথে, পর্বতারোহীর অদম্য নেশায়
আকাশে ঘুড়ির পানে চেয়ে ;
এই মগ্ন জীবন আমি নাহয় নিঃসঙ্গ কয়েদির মতো
এভাবে কাটিয়ে দিয়ে যাই
অন্ধকারে, অন্ধকারে।

মন ভালো নেই

বিষাদ ছুঁয়েছে আজ, মন ভালো নেই,
মন ভালো নেই ;
ফাঁকা রাস্তা, শূন্য বারান্দা
সারাদিন ডাকি সাড়া নেই,
একবার ফিরেও চায় না কেউ
পথ ভুল করে চলে যায়, এদিকে আসে না
আমি কি সমস্র সহস্র বর্ষ এভাবে
তাকিয়ে থাকবো শূন্যতার দিকে ?
এই শূন্য ঘরে, এই নির্বাসনে
কতোকাল, আর কতোকাল!
আজ দুঃখ ছুঁয়েছে ঘরবাড়ি,
উদ্যানে উঠেছে ক্যাকটাস—
কেউ নেই, কড়া নাড়ার মতো কেউ নেই,
শুধু শূন্যতার এই দীর্ঘশ্বাস, এই দীর্ঘ পদধ্বনি।
টেলিফোন ঘোরাতে ঘোরাতে আমি ক্লান্ত
ডাকতে ডাকতে একশেষ ;
কেউ ডাক শোনে না, কেউ ফিরে তাকায় না
এই হিমঘরে ভাঙা চেয়ারে একা বসে আছি।

একী শাস্তি তুমি আমাকে দিচ্ছো ঈশ্বর,
এভাবে দগ্ধ হওয়ার নাম কি বেঁচে থাকা!
তবু মানুষ বেঁচে থাকতে চায়, আমি বেঁচে থাকতে চাই
আমি ভালোবাসতে চাই, পাগলের মতো,
ভালোবাসতে চাই—
এই কি আমার অপরাধ!
আজ বিষাদ ছুঁয়েছে বুক, বিষাদ ছুঁয়েছে বুক
মন ভালো নেই, মন ভালো নেই ;
তোমার আসার কথা ছিলো, তোমার যাওয়ার
কথা ছিলো—
আসা-যাওয়ার পথের ধারে
ফুল ফোটানোর কথা ছিলো
সেসব কিছুই হলো না, কিছুই হলো না ;

আমার ভেতরে শুধু এককোটি বছর ধরে অশ্রুপাত
শুধু হাহাকার
শুধু শূন্যতা, শূন্যতা।
তোমার শূন্য পথের দিকে তাকাতে তাকাতে
দুই চোখ অন্ধ হয়ে গেলো,
সব নদীপথ বন্ধ হলো, তোমার সময় হলো না—
আজ সারাদিন বিষাদপর্ব, সারাদিন তুষারপাত...
মন ভালো নেই, মন ভালো নেই।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্যে এলিজি

আমি বুঝি বেঁচে থাকা কী যে ক্লান্তিকর এই পৃথিবীতে
তবুও বাঁচার চেয়ে আর কী আনন্দ আছে কবির জীবনে,
আর কী সুখের আছে দুঃখেকষ্টে বেঁচে থাকা ছাড়া
এই ভাঙা বুকে ভালোবাসা, অশ্রুপাত, দু'চারটি পদ্য মেলানো!
হয়তো কিছুই কিছু নয়, তবু এই যে উজ্জ্বল ভোর দেখা
এই যে পাখির গান শোনা, সন্তানের প্রিয় সম্বোধন,
প্রিয়ার মুখের হাসি, তৃষ্ণা পেলে এই জলপান—
একখানি সুরাপাত্র, চাইবাসা, কোলাহল, মগ্ন নির্জনতা।
এর চেয়ে আর কী সুখের আছে, এভাবেই কিছুটা মশগুল
দিন কেটে যায়, সুখেদুঃখে কেটে যায় কবির জীবন ;
এই কবির জীবন এক অসমাপ্ত দীর্ঘ কবিতা
জানিনে কোথায় তার শুরু, কিন্তু শেষ তার হবে না কখনো।

আমি কোনোদিন দণ্ডকারণ্য যাইনি

আমি কোনোদিন দণ্ডকারণ্য যাইনি
শুনেছি আমার অনেক আত্মীয়-পরিজন
দণ্ডকারণ্যের অধিবাসী ;
একসময় তারা এদেশ ছেড়ে ভারতে চলে গেছে
তারপর দণ্ডকারণ্য
সেখান থেকে কোথায় জানি না।
কতোদিন বাবার মুখে এই গল্প শুনেছি
মাকে নীরবে চোখ মুছতে দেখেছি
অনেকবার,
আমার যে-দাদা অনেকদিন কলকাতায় থাকতেন
তার কাছে তার স্বচক্ষে দেখা শেয়ালদা স্টেশনের
বর্ণনা শুনেছি—
গাট্টি-বোচকা নিয়ে
দেশত্যাগী মানুষের ভিড়
তাদের মধ্যে কেউ আমাদের নিকট আত্মীয়,
কেউ জ্ঞাতিভাই,
আমার ছোটো মাসিমাও হয়তো তার ছোটো
ছেলেমেয়েদের নিয়ে
এভাবেই দেশ ছেড়ে গেছেন।
এরপর কতোবার আমি কলকাতা গেছি
কিন্তু আমি কখনোই দণ্ডকারণ্য যাইনি...
দণ্ডকারণ্যের পথ আমি চিনবো না
তা নয়,
কিন্তু সেখানে গিয়ে পথ চিনলেও
আমার নিকট আত্মীয়দেরই হয়তো আমি
চিনতে পারবো না ;
আমি আমার ভাইয়ের ছেলেকে চিনবো না,
বোনের মেয়েকে চিনবো না,
একসাথে বড়ো-হাওয়া কতো বাল্যবন্ধুর
বংশধরদের চিনবো না।
আমার পিসতুতো বোনের বড়ো মেয়েটির
নিশ্চয় অনেক আগেই বিয়ে হয়ে গেছে,

মেঝো কাকার নাতিরা হয়তো
এখন কলেজে পড়ে
আমি তাদের কীভাবে চিনবো।
দেশ ছেড়ে যাওয়া উদ্বাস্তুরা
যারা একদিন দণ্ডকারণ্য গিয়েছিলো
তারা যে সবাই এখন দণ্ডকারণ্যে আছে
তারই বা নিশ্চয়তা কী ?
ম্যালেরিয়া, মহামারী, দারিদ্র্য
এতোগুলো বছর, কিছুই তো বলা যায় না
কাকে দেখবো, কাকে দেখবো না
সে-কথা ভাবতেই আমার বুকের মধ্যে
মোচড় দিয়ে ওঠে—
তার চেয়ে দণ্ডকারণ্য না যাওয়াই
ভালো,
না যাওয়াই ভালো।

তোমার জন্য অন্ত্যমিল

আমার আকাশে তুমি যেন সেই
সুদূর শঙ্খচিল,
তোমার জন্য সারাটি জীবন
খুঁজেছি অন্ত্যমিল।

তোমারই জন্য ওগো প্রিয়তমা,
আমার পঙ্‌ক্তিমালা—
তোমার অন্নজলেই আমার
ভরেছি শূন্য থালা।

তোমারই জন্য সুন্দরীতমা,
আমার সকল গান,
আমার জীবনে তুমি যেন সেই
সজল মরূদ্যান।

আমার আকাশে তুমি বুঝি এক
সুদূর শঙ্খচিল,
তোমার জন্য কেবল আমার
সকল অন্ত্যমিল।

দেহতত্ত্ব

দেহের সঙ্গে মিলেছে দেহখানি
ভোলেনি কচ তোমাকে দেবযানী ;

মাটির সঙ্গে মিলিছে নীলাকাশ
নগ্ন নারী, মগ্ন চারিপাশ।

নদীর সঙ্গে মিলেছে তটরেখা
বর্ষারাতে ব্যাকুল কুহুকেকা ;

দেহের সঙ্গে মিলেছে এই দেহ
তত্ত্ব তার জানে না আর কেহ!

বৃষ্টি

সারাটা দিন বৃষ্টি পড়ে আজ
আকাশে মেঘ, নদীতে কারুকাজ ;
বৃষ্টি যেন খাসিয়া মেয়ের চুল
হয়েছে ছুটি মিশনারি ইশকুল।

সকাল থেকে উথালপাতাল হাওয়া
মেঘনাপাড়ে হয়নি তবু যাওয়া,
বৃষ্টি যেন অন্ধ মেয়ের হাসি—
ইচ্ছে করে আবার ফিরে আসি।

বৃষ্টিভেজা উদাসী ঝাউবন
একলা ঘরে কেমন করে মন—
বৃষ্টি যেন রাতের ফোটা ফুল
হয়নি আজ মর্নিং ইশকুল।

শালবনের মত্ত হাওয়ার টানে
ডাউন ট্রেনে কে আসে এইখানে—
বৃষ্টি যেন গোপন চোখের জল
হাঁটতে কেন পা করে টলমল!

আকাশ কেন এমন সারাদিন
দুচোখে জল ভীষণ উদাসীন,
বৃষ্টি যেন দুপুরবেলার ট্রেন
দুয়ারে কে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ?

সারাটা দিন বৃষ্টি পড়ে আজ
যা-কিছু সব করেছি ভুল কাজ ;
বৃষ্টি যেন মায়াবী মিসট্রেস
বাঁধেনি খোঁপা, আনেনি স্যুটকেস।

ফুলগুলি

ফুলগুলি কোথায় ফুটেছিলো ? কাননে

না স্বচ্ছ সরোবরে ? ফুলগুলি কি ফুটেছিলো
গীতবিতানের পাতায় নাকি শান্তিনিকেতনে ?
ফুলগুলি সব ফুটেছিলো কোন আকাশের বুকে!
এ ফুলগুলি ছিলো তোমার অন্তরে অন্তরে

মনে-ফোটা ফুলগুলি আজ ফুটলো আমার ঘরে।

তুমিই অনন্ত উৎস

কবিতার জন্য আর যাই না ঝরনার কাছে
দাঁড়াই না হাত পেতে বৃক্ষের নিকটে—
এখন জেনেছি জীবনের তুমিই অনন্ত উৎস,
তাই সবকিছু ছেড়ে ধ্যানজ্ঞান করেছি তোমাকে।
তোমাকে সঁপেছি এই জীবনের অখণ্ড প্রহর, দিনরাত্রি,
নিদ্রাজাগরণ
এখন তোমারই কাছে দাঁড়িয়েছি
পাবো সব আনন্দসম্ভার,
শব্দের উজ্জ্বল দ্যুতি বিচ্ছুরিত হবে তোমার দুচোখে
অনন্য উপমারাশি তোমার কাছেই আমি পাবো
পৃথিবীর অজানা ঐশ্বর্য সব তোমার বুকেই রয়েছে লুকনো।
আজ যাই না স্বপ্নের খোঁজে দূর বনে,
উড়ি না আকাশে
জানি সব স্বপ্ন আর আনন্দের অপার উৎস তুমি
সব মণিমুক্তো, রহস্যের তুমিই ভাণ্ডার।
তাই আর ভাসাই না জাহাজ সমুদ্রে,
ছুটি না অসীম শূন্যে
তুমি সব স্বপ্ন আর আনন্দের অনিঃশেষ খনি
কবিতার তুমিই অনন্ত উৎস।
তাই তোমার কাছেই ফিরে আসি,
বারবার হাত পেতে এভাবে দাঁড়াই
আজ তোমার কাছেই খুঁজি জীবনের শেষ অর্থ,
পরম ব্যঞ্জনা
জানি স্বপ্ন আর কবিতার তুমিই অনন্ত উৎস,
এই বাঁচার প্রেরণা।

কবির উত্তর

কবিকে শুধায় এই ব্যথিত গোলাপ
কেন রক্ত ফুলের পাপড়িতে,
স্বচ্ছতোয়া নদী বলে,
তার বুকে কেন রক্তস্রোত ?
উদার আকাশ প্রশ্ন করে
কেন বাতাস বিষাক্ত এতো,
দোয়েল-শালিক বলে,
কেন ওই বিকট আওয়াজ!
উদ্ভিদ জানতে চায়
কেন রক্তে ভিজে যায় মাটি,
মৃত্তিকা কবিকে বলে
এখানে খুঁড়বে কতো গহীন কবর ?
কবির বলার নেই কিছু,
ম্লান মুখে শুধু চেয়ে থাকে,
একবার কেবল দেখায় তার বুক
যার নাম অনন্ত এলিজি!

ভালোবাসা বুঝি দূর শৈশবের প্রিয় শীতকাল

তোমার অনেক বেড়ানোর জায়গা,
জাভা, বালিদ্বীপ
নীলগিরি, দূর হিমাচল, তুমি
যে-কোনো জায়গায় উড়ে যেতে পারো
আমি কীভাবে যাবো, পাখা নেই,
তাই মানচিত্র খুলে তোমার গন্তব্যস্থল দেখি
তোমার উদ্দেশে লিখে রাখি এই পঙ্‌ক্তিগুলো।
সেখানে উড়ছে কোনো স্বপ্নের পাখি
ডানায় সোনালি রঙ,
নীল বরফের মতো চোখ মেয়েরা সেখানে
অপরূপ আলস্য-ভরা সামুদ্রিক মাছ ;

ইচ্ছে করে তোমার জন্য পাঠিয়ে দিই
শীতের উদ্ভিদ
ভোরের শিউলি আর পদ্মার ইলিশ,
তুমি ফিরে আসতে আসতে পাটালিগুড়ের ঋতু
শেষ হয়ে যাবে
সকালবেলা ঘাসের ওপর এমন শিশির
থাকবে না,
মনে হয় এবার শীতকাল তুমি বাইরে কাটাবে।

তুমি আসতে আসতে শীত শেষ হয়ে যাবে
শীতের পোশাকে তোমাকে এবার আর দেখাই হলো না,
এই কার্ডিগান, উলের চাদর, শীতের কোমল প্রসাধনী...
আবার কতোদিন পরে শীত আসবে
আগামী শীতের জন্য এই পদ্য জমা থাক,
থাক এই স্মৃতির রুমাল, লেপের আদর ;
তুমি নেই, তোমার কথা খুব মনে পড়ে
মনে পড়ে ইস্টিশন, মফস্বল শহরের রাস্তা,
মনে পড়ে আরো কতোকিছু
ভালোবাসা বুঝি দূর শৈশবের প্রিয় শীতকাল!

যুগল কবিতা

তুমি যদি নদী হও আমি হই এই শুষ্ক বালি
আমি হই মরুভূমি তুমি তার সবুজ পত্রালি ;

তুমি যদি মেঘ হও আমি হই চৈত্রের খরা
তুমি কোনো গান হলে আমি সেই গানের অন্তরা ;

তুমি যদি রাত্রি হও আমি হই বিষণ্ন দুপুর
তুমি নৃত্যকলা হলে আমি হই পায়ের নূপুর ;

তুমি যদি বর্ষা হও আমি হই বর্ষার কেকা
তুমি স্রোতস্বিনী হলে আমি হই দূর তটরেখা।

তুমি যদি বন হও আমি হই তার ঝরাপাতা
তুমি বর্ণমালা হলে আমি হই শাদা শূন্য খাতা ;

তুমি পর্যটক হলে আমি হই পদতলে ঘাস
তুমি সরোবর হলে আমি সেই সরোবরে হাঁস ;

তুমি যদি বৃক্ষ হও আমি হই মাত্র তার ফল
তুমি দুটি চোখ হলে আমি তাতে হই অশ্রুজল।

গোলপাতা

জল পড়ে গোলপাতা-ঘরে
পড়ে জল বাহিরে অন্তরে ;
বৃষ্টিজলে কাঁপে গোলপাতা
আকাশ কি জলের উদ্‌গাতা ?

সেই কথা জানে না কিছুই
বৃষ্টি ভেজে বনের বাবুই ;

দূরে কার শোনা যায় বাঁশি,
কাকে খুঁজি, কাকে ভালোবাসি ;

জলে পড়ে কাঁদে গোলপাতা
বনগাঁর পরে কোলকাতা ;

আবার বৃষ্টি বুঝি নামে
ওইখানে ট্রেন কেন থামে!

গোলপাতা বৃষ্টিতে ভেজে
মনে পড়ে মাটিলেপা মেঝে ;
ওইখানে কারা হেঁটে যায়
গোলপাতা তবু কি ঘুমায় ?

তবু গান করে গোলপাতা,
কথা আছে, দাঁড়াও কোলকাতা।

পাতার ঘোমটা-পরা বাড়ি

এখনো বুকের মধ্যে জেগে আছে গাছপাতা,
সেই ঘরবাড়ি,
সেই ভালোবাসা খুব মনে পড়ে...
স্নেহভরা মায়ের হাতের মতো গাছের শ্যামল ছায়া,
জলভরা চোখে উদাস তাকিয়ে থাকা পদ্মপুকুর
এখনো বুকের মধ্যে মাতৃস্নেহের মতো
গাছপাতায় জড়ানো ঘরবাড়ি ;
সেই উদাস দুপুর, স্নিগ্ধ ভোরবেলা
মনে পড়ে, খুব মনে পড়ে
পাতায় ঘোমটা-পড়া বাড়ি, সারাদিন
পাখিদের গান ;
এখনো বুকের মধ্যে সেই বৃষ্টিপাত, সেই
টুপটাপ ভোরের শিশির
থোকা থোকা ফুল, জুঁই, বেল, কিংবা বকুল
শিউলি ফুলের মতো থালাভরা ভাত,
এখানে আকাশ খুব
সবুজ বাড়ির কাছাকাছি।
ভালোবেসে উদ্ভিদ রেখেছে ঢেকে এই বাড়ি, এই
ছোটো ঘর
দূর থেকে চোখে ভাসে গাছের পাতায়
ঢাকা বাড়ি—
বুক ভরে আছে মায়ের স্নেহের হাত, বোনের আদর
এখনো আমাকে ডাকে সেই পদ্মপুকুর, সেই বর্ষার নদী,
মাঠের সবুজ ঘাস
এখনো আমাকে ডাকে মায়ের স্নেহের কোল,
পাতার ঘোমটা-পরা বাড়ি।

কবিতাপাঠের আগে

কবিতাপাঠের আগে এখনো তেমনি বুক কাঁপে
তেমনি এখনো কেমন শুকিয়ে ওঠে গলা,
প্রথম তোমার সাথে দেখা হলে যে-রকম হতো
এতো বছরেও এখনো তেমনি হৃৎকম্প হয়।

মনে পড়ে সেই যে তোমার সাথে মুখোমুখি হলে
কেমন গুলিয়ে যেতো সব, কী বলতে কী যে বলি,
কবিতাপাঠের আগে এখনো তেমনি ভুল হয়
এখনো তেমনি শব্দ কেমন আটকে যায় ঠোঁটে ;

কবিতাপাঠের আগে আজো তেমনি আড়ষ্ট হয়ে পড়ি
তেমনি কাতর চোখে তোমার মুখের দিকে চাই।

মেঘলা দুপুরে

মেঘলা দুপুরে অনন্তপুরে কী করে সবাই
মন বলে, আজ যাই, কোথা যাই!

মেঘলা দুপুরে পদ্মপুকুরে কে করে রোদন
চোখে জল আসে, চোখে জল আসে, ডাকে ঝাউবন।

মেঘলা দুপুরে অন্তঃপুরে কী করে বিরহী
আমি কোথা যাই, আমি কোথা যাই, এ যাতনা সহি!

মেঘলা দুপুরে বিমোহিত সুরে কে গায় ভজন,
দূরে ছুটে যায়, দূরে ছুটে যায়, দূরে ছুটে যায় মন।

মেঘলা দুপুরে বহরমপুরে বাজে কী বাদ্য
মন বেঁধে রাখে, মন বেঁধে রাখে, কার এ সাধ্য!

মেঘলা দুপুরে কাহার নূপুরে ওঠে কী ছন্দ
মন ভরে যায়, মন ভরে যায়, ফুলের গন্ধ।

মেঘলা দুপুরে দিনাজপুরে সে আছে কেমন
পথ চেয়ে আছি, পথ চেয়ে আছি, বিষণ্ন মন।

ভালোবাসি হে বিরহী বাঁশি

দূরের আকাশখানি আজো আমি খুব ভালোবাসি
ভালোবাসি অশ্রুজল, ভালোবাসি হে বিরহী বাঁশি ;
তোমাকেই ভালোবাসি ঝরাপাতা, বিষণ্ন বকুল
পুকুরের শাদা হাঁস, বৃষ্টিভেজা এই নদীকূল,
ভালোবাসি সন্ধ্যাতারা ভালোবাসি রাত্রির আকাশ
গহন বর্ষার মেঘ, বিজন দুপুর, মধুমাস ;
এই ব্যথিত জীবন আজো আমি খুব ভালোবাসি
ভালোবাসি প্রিয়তমা, তোমাকেই হে বিরহী বাঁশি।

বার্চবনে এক সন্ধ্যায়

সন্ধ্যাবেলা বনের ভেতর দিয়ে পায়ে হেঁটে যাই
আমরা দুজন, মস্কো শহরের ধারে এই বন
সেও কি বিদেশী তবে, গাছগুলি দেখে টের পাই,
গাছের জানি না নাম, গাছ ঝাউগাছের মতন।

কে যে কোন পথে যাই, পথ যেন বরফের নদী
কিছুই পড়ে না মনে সেই বনে কী ছিলো এমন,
এতোটা বছর পর সেইখানে ফিরে যাই যদি
হয়তোবা পাবো কোনো জীবনের গাঢ় নিমন্ত্রণ।

গাছগুলি চোখ মেলে চেয়েছিলো আমাদের দিকে
কোন গাছ কাকে দেখে, কোন পথ কাকে কাছে ডাকে,
গাছের সেসব ছবি আছে এই গাছের প্রতীকে
কে আজ কোথায় তবু বারবার মনে পড়ে তাকে।

গাছের জানি না নাম, গাছ ঝাউগাছের মতন
আছে কি সেখানে আজো আমাদের পুরনো জীবন!

কে যায় একা

কে যায় একা মধ্যরাতে মেঘ শুয়েছে বাড়ির ছাতে
চেয়েছি তার একটুখানি ছোঁয়া,
ছিলাম দূরে পরবাসে ফুটেছে ফুল চৈত্রমাসে
হৃদয় আলো করেছে কালো ধোঁয়া।
কে যেন ডেকে বলেছে তাকে দুঃখ মনে লুকিয়ে থাকে
পারলে কিছু শিকড়ে দিও জল,
কিন্তু কোথায় মেঘ বা নদী গলায় মালা পরাবে যদি
আগে মোছাও দুইটি পদতল।
কে যায় একা অন্ধকারে চাঁদ নেমেছে পুকুরপাড়ে
এখানে তার পড়েছে কিছু ছায়া,
দূরের মাঠে সন্ধ্যারাতে যে যার মতো খেলায় মাতে
দগ্ধ বুক পায়নি স্নেহমায়া।

ঘুড়ি ও রুমাল

এখানে উড়িয়ে দেই তোমার রুমাল
তুমি কি রুমাল ভালোবাসো ? তবে কিছু
তোমাকে পাঠাবো নীল সুতো, রেখে দিও
বিদেশের শীতবস্ত্র বাজারে ওঠেনি।

গাছেদের জন্য খুব মায়া হয় মনে
গাছের শিকড় আছে, মানুষের নেই ;

কেন যে পাথরগুলো এতোদিন আছে
ক্ষয় নেই, উদ্দীপনা নেই, শুয়ে থাকে,
পাথরে পাথরে এই বেশ চেনাজানা
এবার মুখটি তবে পাথরে লুকাবো।

চিরস্থায়ী কোনোকিছু কোনোখানে নেই
তবুও রুমাল মনে রেখেছে মানুষ ;

মানুষের হাতে ওড়ে মানুষের হাত
ভাবে সে ওড়ায় ঘুড়ি ঘুড়ির মতন,
খুব ভালো হয় যদি ভুলে থাকা যায়
একসাথে ঘুড়ি ও রুমাল হেসে ওঠে।

হয়তো তাদের কোনো আত্মীয়তা ছিলো
মানুষ পাখির খাদ্য সংগ্রহ করেনি।

বনের ভেতরে আরো আছে কোনো বন
আছে কোনো সুসজ্জিত স্নিগ্ধ বাড়িঘর,
সেইখানে ফেলে গেছে একটি রুমাল
রুমালের পাশে কার পড়ে আছে ছাতা।

দেখেছি গাছের চোখে সমুদ্রের জল
পাতাগুলি কেঁপেছে বৃষ্টিতে সন্ধেবেলা ;

মানুষ পাথর নয় তবু পাথরের মতো
বৃষ্টিজল লাগে না শরীরে; কোনোদিন
হয়তো মানুষ তার সব ফেলে যাবে
একখানি ভাঙা বাড়ি দেখা যায় দূরে।

অনেক পথের শেষে এইখানে নদী
ভাসিয়েছে কেউ তার নদীতে রুমাল ;

ছেলেরা পাঠায় ঘুড়ি আকাশের কাছে
আকাশ কি তখন ঘুমায় ? মনে আছে
সেই ঘুড়ির পেছনে ঘুড়ি জমে ওঠে
মধ্যমাঠে নামে মেঘ, আসে বর্ষাকাল।

এতো ফুল এখানে ফুটেছে ভোরবেলা
কিছু তুমি নাও কিছু আমাকে বিলাও ;

আমারও তো সাধ ছিলো এই নীলখাম
নির্জর ঘুড়ির মতো ওড়াবো আকাশে,
পাথরের অশ্রুজল ভেসেছে বাতাসে
ভালোমন্দ মিলে এই জীবন মধুর।

নদীকে বলেছি আমি রুমালের কথা
ঘুড়ির কথাও তাকে অবশ্য জানাবো ;

ঘুড়ির ঠিকানা বুঝি আকাশের কাছে
রুমালের নিশ্চিত কোনো কিছু নেই,
সে থাকে বুকের কাছে থাকে অশ্রুজলে
একাকী সমগ্র তার বুঝি অন্ধকার।

ঘর থেকে সামান্য দূরের ওই নদী
সেইখানে ঘাস ওঠে, পাহাড় ওঠেনি ;

ওখানে যে ছিলো তার চোখে ছিলো জল
কে আর বেড়াতে আসে একাকী নির্জনে,
সেই যে উড়েছে পাখি তার ফিরে আসা
মনে কি রেখেছে কেউ, ঘুড়ি বা রুমাল!

ঘুড়ির কি দেখা হবে রুমালের সাথে
কেঁদে কেঁদে রুমাল একাকী ফিরে যায় ;

তোমার বিষণ্ন বাঁশি বাজে দূর বনে
কোথায় উঠেছে কান্না বৃষ্টিজলে মেঘে,
পাতায় পড়েছে আলো গ্রীষ্মের দুপুরে
হঠাৎ চৌদিকে একী ওঠে কোলাহল।

সে-দৃশ্য দেখেও হাতে নিয়েছি রুমাল
ভেসেছে রুমাল এই দুচোখের জলে ;

চাঁদও লুটিয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন পাহাড়ে
অভ্রভেদী ধ্বনি ওঠে, তবু ফিরে যাই,
এখনো বুকের মধ্যে সুগন্ধি রুমাল
আকাশ ওড়ায় ঘুড়ি বালকেরা দেখে।

চিরায়ত

তোমার দুঃখ আমার দুঃখ মিলেছে যেইখানে
সেইখানে এই নদী,
তোমার সুখ আমার সুখ মিলেছে যেইখানে
সেইখানে এই জীবন নিরবধি ;
তোমার চোখ আমার চোখ মিলেছে যেইখানে
সেইখানে এই আলো,
তোমার প্রাণ আমার প্রাণ মিলেছে যেইখানে
সেইখানে এই রাত্রি পোহালো।

এখনো রোমাঞ্চ হয়

এখনো রোমাঞ্চ হয় এখনো বাসনা জাগে মনে
এখনো তোমাকে চাই নিরিবিলি আরো সঙ্গোপনে ;

এখনো হৃদয়ে ঝড়, এখনো তোমাকে কাছে ডাকি
এখনো সমস্ত রাত তোমারই স্বপ্নে জেগে থাকি ;

এখনো তেমনি সাধ তোমাকে নিবিড় ভালোবাসি
দুহাতে জড়াই দুঃখ, আবার এখানে ফিরে আসি ;

এখনো বাসনা জাগে মধ্যরাতে এখানে দাঁড়াই
এখনো তো ইচ্ছে হয় চাঁদের সঙ্গে হেঁটে যাই ;

এখনো তো লোভ হয় তোমার ছায়ায় বসে থাকি
তোমাকে জড়াই বুকে, তোমারই দুহাতে হাত রাখি।

এখনো বাসনা হয় দূরের আকাশটাকে ছুঁই
দুইজনে এক হই, একজনে হই তবে দুই।

এখনো রোমাঞ্চ হয়, এখনো বাসনা জাগে মনে
পৃথিবীকে আবার পৃথিবী করি আমরা দুজনে।

যতোটা সম্ভব

আমার পক্ষে যতোটা সম্ভব আমি
ততোটা ভালোবাসি,
তার চেয়ে বেশি হলে ভেঙে যাবে,
কম হলে বাজবে না বাঁশি ;

আমার পক্ষে যতোটা সম্ভব আমি
ততোটা কাছে যাই,
তার চেয়ে বেশি হলে বুক কাঁপে,
কম হলে তোমাকে হারাই।

আমার পক্ষে যতোটা সম্ভব আমি
ততোটা কাছে ডাকি,
তার চেয়ে বেশি হলে কষ্ট পায়,
কম হলে উড়ে যায় পাখি ;

আমার পক্ষে যতোটা সম্ভব আমি
ততোটা ভালোবাসি,
তার চেয়ে বেশি হলে ভেঙে যায়,
কম হলে বাজে না এ বাঁশি।

মনে

অনেক দিনের দুঃখ আছে মনে
সেসব কথা বলতে পারি একাকী দুইজনে ;
অনেক দিনের বিষাদমাখা গান
গাই দুজনে একলা বসে ঘোচাই অভিমান!

মনের ভেতর হঠাৎ নামে মেঘ
যা ভাবি সব হারিয়ে যায় কী যেন উদ্বেগ,
তবু বাঁশি মনের ভেতর হঠাৎ বেজে ওঠে
চেয়ে দেখি এখানে এই অচেনা ফুল ফোটে ;

অনেক দিনের দুঃখ আছে মনে
সেসব কথা বলতে পারি নিভৃতে দুইজনে।

সব দুঃখ ভুলে যাই প্রেমের গৌরবে

সব দুঃখ ভুলে যাই প্রেমের গৌরবে, সব ক্লান্তি
দূর করি তোমার ছায়ায়
তুমি এই পৃথিবীর একমাত্র নদী,
প্রাকৃতিক এই জলে ধুয়ে নেই সব দুঃখ গ্লানি
এতো দুঃখের মধ্যেও স্নেহের আঁচলখানি আমার মাথায় ;

আমি এই ভালোবাসা দিয়ে গ্রীষ্মের রাত্রিকে করি
স্নিগ্ধ ও সজল
কণ্টকিত পথ করি পুষ্পময়,
কেবল প্রেমের গর্বে আজীবন মত্ত হয়ে থাকি।

এটুকুই আমার গরিমা, এটুকুই আমার বৈভব
এতো বিষাদেও তাই মাঝে মাঝে গ্রিক বীরদের মতো
জেগে উঠি,
দেখি আলো অন্ধকারে জীবন এখনো বেশ ভালো
ইচ্ছে হয় আরো ভালোবাসা দিয়ে শুধরে নেই জীবনের ভুল।

সব দুঃখ সমস্ত বেদনা এই গর্বে এখনো মধুর মনে হয়
এখনো তো মাঝে মাঝে এই দগ্ধ জীবনেও
বয়ে যায় দখিনা বাতাস,
এখনো নিজেকে সুখী ভাবি শুধু এই প্রেমে।
এখনো জীবনে আমি সব দুঃখ ভুলে যাই প্রেমের গৌরবে
সব অশ্রু মুছে ফেলি একটি মুখের দিকে চেয়ে,
ঘোর দুঃসময় এভাবেই অতিক্রম করি
স্নেহেতে মায়াতে বেঁচে থাকি ;
সব অশ্রু মুছে ফেলি, সব দুঃখ ভুলে যাই
শুধু এই প্রেমের গৌরবে।

শেফালি সিরিজ

১

বুক ভরে নাও শেফালিফুলের গন্ধ, শেফালিফুলের
বিষণ্নতা
ঘুমায় শেফালিফুল, জেগে থাকে রাতের স্তব্ধতা ;
মনে পড়ে শেফালিফুলের গন্ধে শেফালিফুলের পূর্ণিমায়
আকাশ আমাকে কাছে ডাকে, আকাশ আমাকে বলে, আয়।
তবু আমি সারাদিন শুনি সেই বিশদ নদীর কাব্যপাঠ
শেফালিফুলের সাঁকো, শেফালিফুলের খেয়াঘাট,
হয়তো এখানে শব্দ, হয়তো এখানে কিছু ফুল
নক্ষত্রেরা জেগেছে কি, প্রেমিকারা হয়েছে মশগুল ?
তারা কেউ জানা নয়, কেউ নয় পরস্পর চেনা
বুক ভরে নাও শেফালিফুলের গন্ধ, শেফালিফুলের
সংবেদনা।

২

শেফালি কি কারো কাছে ভালোবাসা চায়, শেফালি কি
চায় আলিঙ্গন
সারারাত শেফালি একাকী জেগে থাকে সুখে বা শঙ্কায়,
একটি শেফালিফুল ফুটেছিল চাঁদে ও জ্যোৎস্নায়
শেফালির এই নাম শেফালিকা শুনেছি শৈশবে।
শেফালি ঘুমাতে যাও, শেফালি একাকী জেগে থাকো
তুমি কি পড়েছো প্রেমে, তুকি কি বিষাদে ?

শেফালি তোমার শুভ্রতা দেখে ভ্রম হয় তুমি কতোখানি সুখী।

৩

শেফালিফুলের সাথে কেটেছে শৈশব, শেফালির
সাথে ভোরবেলা
এখনো শেফালিফুল দেখে মনে পড়ে হেমন্তের মাঠ
শেফালি এখনো আমার কাছে তারাভরা রাতের আকাশ,
শেফালি এখনো পাকা ধান ;
এখনো স্নেহের আঁচলখানি শেফালির মায়াভরা মুখ

শেফালিফুলের কথা ঘুমাবার আগে খুব মনে পড়ে
যায়,
শেফালিফুলের গন্ধে মাটির বাড়িতে হেঁটে যাই।
শেফালিফুলের সাথে কেটেছে শৈশব, কেটেছে
অনেক ভোরবেলা
কখনো কখনো সেই শেফালিফুলের জন্য চোখে
জল আসে।

৪
সবাই ঘুমিয়ে যায়, শেফালিফুলের গন্ধ আসে
একদিন তার এই শোভা দেখি, চঞ্চলতা দেখি
শেফালিফুলের জন্য বুকে ঝড় ওঠে ;
ফিরে আসো বাউল সন্ন্যাসী, ফিরে
আসো শেফালির ভোর
শেফালিফুলের জন্য আমি খুব হাহাকার করি
তোমাদের কাছে যদি শেফালিফুলের মতো
সরলতা পাই।

৫
হেমন্তে এসেছি আমি শরতের পোর্টম্যান্টখানি
সাথে নিয়ে
যেভাবে একাকী শহরে পালিয়ে আসে গ্রামের যুবতী
পোর্টম্যান্ট খুলে দেখো ফুটে আছে ভোরের শেফালি,
সে আমার অশ্রুজল, সে আমার সব ভালোবাসা
শহরে বেড়াতে এসে শেফালি কি ছন্নছাড়া হলো
তার দুঃখে লেখা হয় একটি কবিতা।

৬
যদি তুমি খুবই দুঃখী হও এইখানে লিখে
যাও নাম
এখানে সবুজ তরিতরকারি হয়, শেফালিফুলের এই গ্রাম ;
বাতাস এখানে কাঁদে ভোরবেলা, মেঘ শুয়ে থাকে
যতোই দুঃখী হও তুমি এই বন তোমাকেও ডাকে।
এইখানে শেফালিফুলের বাড়ি, শেফালিফুলের
ছোটো ঘর
জাফলং তামাবিল চায়ের পাতার মতো এখানে শহর।

৭

একদিন এইখানে সন্ন্যাসিনী, একদিন
এইখানে তুমি তপোবন
শেফালিফুলের শ্লোক, শেফালিফুলের শিহরন।
একদিন এইখানে আলোর ঝরনায় সন্ধেবেলা
তুমিও কিশোরী ছিলে শেফালিফুলের সাথে খেলা,
সেদিন তোমার মুখ শেফালিফুলের মতো রাঙা
মনে পড়ে এইখানে নক্ষত্রতারার ঘুমভাঙা ;
সমুদ্রের নীল ঢেউ নদীর সহস্র করতালি
তোমার পথের দিকে চেয়ে পথ পড়ে আছে খালি,
একদিন এইখানে সন্ন্যাসিনী, একদিন এইখানে
তুমি তপোবন
শেফালিফুলের স্বপ্ন, শেফালিফুলের জাগরণ।

প্রাতঃস্মরণীয়া

তোমাকে খালাম্মা বলি কিন্তু তুমি আমাদের মা
দুঃখিনী বাংলার তুমি ছায়াময় পবিত্র উপমা,
তোমাকে দেখেই বুঝি কতো স্নিগ্ধ মাতৃহৃদয়
তুমি যেন বটবৃক্ষ, শীতল প্রশান্ত জলাশয়।
ভোরের আলোয় যেন উদ্ভাসিত তোমার অন্তর
তুমি এই বাংলার শ্যামল মাটির কুঁড়েঘর ;
এ দেশেই জন্মেছেন বেগম রোকেয়া-মনোরমা
প্রাতঃস্মরণীয়া নারী, আমাদের সাহসিনী মা।
বাংলার মাটি তুমি, তুমি এই বাংলার জল
তোমারই কল্যাণ হস্তে আমাদের চিরসুমঙ্গল,
মাথার উপরে তুমি ছায়াতরু, সুনীল আকাশ
তুমি আমাদের এক গৌরবমণ্ডিত ইতিহাস ;
যদিও খালাম্মা বলি কিন্তু তুমি আমাদের মা
প্রাতঃস্মরণীয়া তুমি, তুমি এই স্বর্গের মহিমা।

ঝরাপাতা, তোমার জন্য

১
ঝরাপাতা আজীবন স্তব্ধ হয়ে রয়েছি তোমার কাছে
তুমি একবার অরণ্যকে একটু কোমল হতে বলো,
এই যে ট্রাফিক নিয়ম তাকে একটু শিথিল হতে বলে দাও,
তুমি বেদনার ধরেছো কি হাত, তুমি বড়ো একা ;
ঝরাপাতা তোমার সমস্ত দুঃখ আমি লিখে যাবো
মেঘে মেঘে অতিশয় কালো হয়ে গিয়েছিলো একদা আকাশ
জানি তখনো তোমার মুখ জলের ভেতরে দেখা যায়
হয়তো তোমার জন্য তখনো কেঁদেছে শালবন
তুমি এই ভালোবাসা ফেলে চলে যাও দূরে, ঝরাপাতা,
তোমার বিদায় যেন শৈশবের সেই দুঃখ-শোকগাথা।

২
তোমার কাতর মুখ মনে পড়ে আজো ভোরের রোদ্দুরে
মাত্রই ধরেছে শাড়ি সেই যে কিশোরী তার চোখে জল,
তুমি সব ভুলে গেছো, ভুলে গেছো সেই দুঃখ ও গরিমা
এখন সমস্ত কিছু ফেলে দিয়ে তুমিই হয়েছো ভিখারি
ব্যথিত বিষণ্ন বাউল ঝরাপাতা, আমি জানি তোমার গৌরব
একদিন এই দুঃখ লেখা ছিলো এক প্রাচীরের গায়ে ;
আমি তো তোমার জন্য নিঃশব্দ পাষাণ হয়ে যাই
দিনান্তে তোমার জন্য আমি নিয়ে আসি পিপাসার জল,
একদিন এইখানে ঝরাপাতা তুমি ছিলে শিহরন
আজ এই দূরের মাধুর্য তুমি, এই একাকী নির্জন।

৩
বলো ঝরাপাতা তোমাকে কী বলে আমি সম্বোধন করি
কী বলেছি প্রথম যেদিন দেখা হয় আপনি বা তুমি,
সব কথা লেখা ছিলো চোখে সেই বিষণ্ন কবিতা
আজ তার কিছু খুঁজে পাবো না কোথাও এই গোধূলিতে ;
তুমি এসো ঝরাপাতা আজ আমার সমস্ত দিয়ে যাই
তোমার ভেতরে আমি খুঁজে দেখি কেন দুঃখ কেন বিষণ্নতা,
এইখানে বর্ষার নদীতে হারিয়েছে তোমার কলস

আজ কার মনে আছে সেই দৃশ্য সেই জলের কাহিনী,
তোমাকে দিয়েছি বহু দুঃখ তুষারপাতের শীতকালে
তোমার সমস্ত কথা লেখা আছে এই অশ্বত্থের ডালে।

৪

তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমি দেখেছি নদীর বিষণ্ণতা
সেই দুঃখ হয়েছে গভীর, সেই ছায়া, সেই আলিঙ্গন,
ফিরে এলে চারদিকে আলো, ফিরে আসা মানে ভোরবেলা
বহুকাল এখানে ঘুমিয়েছিলো কেউ, গন্ধ ভেসে আসে ;
পুনরায় কখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে, ঝরাপাতা
আমি সেই আদিভূমি প্রকৃতির সান্নিধ্য ভুলেছি,
ওইখানে ঝাউবন কতো পুরনো বেদনা তার বুকে
এতোদিন পর মানুষের মনে সেই অনুভূতি জাগে,
ঝরাপাতা এখানে ঘুমিয়ে থাকো তুমি শ্যামল জ্যোৎস্নায়
এখনো তোমার জন্য ঝরাপাতা, এই বুক ভিজে যায়।

শতাব্দীর শেষ পূর্ণিমার জন্য একটি কবিতা

এতোকাল চাঁদ ছিলো বুকের ভেতরে,
সেই চাঁদ এই শতাব্দীর শেষে আজ তোমাকে দিলাম
তোমাকে দিলাম চাঁদ, তোমাকে দিলাম অশ্রুজল,
চাঁদ এই কুটিরশিল্পের মতো, এই তাঁতকল ;
একদিন চাঁদ ছিলো তোমার চোখের মতো প্রিয় রূপকথা
চাঁদ ছিলো শৈশবের মিষ্টি গন্ধ, মায়ের কোলের সেই স্মৃতি,
মনে হয় চাঁদ খুব প্রাচীন পুঁথির গন্ধমাখা, এই চাঁদ
একদিন মফস্বল শহরে দেখেছি
আজ তাকে তোমার আকাশে ফের উদ্বোধন করি।
একবার চাঁদকে চুম্বন করো অনন্তের শারদ উৎসবে
চাঁদের শরীর কেন স্পর্শ করো, কেন এতো
রোমাঞ্চিত হও,
আমি জানি চাঁদ এক আদ্যোপান্ত রোমান্টিক
প্রেমের কবিতা
ইচ্ছে হয় চলে যাই চাঁদের অচেনা ইস্টিশনে।
চাঁদ দেখা শেষ হলে অন্যকিছু হয়তো দেখার ইচ্ছে হবে
রহস্যও ক্ষণস্থায়ী, চাঁদও ফুরিয়ে যায় শেষে
চাঁদও ঘুমিয়ে পড়ে, তার আগে কোথায়
গুলির শব্দ শুনি,
চাঁদ তুমি মানুষের এককোটি বছরের স্বপ্ন বুকে নিয়ে আছো।

আকাশ

কতোদিন আকাশ দেখতে দেখতে দুচোখ
ভিজে উঠেছে আমার
ওই সপ্তর্ষিমণ্ডলের দিকে চেয়ে আমি কতো প্রিয়
মুখের কথা ভেবেছি
শেষপর্যন্ত কি এই আকাশই মানুষের ঠিকানা ?
তাই কি মৃত মানুষের কথা মনে হলে মানুষ
আকাশের দিকে ফিরে তাকায় ?
মানুষ আকাশে খোঁজে আরেকটি হারানো আকাশ
সেই কবে সে তার আরো একটি নিজের আকাশ হারিয়ে ফেলেছে
মানুষ সেই নিজের বুকের আকাশ খোঁজে আকাশে ;
কতোদিন আকাশ দেখতে দেখতে তাই দুচোখ
ভিজে উঠেছে আমার
কতোদিন আকাশ খুঁজতে খুঁজতে তাই দুচোখ কেমন
ঝাপসা হয়ে গেছে।
আকাশে কি সব হারিয়ে-যাওয়া মানুষের নাম লেখা
আছে,
সব হারিয়ে-যাওয়া মানুষের মুখ ভেসে বেড়ায় ?

আমার দ্যাশের বাড়ি

সেই কথা মনে পড়ে একদিন কোথায় ছিলাম
সেখানে নদীর শব্দ, ধানের সুগন্ধমাখা গ্রাম,
মায়ের স্নেহের মতো সেইখানে বয়ে যায় নদী
সেই জলে স্নান করে জেলেবউ কিশোরী পার্বতী।
কোথায় দ্যাশের বাড়ি, কোনখানে আমার ঠিকানা
নদীকে শুধাও যদি এইসব তার আছে জানা,
নদীর এমন শোভা পরনে তাঁতের শাদা শাড়ি
কুমার নদীর জন্য এই নদী তবে কি কুমারী ?

বর্ষা আমার জন্মঋতু

বর্ষা আমার জন্মঋতু, তাকে জন্ম থেকে চিনি
তার প্রথম ফোটা কদম আমি অশ্রুজলে কিনি ;
সেই থেকে বর্ষা আমার গোপন ভালোবাসা
মনে পড়ে মেঘলা দুপুর, একলা ফিরে আসা,
সেদিন এমন বর্ষাঋতু, এমন পাকাধান
সেদিনও কার চোখের জলে ভিজেছে গীতবিতান ?

এখনো সেই বৃষ্টি ঝরে, এখনো ভেজে বন
দুয়ারে মেঘ শব্দ করে কাঁদে আমার মন,
এই বর্ষা আমার জন্মঋতু, আমি এসেছি বর্ষায়
এখন ভাবি যাওয়ার কথা, মেঘ বলে যে, আয়।

সোনালি ডানার মেঘ

সোনালি ডানার মেঘ উড়ে যায় দূরের আকাশে
সোনালি ডানার মেঘ শুয়ে থাকে এইখানে ঘাসে,
বুকে তার বহু দুঃখ, সংবেদনা, হেমন্তের চাঁদ
তাকে আমি কাছে ডাকি, তাকে আমি বলেছি বিষাদ।

সোনালি ডানার মেঘ মনে হয় আকাশের নদী
বকুল ফুলের গন্ধে সে এখানে ফিরে আসে যদি,
সে এখানে খেলা করে, সে এখানে হয় ভেজা ঘাস
সোনালি ডানার মেঘ তবে কি পুকুরে শাদা হাঁস ?

সোনালি ডানার মেঘ উড়ে যায়, একা শুয়ে থাকে
দুচোখের জলে লেখা চিঠি যায় অনন্তের ডাকে,
সোনালি ডানার মেঘ যেন কোন সুদূরের পাখি
তোমাকে বেসেছি ভালো, তোমাকে হৃদয়ে তুলে রাখি।

সোনালি ডানার মেঘ বুকে তার হেমন্তের চাঁদ
আমাকে দিয়েছে আলো, আমাকে সে দিয়েছে বিষাদ।

পৃথিবী, তোমাকে আমি ভালোবাসি

আমার দুহাত বাঁধা, পৃথিবী আমার কাছে চেয়ো না আনন্দ-উপহার
চেয়ো না মঙ্গলদীপ, শুভেচ্ছার মালা
আমি ম্লান গোধূলির এক নিষ্প্রভ মানুষ ;
আমার দুচোখে কোনো আলো নেই, বহুদিন স্বপ্নহীন আমি
বলো তোমাদের কী গান শোনাবো
কী মুগ্ধ শ্লোকইবা আমি লিখে যাই ঝরপাতা তোমার উদ্দেশে!
কথা ছিলো ফুল ফোটাবার ব্রত নেবো আমি, হবো
চৌরাসিয়ার অশ্রুময় বাঁশি
তোমাদের দুঃখে হবো অপরূপ সুরের কল্লোল, হবো পাখিদের
স্নিগ্ধ কলগীতি
তোমার মলিন মুখ ভালোবেসে মোছাবো পৃথিবী ;
কিন্তু আমি পরাজিত পরাজিত, পরাভব তবুও মানি না।
আমারও তো কথা ছিলো পৃথিবী তোমাকে দেবো প্রীতির পরশ
সকলের মতো দুইহাত ভরে শুভেচ্ছার ফুল
কিন্তু বলো এই ব্যর্থ পিতা যে পারেনি সন্তানের মুখে দিতে একফোঁটা মধু,
কেড়ে নিতে তার বিষের বোতল
যে পারেনি সংসারে বইয়ে দিতে এতোটুকু শীতল বাতাস
একটু শ্যামল ছায়া কখনো যে আনতে পারেনি তার ঘরে,
সে তোমাকে বলো না কীভাবে দেবে নবীন পুষ্পার্ঘ্য ?
কথা ছিলো সকলের মতো আজ ভোরে হাতে হাতে আমিও বিলাবো ফুল
শুভেচ্ছা করবো বিনিময়
কিন্তু আমার দুহাতে আজ পরানো শেকল, দুই পায়ে বেড়ি
আমার মাথায় ভয়ানক খড়্গ ঝোলে, পৃথিবী তোমাকে ভালোবাসার জন্য
দেখো ওরা নিয়ে যায় অন্ধ কারাপ্রাচীরে আমাকে,
আমি ব্যর্থ পরাজিত হতে পারি, কিন্তু পরাভব কখনো মানি না
পৃথিবী তোমাকে আমি ভালোবাসি, খুব ভালোবাসি
একদিন তোমার মুখে ঠিকই আমি
হাসি-আনন্দ ফোটাবো।

শাস্তি

কী মধুর সে জীবন ছিলো মাগো ফিরিয়ে দিবি তুই
ভাতের থালায় ফুলের গন্ধ, ভাতগুলি সব জুঁই ;
মাগো তোমার দুধের বাটি, গেলাস ভরা জল
দুচোখ আসে ঝাপসা হয়ে অশ্রুতে টলমল,
উঠান ভরে তারার আলো, পুকুর ভরে চাঁদ,
মনে পড়ে না সেসব কথা ? একলা বসে কাঁদ।

সাধ হয়

ভোর হয়ে জেগে উঠি, ফুটি আমি, হয় মনে সাধ
আমি কি নদীর কাছে না জেনে করেছি অপরাধ ?
না জেনে করেছি পাপ, জলস্পর্শ পূর্ণিমার রাতে
দুই চোখ ভিজে যায় আজ সব হারাতে হারাতে ;
এতো যে জ্যোৎস্না ছিলো আমি তাকে ভেবেছি আঁধার
আর কি সময় হবে অবেলায় এ ঘর বাঁধার ?
ঘরের দক্ষিণে তবু পুঁতে রেখো একখানি ডাল
একদিন স্বর্ণচাঁপা, একদিন আমিও সকাল।

তার কিছু গন্ধ রাখি, তার কিছু রাখি ধুলোমাটি
হয়তো ভোরের আলো ভালোবেসে ছড়ায় দোপাটি,
আমি তার কাছে এই দাহবিষ রেখে যাই জমা
বেদনার আদি বই, কবি তার করেছে তর্জমা ;
ভোর হয়ে জেগে উঠি, পাখিদের হই কলরব
কিন্তু সে কোথায় আলো, কোনখানে চৈতালি উৎসব ?

চৈত্রনিশি

চৈত্রনিশি কেটে যায়, বিরহবিষাদ জাগে মনে
কে বসে রয়েছে একা, কোন পাখি কাঁদে দূর বনে ?
সে-দুঃখ বুঝেছে কেউ চৈত্রে তাই উড়ে যায় পাতা
কখন চোখের জলে ভিজে যায় কবিতার খাতা ;
সে-কথা আকাশ জানে তাই তো মাতাল বুঝি চাঁদ
তাই তো লেগেছে ঘোর, তাই মোহ তাই অবসাদ,
তবুও তো মনে হয় এইখানে পৃথিবীর সুখ
এইখানে দেখেছিলো দুইজন দুজনের মুখ।

চৈত্রের হলুদ খাম, সেই কথা মনে পড়ে যায়
কে গাহে বিষণ্ন গান, কে চলেছে একা যমুনায়,
চৈত্রে এতো সুখ হয়, এতো কিছু আয়োজন হয়
অশ্রুজলে কিনে রাখি এইটুকু সুখের সময় ;
আমিও বেসেছি ভালো, চৈত্রনিশি করেছি যাপন
স্বর্গের ফেরেশতা জানে, পৃথিবীর জানে ভাইবোন।

এই নাম স্বতোৎসারিত

বলে ওরা, তুমি কেউ নও, তোমাকে চেনে না কেউ, আজ
করেছে নিষিদ্ধ ওরা তোমার বানান,
একদিন তুমিই এখানে পাখিদের মতো গেয়েছো ভোরের গান
সেই গান স্তব্ধ করে দিতে ওরা পাকিয়েছে জোট ;
তুমি কেউ নও, বলে ওরা, কিন্তু বাংলাদেশের আড়াইশত নদী বলে,
তুমি এই বাংলার নদী, বাংলার সবুজ প্রান্তর
তুমি এই চর্যাপদের গান, তুমি এই বাংলা অক্ষর,
বলে ওরা, তুমি কেউ নও, কিন্তু তোমার পায়ের শব্দে
নেচে ওঠে পদ্মায় ইলিশ ;
তুমি কেউ নও, বলে ওরা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান আর নজরুলের
বিদ্রোহী কবিতা বলে,
তুমি বাংলাদেশের হৃদয়।
অন্ধকারে বিচরণকারীরা যতোই তোমাকে করে নিষিদ্ধ অক্ষর
ততোই হৃদয়ে হৃদয়ে তুমি নবসূর্যোদয়,
শুনি ভোরের প্রথম পাখি ততোই তো বলে যায়
শেখ মুজিবের নাম।
তুমি কেউ নও, যতোবার বলে ওরা, ততোবার বলে
এই শস্যক্ষেত, নকশী কাঁথার মাঠ, আদিগন্ত সুনীল আকাশ,
তুমি এই বাংলার ফুলফল, রাখালের বাঁশি, মুক্তিযুদ্ধের গান
এই স্বতোৎসারিত বাংলা কবিতা।

লালনের ছায়া

এই যে জগৎজোড়া মানুষের ঘর, দেশে দেশে মানববসতি
কিন্তু মনুষ্যসন্তান আমি কোথাও মানুষ বলে একটু পাইনে ঠাঁই,
কোনোটি হিন্দুর ঘর, কোনোটি বৌদ্ধের বাড়ি,
কোনোটি বা মুসলমানের বাসগৃহ, কোনোটিতে থাকেন খ্রিস্টান ;
মানুষের ঘর আমি তাহলে কোথায় পাবো, তবে কি মনুষ্যকুলে
জন্ম নিয়ে এমনি নাকাল হতে হবে ? মানুষের পরিচয়ে
তবে কি চিনবে না কেউ, হরিণশিশুকে যেমন হরিণ বলে চেনে
বলো না মানবশিশু আমার কী অপরাধ, আমি কেন মানুষের ঘরে
জন্ম নিয়ে কোথাও পাইনে আর মানুষের ঘর ; কতো উজ্জ্বল দুপুরে
ছুটে যাই পাড়াগাঁর শ্যামল পল্লীতে, দেখি ঘরবাড়ি, কর্মকোলাহল
কিন্তু মনুষ্যসন্তান বলে আমাকে চেনে না কেউ, কোনোদিন
স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় যাই আলোকিত নগরের নির্জন পাড়ায়, দেখি
ঘরে ঘরে হাসিগান, আনন্দকৌতুক, কিন্তু মানুষের
পরিচয়ে আমাকে চেনে না কেউ, সবাই ফেরায় মুখ ;

তবে কি এখন মনুষ্যসন্তান তার মানুষের ঘরে মিলবে না স্থান,
লালনের ছায়াতলে তখন ওঠেন গেয়ে কেউ, লালন কী জাত সংসারে ?

নদী

নদী হচ্ছে মানুষের হৃদয়, মানুষের চিরন্তন সুখদুঃখ
তাকে মানুষ এতো কাছে থেকে দ্যাখে, কিন্তু বোঝে না
নদীকে বুঝলে মানুষ নিজেকে বুঝতে পারতো
নিজেকে নিয়ে এই যে তার এতো কষ্ট, এতো হাহাকার, থাকতো না ;
নদীর অনেক রকম দৃশ্য আছে, নদী একরকম নয়,
মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে যায় নদী, শিল্প হয়ে ওঠে
নদীর অন্তর্নিহিত ভাবধারা হচ্ছে কাব্য, নদী হচ্ছে নিরন্তর ছন্দ,
নদীর এই যে তরঙ্গ এখানে নাচের সবগুলো মুদ্রা।
নদী মানুষের অনাবিষ্কৃত গুহাচিত্র, নদী মানুষের প্রথম ভালোবাসা
নদীর মধ্যে কোটি কোটি আকাশ, কোটি কোটি চাঁদ ও নক্ষত্র,
মানুষের দুঃখবেদনার শিল্পকলা হচ্ছে নদী
নদী হচ্ছে জলভারানত প্রেমিকার চোখ, ভোরের সানাই ;
তবু নদীকে যে নামে ডাকো নদী নদীই থেকে যায়
নদী চিত্র ও কাব্যের এক অনিঃশেষ উৎস, সুবৃহৎ ওয়েবসাইট,
কিন্তু এই নদীর সঙ্গে মানুষের ভালো চেনাজানা হলো না
মানুষ এতো কথা বলে, নদী মৌন।
নদী গান গায় মনে মনে, সে হচ্ছে কবির ধ্যান
এই নদী হচ্ছে মানুষের না-লেখা কবিতা, মানুষ সে-কথা বোঝে না,
মানুষ এই যে এতো কথা বলে কিন্তু তার আসল কথাটাই বলা হয় না
নদী খুব নিঃশব্দে সেই কথাটাই মানুষকে এতোবার বলেছে।

যতোবার পার হতে যাই

যতোবার পার হতে যাই এই সামান্য উঠোন, আমাকে জড়িয়ে
ধরে হারানো শৈশব,
ডাক দেয় শিশুশিক্ষা, স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ গুনগুন করে গেয়ে ওঠে
মাটির মলিন স্লেট দেখায় আমার হাতের লেখা প্রথম অক্ষর ;
তাই তো বাড়াতে পারিনে পা, পেছনে তাকিয়ে দেখি
দল বেঁধে পুকুর থেকে উঠে আসে হাঁসগুলি সব,
সামনে এগুতে যাবো শুনি বিষণ্ন ঘুঘুর ডাক
দেখি লাল পিঁপড়ের সারি আগলে রেখেছে সব পথ।
পার হতে যাই যতোবার এই এতোটুকু মেঝে, দু'পা ফেলার
চেয়েও কম দৈর্ঘ্যের এই ছোট্ট বারান্দা,
আমাকে আঁকড়ে ধরে একটি শীতল পাটি, একখানি
হাতপাখার মাধুর্য,
কাঁঠালচাঁপার গন্ধ, বিভোর পাখির শিস আমাকে
আচ্ছন্ন করে রাখে ;
পার হতে যাই যতোবার বাড়ির আঙিনা, হাত বাড়িয়ে আমার
পথ রোধ করে বাল্যস্মৃতি,
যতোবার পার হতে যাই একজোড়া চোখ, একফোঁটা ভোরের
শিশির,
আমি ততোবারই অবসন্ন, বিহ্বল হয়ে পড়ি।

জলাশয়

জলাশয় বলতে আমি বুঝি আমার মায়ের চোখ,
পলকহীন তার সজল চোখের দৃষ্টি,
আমার মায়ের চোখ মনে হতেই আমি দেখতে পাই বর্ষার আকাশ ;
বৃক্ষের ছায়া বলতে আমি বুঝি আমার পিতার দুখানি হাত
মাথার ওপরে অনুভব করি শীতল মেঘের ছায়া
এই ভীষণ খরায় আমি দেখতে পাই নেমে আসছে অনন্ত বৃষ্টিধারা।
এখনো প্রশান্ত ভোর বলতে আমি বুঝি মায়ের শঙ্খধ্বনি
গলায় আঁচল জড়িয়ে তুলসীতলায় তার স্তবগান,
এই স্নিগ্ধ ভোর আমি আজো দেখি গ্রীষ্মের দুপুরে ;
সন্ধ্যাতারা বলতে আমি বুঝি আমার মায়ের হাতে মাটির প্রদীপ
এতো অন্ধকারেও আমি দেখতে পাই নক্ষত্রের মতো সেই আলোকশিখাটি।
আমি দখিনা বাতাস বলতে বুঝি আমার পিতার হাতের স্পর্শ
সমস্ত ক্লান্তির মাঝে এখনো জুড়াতে বুক পাই সে সুশীতল দখিনা বাতাস,
এখনো আমার কাছে জ্যোৎস্নারাত হচ্ছে মাতৃস্নেহ
সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত হচ্ছে তার কাছে রূপকথা-শোনা সন্ধ্যাগুলো ;
আমার মায়ের সেই স্নেহময় চোখ
এতো রুক্ষতার মাঝে এখনো আমার কাছে শান্ত সরোবর।

যা-কিছু আমার ছিলো

কারা কেড়ে নিলো আমার ভোরের পাখির গান, ঘাসের বুকে
জমা সূচিশিল্পের মতো শিশিরবিন্দু,
তারাভরা আকাশের মতো নদী,
সেই থই থই সবুজ প্রান্তর কেড়ে নিয়ে কারা সেখানে বসিয়ে
দিয়েছে রেললাইন ;
কারা কেড়ে নিয়েছে ডোবার বুক থেকে কচুরি ফুলের মাধুর্য
কে আমার স্নিগ্ধ কুঁড়েঘরগুলি ভেঙে তুললো পাকাবাড়ি,
দিঘিভরা সেই ঢোলকলমি ফুল মাড়িয়ে কারা সেখানে
পুঁতে দিলো লোহার খুঁটি
আমার আউশ ক্ষেত তছনছ করে কারা সেখানে বানালো ইপিজেড ?
আমার সুনীল আকাশখানি কারা ঢেকে দিলো এমন
কালো ধোঁয়ায়
এই মাটির কলস কেড়ে নিয়ে কে এমন প্লাস্টিক বোতল
উপহার দিলো আমাকে,
আমার ফলের বাগানগুলিতে কারা টানিয়ে দিলো
ইমারতের নকশা
কারা কেড়ে নিলো আমার কাঁচা মাটির আলপথ, দূর্বাঘাসের
গালিচা ?
আমি যতোবার এই নদী, মাঠ কিংবা অরণ্যের দিকে তাকাই
ততোবারই দেখতে পাই সভ্যতার রুক্ষ চাকা কীভাবে
মাড়িয়ে গেছে তার কোমল বুক।

সেই আদ্যক্ষর

কতো বছর বুকের ভিতর লুকিয়ে রেখেছি একটি শব্দ
কৈশোরে স্বপ্নের ভিতর কুড়িয়ে-পাওয়া সেই আদ্যক্ষর,
সেই কুহুধ্বনি, মৌমাছিদের গুঞ্জরণ বছরের পর বছর
বয়ে বেড়াচ্ছি আমি ;
কেউ সে-কথা জানে না একটি বর্ষাকাল কতো সহস্র বছর
রেখে দিয়েছি এই বুকের মধ্যে
একখণ্ড শ্রাবণের মেঘ বুকের ঠিক মাঝখানে গোপনে
রেখে দিয়েছি কতো বছর,
আজো কাউকে বলতে পারিনি বুকের ভিতর লুকিয়ে রাখা এই
বৃষ্টিপাত, এই কুহস্বর।
কাউকে না কাউকে বলবো বলে পাহাড়ি ঝরনার মতো
উদ্বেল এই ধ্বনিপুঞ্জ আগলে রেখেছি আমি,
কতো সহস্র বছর বুকের মধ্যে রেখে দিয়েছি এই আগ্নেয়গিরি, এই
জলপ্রপাত,
এই একটিমাত্র শব্দের জন্য বুকের মধ্যে রেখে দিয়েছি
যতো বাংলা কবিতা ;
কিন্তু তবু এতো বছরেও বলতে পারিনি বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা
এই একটি লাজুক শব্দ, এই ব্যাকুল বংশীধ্বনি।

আর সবই ভুল কাজ

শুধু এই ভালোবাসা ছাড়া আর সবই ভুল কাজ, ভুল লেখাপড়া
আর তো উপায় নেই শোধরাতে পারি এইসব ভুল পাঠ, ভুল হস্তলেখা,
এই একটাই শুদ্ধ কাজ জীবনে করেছি, যেখানে সেখানে পাগলের মতো
ভালোবেসে ফেলা ;
বিচারবুদ্ধিহীন বেহিশেবি এই ভালোবাসাই হয়তো আমার দোষ
কিন্তু আমি জানি এই বেহিশেবি কাজটুকু ছাড়া আর সবই ভুল
কর্ম, পণ্ডশ্রম, ভুল দস্তখত।
সেই যে ভালোবাসার জন্য প্রথম যাতনা, দুঃখ, জাগরণ
সেটুকুই শুধু জীবনের একমাত্র শুদ্ধ শিল্প,
আর সবই ভুলপথ, ভুল যাত্রা, ভুল আরোহণ
এই একটাই ঠিক কাজ জীবনে করেছি বোকার মতন ভালোবাসা।

যতোই বলো

যতোই বলো আমি আজো সেই শৈশবের নির্জন
ছায়ার মধ্যে ডুবে আছি
সেই মর্নিং ইশকুল, রেনিডে, পুকুরঘাট
আজো আমি ধানের গন্ধে ডুবিয়ে রেখেছি শরীর ;
কান পাতলে সারাক্ষণ শুনতে পাই টুপটাপ ওস পড়ার শব্দ
আমার পক্ষে অনেক কিছু গুলিয়ে ফেলাই স্বাভাবিক, মাঝে মাঝে
আমার দুচোখ ভিজে ওঠাই স্বাভাবিক।
আমি শপিংমল, মোটরগাড়ি, কলিংবেল কীভাবে চিনবো
আমি চিনি হাটখোলা, ধানশালিক, গুদারাঘাট
এখনো ঘুমোতে যাওয়ার আগে নদীর সাথে রোজ একবার আমার
কথা হয়,
তাকে কী যে বলি আর কী যে বলি না, আমার যতো দুঃখ, সুখ,
ভালোবাসা।
আমি আজো দুপুরবেলার এই মন-খাঁখাঁ-করা সময়টাতে
কোনো একটা বটগাছের নীচে গিয়ে বসি
বটগাছে সবসময় এতো বাতাস যে কোথা থেকে আসে, পাতাগুলি
গান করে ;
যতোই বলো আমি কীভাবে মুখস্থ করি মোবাইল, এসএমএস,
আমার চারপাশে ঘুরঘুর করে ফড়িং, জোনাকি, কালো পিঁপড়ে
দ্যাখো না আমার দুচোখ-ভরা উতল বর্ষাকাল,
আমি এই মাটির মেঝেতে মেঘের সাথে শুয়ে থাকি,
যতোই বলো আমি আজো সেই শৈশবের অথই ধ্বনিপুঞ্জের মধ্যে
ডুবে আছি।

শুনি

আমি শুনতাম ভরা নদীর ওপর দিয়ে-আসা-ভাটিয়ালি, খোলা
মাঠের ওপর দিয়ে ভেসে-আসা বাঁশি,
শুনতাম আবেগময় গীতিকবিতার মতো মাঝরাতের বৃষ্টিপাত
আজ শুনি টিভির ভাঙা গলা, খড়খড়ে শব্দ ;

আমি শুনতাম শস্যক্ষেতের গন্ধমাখা পাখির কণ্ঠ, ফুল
ফোটার শুনশুন
শুনতাম গাছের পাতায় বাতাসের একতারা, বর্ষার বিলে
মাছের উল্লাস
আজ শুনি ইট ভাঙা আর লোহা পেটানো ;

আমি শুনতাম ভোরবেলা ভেজা দাঁড়ের একটানা ঝুপঝুপ, উঠানে
টুপটাপ শিউলি পড়া,
শুনতাম গাভীর হাম্বারব, শ্রাবণের নদীর মতো ভরা হাটের গমগম
আজ শুনি অবিরাম হর্ন, ছাদঢালাই ;

আমি শুনতাম দুপুরবেলা বুক-ভেজানো ঘুঘুর ডাক, ঘুমের মধ্যে
শিশিরের এক দুই...
শুনতাম খালে গড়িয়ে-পড়া বানের জলের কলকল
আজ সেই পাতা ও পাখির আলাপ শুনি না, শুনি দিনরাত লেদমেশিন।

এই সন্ধ্যা

ঝমঝম নেমেছে বৃষ্টি সন্ধ্যাবেলা
সেই সন্ধ্যাবেলা পৃথিবী যেন মধুর শৈশব,
ঝমঝম নেমেছে বৃষ্টি, নেমেছে ঝমঝম
জীবনে এতো যে ঝড় বয়ে যায়
তবু এই সন্ধ্যা সবচেয়ে অন্যরকম ;
ঝমঝম নেমেছে বৃষ্টি একসাথে ভেজে দুইজন
মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি থেকেও মেঘ হয়েছে তখন,
সন্ধ্যাবেলা ঝমঝম নেমেছে বৃষ্টি, ঝমঝম ঝম
বদলে যায় পৃথিবীর জলবায়ু, মাস, রাত্রিদিন,
আকাশের সাথে হয় আকাশের অপূর্ব মিলন
জীবনের এই সন্ধ্যা পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নতুন
তার আলো ঠিকরে পড়ে, তার চাঁদে হয় বৃষ্টিপাত
ঝমঝম নেমেছে বৃষ্টি সন্ধ্যাবেলা
সেই সন্ধ্যা পৃথিবীর প্রথম পূর্ণিমা,
সন্ধ্যাবেলা নেমেছে বৃষ্টি ঝমঝম ঝম
কোথাও কিছুই নেই, দুজনের বৃষ্টিভেজা হাতে একটি বকুল
সমস্ত পৃথিবীজুড়ে তার ছন্দ তার গন্ধ অন্যরকম।

আমার জন্মগ্রাম

সারাগ্রাম আমার বাড়ি, এই গ্রামময় ছড়ানো আমার
হাত,
এর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি শোনা যায় আমার ডাক
সবখানে নদীর স্রোতের মতো কেবল আমার
কলকল ধ্বনি ;
এই গ্রামটি আমার বাড়ি, আমার নিজের ঘর, নিজের উঠান
এর সবখানে হাত-পা ছড়িয়ে আমি শুয়ে থাকতে পারি।

এই নদীটি আমার, এই জারুল গাছটি আমার বাল্যবন্ধু, পাখিগুলি
সব আমার আত্মীয়
এই নদী, গাছ, ঘুঘুপাখি সবাই আমার কথা বোঝে,
এইখানে আমার নিজের নদী, নিজের বাড়ির মেঘ, নিজের আকাশ ;
আমি মাঝে মাঝে এই গাছগুলিকে ডাকনাম ধরে ডাকি
ভাবি এই জারুল গাছের আর একটি নতুন নাম দেবো,
এই গাছগুলির দুঃখ আমি বুঝি, একটি জিওলি গাছ আর আমি
সারারাত গলা ধরে কাঁদি।

এই গ্রাম আমার নিজের ধানের জমি, নিজের সবজি ক্ষেত,
পোনা মাছের পুকুর
দুধের সরের মতো এই নরম উঠান জুড়ে হাঁসগুলি,
এরাও আমার নেওটা খুব
যেখানেই যাই এই গ্রামময় আমারই হাসির শব্দ, আমারই চোখের জল,
সারাগ্রাম জুড়ে আমারই সব আপন মানুষ ;

সবাই আমার কেউ না কেউ, কেউ কাকা, কেউ মামা, কেউ চাচা,
কেউ বোন বা ভাই ;
পথে বের হলে কেবলই চেনা মানুষ, এই চেনা মানুষ
আর শেষ হয় না
দেখি চারদিক থেকে শুধু আমাকেই নাম ধরে ডাকে।

এখানে আমার পর বলে কেউ নেই, এখানে সমস্ত কিছু আমার
আপন

এই বৃষ্টি, ঝড়, বাউকুড়ানি, কচুপাতা, বেগুন ক্ষেতের
টুনটুনি পাখিটা
সবাই আমার শত সহস্র বছর ধরে সঙ্গী,
এই গ্রামটি আমার বাড়ি, আমার নিজের সবজি ক্ষেত,
আটচালা ঘর।